

তত্ত্বাবদ্যা।

সাধ্যা, পাতঞ্জল, বেদান্তসার, মুক্তি-মীমাংসা ঘটচক্র-নিরূপণ
প্রভৃতি আৰ্য্য তত্ত্ব-গ্রন্থের সহিত পাশ্চাত্য
খ্রীষ্টসম্বন্ধ-বিচার ও
সামঞ্জস্য-নিরূপণ।

ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্তান্তব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ ।

যদাৎ কৰ্ম্ম প্রকুৰ্ব্বাত তদব্রহ্মণি সমৰ্পয়েৎ ॥

শ্রীজ্ঞানার্ধি শর্মা দ্বারা সংকলিত।

১ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন হইতে
শ্রীপরাণচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

সাধন যন্ত্র।

কলিকাতা, ১নং উমেশচন্দ্র দত্তের লেন,

সাধন যন্ত্রে

শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত ।

সাধারণ মানব-ধারণার অতীত

মায়ামোহাদির বহির্ভূত,

ত্রিলোকগামী,

ত্রিকালদশী,

লক্ষমোক্ষ

মহাত্মা-

গণের

পবিত্র নামোদ্দেশে

এই পুস্তক ভক্তিসহকাৰে

উৎসর্গীকৃত

হইল ।

কর্ণেল অলকট্ ও থিওসফি ।



কিছুদিন হইতে কর্ণেল অলকটকে গালি দেওয়া একটা হজুকের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে । ছেলে, বুড়া, ইতর, ভদ্র, মাঠে, বাটে যে যেখানে সুবিধা পাইতেছে, সে সেই খানেই নির্দোষ বৃদ্ধ বিদেশীর বেচারীর মস্তকে অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছে । সংবাদপত্রে, সমালোচনে, বক্তৃতায় এই গালিগালাজের আড়ম্বরটা বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িয়াছে ।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অলকট্ বেচারীর অপরাধ কি ? অপরাধের মধ্য দেখিতেছি, তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্মকে সার ও শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া মনে করেন—এবং সেই কারণে সাতসমুদ্র তেরনদী পার, এই আর্ধ্যভূমে, এই অধঃপতিত ভারতে আসিয়া সেই পতিত ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা করিতেছেন । তজ্জন্য তিনি এই সকল লোকের নিতান্ত চক্ষু-শূল হইয়া পড়িয়াছেন । তাই তাঁহাকে ঐ সকল বিপক্ষ সম্প্রদায়, বৈঠিক (unprincipled) বৃদ্ধক (impostor) প্রভৃতি শব্দে অবধা অভিহিত করিতেছেন । কখন—তাঁহাতে তত ক্ষতি মনে করি না । কেন না ব্যবসাদারী ধর্মের যুক্তি বা নির্দেশ অধিক কাল স্থায়ী হয় না । তবে একটা ভয়ের কারণ এই যে, তাঁহাদের কথার পাছে হিন্দুসন্তান আস্থা প্রদান করিয়া,

আপনার গায় আপনি কুঠারাঘাত করেন। তাই এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক।

আমি অলকটের দলভুক্ত নহি। তবে তাঁহার সহিত ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্তসাধুবর্গের সহিত থিওসফি (“তত্ত্ব-বিদ্যা”)—সম্বন্ধে কথাবার্তার আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে থিওসফির প্রতি বা কর্ণেল অলকটের প্রতি তাচ্ছল্য প্রদর্শনের কিছুমাত্র কারণ দেখি নাই।

কর্ণেল অলকট কখনই স্বার্থপরব্যক্তি নহেন। স্বদেশে তাঁহার সম্মুখে পার্থিব সৌভাগ্যের ও উন্নতির প্রশস্ত ক্ষেত্র বিরাজিত ছিল। কিন্তু তিনি এক হিন্দুধর্ম-নির্দ্ধারিত যোগ ও মুক্তির সাধন উদ্দেশে, সে সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, দেশে বিদেশে কতই না বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন। স্বদেশে স্বধর্মে থাকিলে তিনি যে সম্মান ও যে পদগৌরব উপভোগ করিতে পারিতেন—সে সম্মান ও সে গৌরবকে তুচ্ছ পদার্থের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া, যিনি রক্ত দশায় স্বীয় জন্মভূমি, স্বীয় পরিবার ও বন্ধুবর্গকে ছাড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে এদেশে আসিয়াছেন, তিনি কি স্বার্থপর? এখানে আসিয়া তিনি কি ফললাভ করিয়াছেন। আমাদের ২১৪ জন দেশীয় ব্যক্তির সমাদর। ইহা ব্যতীত বলুন দেখি, তিনি আর কি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন? কিন্তু কর্ণেল অলকটের ন্যায় উচুপদস্থ ব্যক্তির নিকট, ইহা কি অতি অকিঞ্চিৎকর সম্পদ নহে? তবে কি করিয়া বলি যে তিনি স্বার্থপর?

অলকট বুজবুজ (impostor) নহেন। তিনি কখনই বলেন না যে “আমি শিক্ষা দিতে আসিয়াছি”—বরং সর্বদাই

বলিয়া থাকেন যে “আর্য্য মহাত্মাগণের নিকট হইতে আমি শিক্ষা লইতেই আসিয়াছি।” তবে তিনি মধ্যে মধ্যে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া থাকেন, তাহাতে অনেকে তাঁহাকে প্রেতবাদী ঘাছুকর বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার দোষ কি?

তিনি যে সকল অমানুষিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখাইয়া থাকেন, তাহার দ্বার ত সকলেরই নিকট উন্মুক্ত। তাহার মধ্যে যদি কোন গোলযোগ থাকে তবে ইচ্ছা করিলে যিনি তিনি যখন তখন ধরিয়া সে বুজুকি ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। কৈ—এ পর্য্যন্ত তাহা কি কেহ পারিয়াছেন? যিনি যখন অলকটের নিকট, অলৌকিক কাণ্ড দেখিবার প্রত্যাশায় গিয়াছেন, তখনই তিনি ঐ সকল প্রক্রিয়ার আভ্যন্তরিক রহস্য উদ্ভেদের অভিসন্ধিতে গিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক, অনেক দার্শনিক, অনেক বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু কেহই ত এ পর্য্যন্ত কোন বুজুকি বাহির করিতে পারিলেন না। আর বুজুকিই বা কি? অলকট যে সকল ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন, তাহা সাধারণের চক্ষে আপাততঃ অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহাতে অমানুষিকতা কিছুই নাই। সকলই বিজ্ঞান-সম্মত। সংক্ষেপে একটি গিসমেরিজমের উদাহরণ দ্বকন। ইহা কি বিজ্ঞানসম্মত নহে? যে কোন বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করুন, তিনিই বোধ হয় এই সত্যের সারবত্তা স্বীকার করিবেন। আর অলকট নিজেও তাঁহার, অথবা মাদাম ব্লুভাদস্কির আশ্চর্য্য প্রক্রিয়াগুলিকে, কখনই বিজ্ঞানের বহির্ভূত অতিমানুষিক বলেন না। তবে কি কারণে

“বুদ্ধকক” বলিয়া অতি অন্যায়রূপে তাঁহার প্রতি দোষা-
 রোপ করা হয় ? শিক্ষিত হিন্দুর, এ সমস্ত গুরুতর বাপারের
 নিগূঢ় মর্ম গ্রহণ করিয়া, নিজ ধর্ম ও জাতীয়তার গৌরব
 বর্দ্ধন করা অবশ্য কর্তব্য। নিজে না জানিয়া না শুনিয়া,
 অন্যায়রূপে নিজ হিটৈতবীকে, বৈরী বা বুদ্ধকক মনে করা,
 নিতান্ত অসারের কার্য্য। বাহা হউক ব্যক্তিগত চরিত্রের
 কথা আর অধিক বলিতে চাই না। সাবধান ব্যক্তির পক্ষে
 ইহাই বথেষ্ট।

অতঃপর থিওসফি সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। সাধারণ-
 ণের নিকট থিওসফি আজিও সম্পূর্ণ তমসামুহ।
 একেত থিওসফি ইংরাজি শব্দ, তাহাতে আবার উহার
 নেতা ইংরাজ—এবং উহার অনুচরগণও যে শ্রেণীর লোক,
 তাহাতে সাধারণজনগণ সহসা তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত
 হইতে সাহস করেন না। কাজেই থিওসফি সাধারণের চক্ষে,
 আজিও প্রেহেলিকাবৎ অন্ধুট। ‘থিওসফিষ্ট’ শব্দে কাহাকে
 অভিহিত করিলেই, তাঁহাকে সাধারণতঃ একরূপ নূতন পদ্ধ-
 তিত্ত লোক বলিয়া নির্দেশ করা হয়। কিন্তু, তবে কি সুদীর্ঘ
 কেশ ধারণ অথবা পরিচ্ছদ পরিপাট্যে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেই,
 থিওসফির যোগী বলিয়া কাহাকেও ভক্তি ও ভয় সহ-
 কারে সম্মান করিতে হইবে ? অথবা তাঁহাকে সাধারণ
 লোকের অতীত মনে করিতে হইবে ? সম্প্রতি দেখিতে পাওয়া
 যায় কতকগুলি অস্থিরমতি অসারহৃদয় লব্য যুধক থিওসফির
 দোহাই দিয়া এইরূপ সখের বাবরি চুস ধারণ করিয়া
 থিওসফির প্রতি সাধারণের অজ্ঞান জন্মাইতেছে। সাধারণ

লোকের যদি ইহাদেবের মস্তক মুগ্ধন করিয়া দেয়, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাতে থিওসফির কোন ক্ষতি হইবে না, বরং লাভই হইবে। থিওসফিষ্টদের মধ্যে একরূপ কতকগুলি সাধবান ব্যক্তি আছেন, যাহাদের নিকট হইতে মানবসমাজ জগতের অতিমানুষিক ক্রিয়াকাণ্ডের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন এবং পরে আরও প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই সকল সাধু পুরুষের সহিত যতদিন নিঃসঙ্কোচ সম্মিলন না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত থিওসফি সম্বন্ধে সাধারণের বিশেষ জ্ঞান, অস্পষ্টই রহিবে। তবে থিওসফি সম্বন্ধে সাধারণ হিন্দুর একরূপ স্থূল ধারণা থাকিলে বোধ হয় থিওসফির বিপক্ষে তাঁহারা বৈরীভাব অবলম্বন না করিয়া উহার স্বপক্ষে সাম্যভাবই ধারণ করিবেন। এই নিমিত্তই বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থখানি প্রচারিত হইল। গ্রন্থকার থিওসফি সমাজভুক্ত নহেন; সুতরাং ইহাতে প্রশংসা থাকিতে পারে, কিন্তু অথবা পক্ষ সমর্থন বা স্তুতিবাদ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই পুস্তক হইতে পাঠক তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অভিমত লাভ করিতে পারেন।

একণে জিজ্ঞাস্য এই, থিওসফি কি নিতান্তই ভ্রম বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন? বোধ হয় নিতান্ত অসার জড়বাদী (দেহবাদী বা Materialistic) চার্কাক-শিষ্য বাতীত, এ নির্দেশে কেহই অমুসৌন্দর্য্য করিবেন না। যাহাদের ক্ষুদ্র বিশ্বাস, ক্ষুদ্র জ্ঞান এবং ক্ষুদ্র ধারণা, কেবল ক্ষুদ্র জড় জগতেই পর্য্যবসিত তাঁহারাই কেবল বলিবেন, থিওসফি ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ, অতি অসার পদার্থ। তদ্ব্যতীত যাহাদের কিঞ্চিৎ জড় ভূত ও

ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা আছে, তাহাদের অল্পদাক্ষিণ্যেও আত্মদর্শনে সামর্থ্য আছে তাঁহারা কখনই বলিবেন না যে, জগৎ, বাহ্য ইঞ্জিয়ার প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার বা দৃশ্য (Phenomenon) ব্যতীত, উহার অভ্যন্তরে আর কোন অসাধারণ ক্রিয়া-কাণ্ড নাই। পজিটিভিজম্ বা এগ্নিষ্টিসিজম্ বতই নাস্তিকতাপূর্ণ হউক না কেন, এবং আমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানলাভে যতই অক্ষম বলিয়া সাবধান করুক না কেন—মানব মন, মানবের সংস্কার কোন মতেই তাহাদের বৈজ্ঞানিক 'যুক্তি' অনুসারে, প্রত্যক্ষ জগতের প্রত্যক্ষ কাণ্ডে সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষীভূত ধ্যাপারের উপরে ও অভ্যন্তরে যেন কিছু রহিয়াছে, ইহা আমাদের আধ্যাত্মিক কতকগুলি শক্তি, চুষ্কাকর্ষণের ন্যায় প্রতিনিয়ত তাহাদিগকে টানিয়া, ঘোর নিনাদে আনাদের অন্তরাঙ্গার নিকট ঘোষণা করিতেছে; এবং যখন মানবের চৈতন্য এই আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া যায়, তখনই সে চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠে; এবং যে এইরূপে জাগিয়া উঠে, সেই আত্মাই তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ঘুরিতে থাকে। সেই তত্ত্বানুসন্ধানজনিত যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, তাহারই ভিন্ন নাম তত্ত্ববিদ্যা অথবা থিওসফি। সরল কথায় ইহার চরম উদ্দেশ্য, আত্মজ্ঞান দ্বারা ঐহিক জ্ঞান লাভ এবং উভয়ের সম্মিলন দ্বারা মুক্তিলাভ।

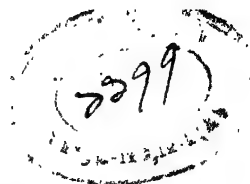
ভূত ভারতের আর্য্য-ঋষিগণই, কেবল আধ্যাত্মিক জগতের এই সকল স্তম্ভই তত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন। আর্য্যধর্ম্ম ব্যতীত জগতের আর কোন ধর্ম্মই, আধ্যাত্মিক জগতের এই সকল গূঢ়রহস্যের উদ্ভেদ সাধন করিতে পারে নাই। কেবল আর্য্য ঋষিগণই

আত্মদর্শন রূপ মহাযোগ বলে, আত্মার বাহ্য গুণ ব্যতীত, তাহার অভ্যন্তরে প্রকৃতির অভাবনীয় অভাস দর্শন করিয়া-
ছিলেন। তাই তাঁহারা এই জড় জগৎকে “মায়্যা” (illusion) বলিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য কোন ধর্ম বা দর্শন এতদূর উচ্চে উঠিতে পারে নাই। তাই তাহারা অভাব-
নীয় হিন্দু ধর্মকে, প্রহেলিকাশূর্ণ অন্ধকার (mysterious dark) বলিয়া গণ্য করে। ক্যান্ট, লক্, মালিব্রান্স, দেকার্ট প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণ হইতে হ্যামিল্টন, বেইন, স্পেন-
সার, কোমৎ প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকগণের মনোবিজ্ঞান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করণ, তাহাদের সকলেরই একমাত্র মূল ভিত্তি, “অনুভূতি” (perception), “বুদ্ধি” (rea-
son) ও সংস্কার (instinct) প্রভৃতি কয়েকটি শক্তির (faculty) বিচার, বিভাগ ও উপবিভাগ লইয়াই সংগঠিত। কিন্তু এই অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত যে সকল আদি শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহার সত্ত্ব অনুসন্ধান, কোন পাশ্চাত্য দর্শনই করিতে সক্ষম হয় নাই। এতদূর পর্য্যন্ত আনিয়াই গোলযোগ দেখিয়া, তাহারা সকলে পশ্চাৎপদ হইয়াছে। এইখানে আনিয়াই প্রকৃতির মূল কাণ্ডকে অজ্ঞেয় (unknowable) বলিয়া পলায়ন করিয়াছে।

ধন্য কপিল পতঞ্জলির মস্তিষ্ক। এই মহাত্ম্যগণই, এই প্রাচীন আৰ্য্য ঋষিগণই কেবল সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে পদস্থানিত হন মাই। তীক্ষ্ণ যোগের আলোকে কেবল তাঁহারা প্রকৃতির অতি নিগূঢ় রহস্যের উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিলেন

যে প্রকৃতির বহির্ভাগে যে সমস্ত জড়-জগৎ দেখা যায় তাহা কেবল তাহাতেই প্রকৃতির মহালীলা পর্যাবসিত বী সীমাবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তস্তলে, মগ্ন আধ্যাত্মিক জগতের এক প্রকাণ্ড যন্ত্র চলিতেছে এবং জড়-জগৎ তাহারই ছায়াবা ক্ষুণ্ণ (emanation) মাত্র। সেই আধ্যাত্মিক যন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া নিমিত্ত, মানব আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি যেরূপে পরিপূর্ণ করা আবশ্যিক তাহার মর্ম্ম সেই মহাত্ম্যগণই আনিয়াছিলেন।

কর্ণের অলকটের অপরাধ এই যে, তিনি সেই সকল আর্ধ্য মহাজন-নির্দ্ধারিত তত্ত্বের মহিমা অনুধাবন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথের পথিক হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাই তাঁহার প্রতি ব্যবসায়ীগণের এত আক্রোশ। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, ব্যবসাদার ধর্ম্ম-প্রচারকগণের দ্বেষাপরতন্ত্র কথায়, কখনই অধিকদিনের জন্য আস্থা থাকিবে না। তবে কথা এই যে, আজ কালি আমরা বড়ই ছজুকে হইয়া-সাঁড়াইয়াছি এবং সেই জন্যই ভয় হয়, পাছে শঠের কপট প্ররোচনায় সাধারণ জনগণ, মহোদয় অলকটের প্রতি অন্যায় রূপে সন্দেহান ও বীতপ্রজ্ঞ হইবেন।



ধর্ম-তত্ত্ব



সহস্র চেষ্টা করিলেও মানব কেবলমাত্র বাহ্য জগৎ ও সংসার লইয়া সুখী হইতে পারে না। সেই জন্যই সাধারণতঃ সংসারী মনুষ্য, আঁধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। এবং আত্মতত্ত্ব-হারা হইয়া—আপনাকে ভুলিয়া—ঘোর দুঃখে জীবন কাটায়।

এই অসহ্য দুঃখে ক্লান্ত হইয়া মানবাত্মা, যখন আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, তখনই তাহার শোক, মোহ এবং বিচ্ছেদ-জনিত সাংসারিক যন্ত্রণাসমূহ তিরোহিত হয়, এবং তখনই তাহার দৃষ্টিপথে, অনন্ত সুখময় জগতের ছায়া পতিত হয়। এই অনন্ত আনন্দ-জগতের দর্শন লাভের অপর নামই জীবন-মুক্তি।

সন্নিহান নাস্তিক জীবনে, সে সুখ-জগতের ছায়া প্রতিভাত হইতে পারে না। সেই অনন্ত সুখ লাভের নিমিত্ত সর্বাত্মে, মানবকে নিকাম ভাবে বিবেক এবং বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া আত্ম-সন্ধান প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

এই আত্ম-সন্ধান প্রবৃত্ত হইলে, বৈরাগ্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সংসারকুহক অপনীত হয়। তদ্বারা দেহ এবং প্রাণের আবরণ ভেদ করিয়া, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি, অন্তরাঙ্গার প্রতি নিপতিত হয়। এই জ্ঞানযোগের পন্থা ক্রমে স্বাভাবিকরূপে প্রদর্শিত হইবে।

এখন কথা এই যে, বৈরাগ্য এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াও মানব, আত্মসন্দেহ এবং নাস্তিকতার হস্ত হইতে কেন পরিত্রাণ পায় না? অনেক মানব-আত্মা, সংসার-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইয়া, পার্থিবজীবন ও দেহকে অসার ও তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে পারে; কিন্তু সেই সঙ্গে, আত্মার ভূত ও ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতিবিম্ব কেন উপলব্ধি করিতে পারে না? ইহার কারণ কর্মফল। যে আত্মা, দেহধারণ করিয়া অশুশীলন দ্বারা মার্জিত হয় নাই, সে আত্মার দৃষ্টি সূক্ষ্ম হইতে পারে নাই—সুতরাং সে আত্মার, ভূত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নাই। পক্ষান্তরে যে আত্মা পুনঃ পুনঃ অশুশীলন দ্বারা নিম্নলতা লাভ করিয়াছে, সেই আত্মাই আপনাকে অশুভব করিতে এবং আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝিতে পারে। এই আত্ম-সন্ধান এবং আত্ম-উপলব্ধিই প্রকৃত ধর্ম। এই আত্ম-দর্শনরূপ ভিত্তির উপরি যে ধর্ম গঠিত নহে, সে ধর্ম, ধর্মই নহে—সে কেবল ধর্মের অসার আচ্ছাদন মাত্র।

শ্রেয়, ভক্তি, উপাসনা আদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হইতে পারে। কিন্তু আত্ম-সন্ধান জনিত জ্ঞান, মূলে না থাকিলে, ধর্মমন্দির বালুকা স্তূপের উপরি গঠিত

হইবে। উহা জ্ঞান, যুক্তি বা তর্কের আধার কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং প্রকৃত ধর্মের স্বদৃঢ় ভিত্তি, আত্ম-দর্শনে সংস্থিত। একমাত্র তর্ক বিদ্যাই সে স্বদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করিতে সক্ষম।

কেবলমাত্র বাহ্য উপাসনা, বা স্থূল দেহে কতিপয় নিয়মের প্রতিপালন মাত্র, ধর্ম নহে। ধর্মের ভিত্তি, প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সংস্থিত। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অধিকার না জন্মিলে ধর্মের সাধন হইতে পারে না। সাধারণ দৃষ্টি, এই আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্ভেদে সমর্থ হয় না। এই ত্রিমিত্ত বাঁহারা প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ অবগত হইতে বাসনা করেন তাঁহাদিগকে স্থূল-দৃষ্টি-গ্রাহ্য মায়ায় অগৎ ছাড়িয়া, আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। এবং সেই আধ্যাত্মিক জগতের প্রবেশ পথ, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের প্রদর্শিত পন্থা ব্যতীত আর কুত্রাপি নাই। জগতের অপর সমুদয় ধর্মের দৃষ্টি, স্থূল। তাহারা কেহই জড় জগতের অতীত সীমার পদার্পণ করিতে পারে নাই, এক আর্য্যধর্মই বাহ্য জগতের অতীতের আধ্যাত্মিক জগতের পন্থা নির্দেশ করিয়াছে।

এ সকলই অতি সারবান ও বার্থ্য্য কথা। ইহা অজ্ঞান তামস সম্ভূত বাক্য নহে। এই সকল তত্ত্বের কথা প্রবল বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত।

বর্তমান কালে মানব ক্ষুদ্র জড়জগতে সীমাবদ্ধ। জড় জগতের সীমা ছাড়াইয়া তদুর্কে উত্তীবার সামর্থ্য তাহার নাই। সুতরাং সে প্রাচীন যোগিগণ-প্রদর্শিত পন্থাকে, গাঢ় কুহকা-মুহুর্ত্ত বলিয়া মনে করে, এবং তাহার অন্তরাত্মা, ধর্মের নিমিত্ত

বতই ত্বাহুর হউক না কেন, সে বত দিন এই সারানর সংসারের মোহে জড়ীভূত থাকে, ততদিন পর্যন্ত, আধ্যাত্মিক জগতের ধর্মালোক দেখিতে পার না। এই নিমিত্তই একদে বানবের এত ছঃখ এত হৃদশা।

বানবের এই ছঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে “ধিরসকি”র আবির্ভাব। ধিওসকি কখনই বিজ্ঞানের বৈরী নহে। বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সম্মিলন সাধনই ধিরসকির উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র জ্ঞান তাহা বুঝিতে পারে না। যদি কুসংস্কার দূরীভূত করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয়, তবে বিজ্ঞান যে তত্ত্ববিদ্যার পরম বন্ধু, তাহাতে আর অসুন্দার সংশয় নাই।

ইহা সকল প্রধান বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক এক বাক্যে স্বীকার করিবেন, যে সমুদায় বিজ্ঞান এবং দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহাসত্যের আবিষ্কৃতি। তত্ত্ব-বিদ্যারও তাহাই উদ্দেশ্য। তবে হুল দর্শন এবং হুল বিজ্ঞান, হুল জগতের পছা অবলম্বন করিয়া, সে পথে বাইতে চেষ্টা করা নিফল হয়। পক্ষান্তরে তত্ত্ববিদ্যা, আধ্যাত্মিক জগতের পছা অবলম্বন করিয়া, সে পথে বাইতে কৃতকার্য হয়, এই সত্য প্রত্যক্ষ।

একদে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে, যে, রসায়ন, বা বিবর্তন বিদ্যা কখনই আধ্যাত্মিক শক্তির অবলম্বন সাধন করিতে পারে না। আবার এই আধ্যাত্মিক শক্তির অবলম্বন ব্যতীত অন্তর্জগতের জ্ঞান উদ্ধৃত হয় নাই। এবং এই অন্তর্জগতের জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা ব্যতীত কখনই পরমতত্ত্ব

divine knowledge লাভ হয় না। আমরা আলোচনার দ্বারা পর্যায়ক্রমে এই সকল বাক্যের যথার্থ্য এবং সারবত্তা প্রতিপাদন করিব। পূর্বেও কুখবন্ধে ইঙ্গিতে এই গুরুতর তথ্যের আভাস প্রদান করা হইয়াছে। ভরসা করি উহা দ্বারাই বিজ্ঞ পাঠকগণ তত্ত্ববিদ্যার গুরুত্ব ও মূল্য কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত এই অতি অমূল্য তত্ত্ববিদ্যা বা খিওসফির ইতিহাস ও তাহার উদ্দেশ্য এখানে সংক্ষেপে প্রদান করা আবশ্যিক।

খিওসফি বলিয়া একটা স্বতন্ত্র সমাজ এই আর্য্যভূমি স্থাপিত করিবার আবশ্যিক কি—এই প্রশ্ন হিন্দুর মনে স্বতই উদ্ভূত হইতে পারে। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, অধঃপতিত ভারত-ভূমে এরূপ সমাজের নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সেই অভাব পূরণার্থই ইহার আবির্ভাব। ইহা ক্ষুদ্র মানবের কার্য্য নহে। ইহার পশ্চাতে মহাসাধনার হস্ত নিশ্চয়ই আছে। নতুবা ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে, যে এক জন ধৃষ্ট-শিষ্য, উদাসীনের বেশে দ্বারি দশার, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়া আর্য্যসন্তানের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাহার লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন ?

খিওসফির আবির্ভাব-সম্বন্ধে কর্ণেল অলকটের নিজ মুখব্যক্ত পুর্নরূপান্তর এইরূপ। ইহাই খিওসফির ইতিহাস। অনন্ত অক্ষরে ইহা ধর্ম্মজগতের বন্ধে লিখিত রহিয়াছে।

১৮৭৪খৃঃ অব্দে আমার সহিত মান্নাম • ক্লাভটিক্স প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমি প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছিলাম। বাল্যকাল হইতে, মানব-প্রকৃতির গুণ রহস্য উদ্ভেদ সাধনার্থ আমি কৌতূহলপরবশ ছিলাম, এবং অন্য কোন তত্ত্বই আমার এতদূর মানসিক আবেগ উদ্ভিত করিতে পারে নাই। যেখানে এই তত্ত্বের আলোক দেখিতে পাইতাম সেই দিকেই প্রধাবিত হইতাম। মানবের ঐহিক তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত আমি কিছু কাল রসায়ন, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যয়ন করি। এবং মন ও চিন্তার প্রকৃতি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত মনোবিজ্ঞান সহস্রীয় নানাবিধ তত্ত্ব আলোচনা করি। বাল্যকাল হইতে আমার মনের গতি এইরূপ ছিল; এবং স্বদেশার্পিত গুরুতর কার্যে প্ররক্ত থাকিলেও কেবলমাত্র সাংসারিক বা পার্শ্বিক কার্যে আমার চিন্তা কখনই এককবারে নিমগ্ন হয় নাই।

পূর্বোক্ত বৎসরে উইলিয়ম এডি নামক জৈমিক অনিশ্চিত কৃষকের ডবনে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই ব্যক্তি ঐ সময়ে ভৌতিক ব্যাপারের কার্যের মধ্যবর্তী (medium) হইয়া যে সমস্ত প্রক্রিয়া ও কার্য করিয়াছিল আমি তাহার অনুসন্ধান করিতেছিলাম। প্রায় তিন মাসের মধ্যে ৫০০ ভৌতিক দৃশ্য দেখিতে পাই; আমার বিবেচনার ঐ সমস্ত প্রক্রিয়ার কোনরূপ প্রত্যক্ষ বা প্রবক্ষ্য ছিল না। এই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া আমি নিউইয়র্ক নগরের কোন দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশ করি। মান্নাম

ব্লাভাট্‌স্কির সহিত আমার এই স্থলে পরিচয় হয় এবং কচির সমতা বশতঃ আমাদের উভয়ের পরিচয় ক্রমশঃ পরি-
বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে। ভারতীয় মহাদ্বাগণ তাঁহাদের চেলাগণ
অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ও অভিজ্ঞ, আবার আমি
যে সকল ব্যক্তির নিকট হইতে মানব প্রকৃতির রহস্য-
সন্ধানের আশা করিয়াছিলাম তাহাদিগের অপেক্ষা
সেই চেলাগণ অনেকাংশে উন্নত এবং অভিজ্ঞ, মাদাম
ব্লাভাট্‌স্কির সহিত কথোপকথনে আমি ইহা অবগত হই।
ক্রমে ক্রমে উক্ত মহোদয় আমার সার গ্রহণের সামর্থ্য
অনুসারে আমার নিকট তাঁহার সত্যভাণ্ডারের জোগতি
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্বারা আমার মাতা এবং
মোহজনিত সংস্কারসমূহ ক্রমশঃ অপনীত হইতে লাগিল।
এই সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অলৌকিক অদৃশ্য গুণগণ,
মহোদয় ব্লাভাট্‌স্কিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের
অতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইতে লাগিল, ও তাঁহাদের সহিত
সহবাসের নিমিত্ত আমার নিরতিশয় ব্যগ্রতা জন্মিতে
লাগিল। ভাবিলাম যদি দুরদৃষ্টবশতঃ তাহাতে বঞ্চিত
হই তবে যে দেশ সেই মহাপুরুষগণের অবস্থিতি দ্বারা
পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছে এবং যে দেশের অধিবাসিগণ
সেই সকল অগদারাধ্য মহোদয়ের বিশুদ্ধ অবস্থিতিতে ধন্য
হইয়াছে, সেই দেশে যাইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল
অতিবাহিত করিব।

অবশেষে আমার সৌভাগ্য পূর্ণ প্রকট হইল।
এতদিনে আমার শুভগ্রহের উদয় হইল। অনুরাগ ব্যাকুল

হইরা বাহা অব্বেষণ করিতেছিল, যখন প্রাণ ব্যাঘাতাবে বাহার অন্য লালায়িত হইয়াছিল সৌভাগ্যক্রমে এতদিন পরে তাহারই সহিত সম্মিলন সংঘটিত হইল। নিউ-ইয়র্কস্থ গৃহে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সেই জগৎ-শুভ মহাত্মাগণের জনৈক, মায়াবীরূপে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন।

পাছে অগ্নের ঘোহে অভিভূত হইরা আত্ম-বঞ্চিত হইয়াছি, এই ভ্রমে পতিত হই, এই নিমিত্ত সেই মহাত্মার নিকট প্রসাদ স্বরূপ কিছু চিহ্ন যাচঞা করিলাম। মহাত্মা রূপা করিয়া একটি গিরিজাণ প্রদান করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। তাঁহার প্রদত্ত সেই উষ্মীৰ অদ্যাপি আমার নিকট রহিয়াছে। তাহাতে একটি বিচিত্র স্বাক্ষর চিহ্ন অঙ্কিত আছে। যে স্বাক্ষর সম্বলিত লিপি তিনি আমা-দিগকে সর্বদা প্রেরণ করেন সেই স্বাক্ষর অবিকল তাহারই অনুরূপ।

তাঁহার কথা বার্তার-আমার মানস, পর্বত, নদী, সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করিয়া আর্ষ্যভূমির নিমিত্ত প্রধাবিত হইল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার হৃদয়ে একটি মহৎ উদ্দেশ্য জাগরিত রহিয়াছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনই আমার সমুদয় অনুশীলন ও জীবনের সার। সে উদ্দেশ্য একমাত্র আর্ষ্য-জ্ঞান লাভ এবং সেই অমূল্য জ্ঞানের বিকাশ সাধন।

এই কণ হইতে অগ্নি সময় প্রোত্তের প্রতি লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে দিন রাত বহুসংখ্যক গত হইল।

অবশ্যেই কামনা পূর্ণ হইল। বাসনার বিষয়ীভূত ধন লাভ করিলাম।

১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাসে “Theosophical Society” (তত্ত্ববোধনী সভা) সংস্থাপন করিলাম; কিছু দিবসের মধ্যে নিজ সাংসারিক কার্যের বন্দোবস্ত করিয়া, বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে চিরদিনের নিমিত্ত বিদায় হইয়া জগৎপুত্র্য এই ভারতের পুণ্য ভূমিতে আসিবার জন্য যাত্রা করিলাম।”

এইরূপে থিওসফির আবির্ভাব। ইহাই থিওসফির সংক্ষিপ্ত আদি ইতিহাস। দিন দিন ইহার যে রূপ জীর্ণোন্মী ও উন্নতি তাহাতে কোন্ দূরদর্শী ব্যক্তি না আশা করিবেন যে, ইহাই একদিন ধর্ম ও জ্ঞান-জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে ?

পক্ষান্তরে থিওসফির উদ্দেশ্যসমূহ কিরূপ বিশ্বব্যাপী ও সর্বজনীন, একবার তাবিয়া দেখুন।

ইহার প্রথম উদ্দেশ্য;—জাতি, বর্ণ, ও ধর্মের বৈষম্য বিদূরিত করিয়া মানবসমাজে ভ্রাতৃত্ব-ভাব সংস্থাপন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য;—আর্য্য ও অপর প্রাচ্য ভাষা, ধর্ম ও বিজ্ঞানের আলোচনার উৎকর্ষ সাধন।

তৃতীয় উদ্দেশ্য;—মানবের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি ও গুণ প্রাকৃতিক রহস্যের তত্ত্বান্বেষণ।

এই সমুদয় মহৎ উদ্দেশ্য সূচাক্রমে সংসাধনের নিমিত্ত প্রত্যেক মহদয়, প্রত্যেক দার্শনিক, প্রত্যেক ভারতহিতৈষীর সাহায্য ও সহায়ত্ব থিওসফিকাল সমাজের একান্ত প্রার্থিত। আর যাইরা সংসারের শূন্যগত চাকটিক্য ও

অসার আমোদে বিভূত হইয়া উচ্চতর প্রকৃত জ্ঞান বিকাশের আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তৎপ্রাপ্তির আশয়ে সর্ব প্রকার ভাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত তাঁহাদিগের সহযোগিতাও ইহার নিতান্ত বঞ্চিত ।

এই সমাজ কোন বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত নহে । সুতরাং সর্ব প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-যতাবলম্বী ব্যক্তি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট । তবে সমাজভুক্ত সভা মাত্রেরই, পরম্পরের ধর্মসম্বন্ধী ব্যক্তিগত বিশ্বাস লইয়া কেহ কোন রূপ আপত্তি উত্থাপন না করেন, ইহাই সমাজের অতিশ্রেষ্ঠ । যাহারা কেবলমাত্র এই সভার সুমহান উদার উদ্দেশ্যের হিত-কামনা করেন এবং যাহারা প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারের একমাত্র প্রবেশদ্বার, প্রাচ্য দর্শনের সারবত্তা অনুভব করিয়া তাহার অধ্যয়নে আজীবন অতিবাহিত করিতে প্রস্তুত তাঁহারাও এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন ।

ঐক্য-সমাজভুক্ত হইতে হইলে উক্ত সমাজভুক্ত দুই জন সভ্যের অনুমোদন প্রাপ্তি আবশ্যিক । আর প্রত্যেক সভ্যকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, সভা কর্তৃক নিরূপিত কতিপয় সাংকেতিক বাক্য এবং নিদর্শনচিহ্ন অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে পারিবেন না । (এই রূপ সাংকেতিক বাক্য এবং নিদর্শন চিহ্ন কেবল মাত্র সমাজভুক্ত ব্যক্তি নির্দেশের উপায় :)

শ্রী পুরুষ উত্তর প্রৌঢ় লোক এই সমাজভুক্ত হইতে পারেন । এই সমাজভুক্ত হইতে হইলে ইংরাজি ভাষাজ্ঞান যে অপ্রয়োজন্য তাহা নহে ।

এশ্বর্য্যন্ত সভ্য জগতের সর্বদেশীয় যে সমস্ত সুবিখ্যাত মহোদয়গণ এই সমাজভুক্ত হইয়া ইহার উন্নতি কামনা করিতেছেন পাঠকের অবগতির নিমিত্ত তাঁহাদিগের নামের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

পরম-তত্ত্ব ।

জগতের অপর সমুদয় তত্ত্ব ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। যে বিদ্যা বা জ্ঞান আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সন্ধান না পায় তাহী পরমতত্ত্বের বহির্ভূত হুল দৈহিক তত্ত্ব মাত্র। সে তত্ত্ব যোগ সাধন বা যোক্ত লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা আত্মদর্শন জনিত জ্ঞানই মুক্তি লাভের এক মাত্র পন্থা।

এই জ্ঞান লাভ করিবার নিগিত আত্ম-দর্শন, আত্ম-পরীক্ষা প্রথমতঃ প্রয়োজনীয়। তদ্বারা সমুদয় মায়াবোহ তিরোহিত হইয়া এই জ্ঞান স্বতই উদ্ভূত হইবে যে, এই হুল দেহ ব্যতীত মানবের অপর ছয় প্রকার আকার আছে অর্থাৎ সর্বশুদ্ধ মানবের আকার সপ্ত প্রকার। যথাঃ—

- (১)—হুল শরীর (The material body)
- (২)—লিঙ্গ শরীর, (Astral body)
- (৩)—জীব (The life principle)
- (৪)—কায়রূপ, মায়ারূপ (Animal soul)
- (৫)—মানস (The physical Intelligence)
- (৬)—বুদ্ধি (The spiritual Intelligence.)
- (৭)—আত্মা (Spirit)

এই সমুদয় সপ্রকাশ অবস্থা শুধু আকর্ষিত মানবের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানে ইহাদের বিবর্তন সংসাধিত হয়। মানবের এই সকল প্রকৃতির সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধ সংস্থাপন ও সম্মিলনের নিমিত্ত ইহাদের ক্ষুরণ আবশ্যিক। এবং তাহাতে কৃতকার্য হইলেই মানব, প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ভেদ করিতে সক্ষম। কিন্তু ইহার সংসাধন জগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যে এক জীবনে ঘটিয়া থাকে।

বিভাগ দ্বারা মানবের এই সমুদায়পাদানের প্রত্যেকটিকে এক একটি করিয়া প্রদর্শন করা যায় না। তবে ইহাদের সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা প্রাপ্তির নিমিত্ত এই জ্ঞান আবশ্যিক যে, ইহারা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির বিভিন্ন প্রকার ভেদ মাত্র। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকগণের যুক্তি, তত্ত্ব-বিদ্যার বৃদ্ধি হইতে অধিক পৃথক্ নহে। যে হার্বার্টস্পেন্সার বর্তমান বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণের শিরোভূষণ, তাঁহার মত, এই নির্দেশের বিভিন্ন আকৃতি মাত্র। স্পেন্সার নির্দেশ করেন যে, শক্তিই সকলের মূলধার। জড় এবং জড়ের গতি এই শক্তির প্রকার ভেদ মাত্র; স্থান এবং কাল এই অনন্ত শক্তির অবস্থা ভেদ মাত্র (Matter and motion as we know them, are differently conditioned manifestations of Force. Space and Time, as we know them, are disclosed along with these different manifestations of Force as the conditions under which

they are presented. *First Principle*) আবার পণ্ডিত প্রবর ডারউইনের বিবর্তনবাদ (theory of evolution) তত্ত্ব-বিদ্যার পক্ষপাতী। বিবর্তনবাদের নির্দেশ এই যে, জীবজগৎ ক্রমিক বিবর্তন দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়া চরমে এই মানব-আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তত্ত্ব-বিদ্যা যে বিবর্তন-বাদের কেবল মাত্র এই একদেশ-দর্শী ভাব স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত, তাহা নহে—কিন্তু দৈহিক বিবর্তন ব্যতীত জীবের আধ্যাত্মিক বিবর্তনও ইহার প্রধান নির্দ্ধারিত স্বীকার্য। তত্ত্ব-বিদ্যা স্বীকার করে যে, আত্মার বাস্তব অংশ (material portion) ব্যতীত অপর চিদংশ (spiritual portion) অক্ষয় ও অমর। ইহা নানা দেহে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও তাহা হইতে স্বীয় স্বীয় প্রাকৃতিক জ্ঞান লাভ ও কর্ম অনুসারে উন্নতি সাধন করে। জগতে মানবের বিবর্তন সম্বন্ধে তত্ত্ব-বিদ্যার যুক্তি, বরং বর্তমান বিবর্তন-বাদের যুক্তি অপেক্ষাও অধিক ন্যায্যমূল্য বহিয়া বোধ হয়।

কেবল মাত্র এই পৃথিবীর কার্য-শক্তি দ্বারা মানবের পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। মানবের বিবর্তনের নিমিত্ত অপর অনেক ভৌতিক ও জড় জগতের কার্যের আবশ্যক হইয়াছে। ইহা জীবনের পরে অনন্ত নরক বা অনন্ত স্বর্গের নির্দেশও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মানব এই জীবনে, পূর্ব প্রারম্ভ ব্যতীত, দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল ৫০।৬০ বৎসর মাত্র কার্য করিয়াই, সেই কার্য অনুসারে চিরনরক বা চির-স্বর্গ ভোগ করিবে, ইহা অপেক্ষা মানব-আত্মা সম্বন্ধে অন্য কোন ভ্রমাত্মক নির্দেশ আছে কি না বলা যায়

১। ইহা অপেক্ষা বরং জড়ের ন্যায় “মানবের”-স্থল
কথঞ্চিৎ যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ হইলেও হইতে পারে।

এই পৃথিবীর জীবনী এবং বিবর্তনী শক্তি (যাহা
কেবল মাত্র নিজের জড় জগতের কার্য্য নহে) অপর গ্রহের
জীবনী ও বিবর্তনী শক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত
শক্তিরই মূল সেই অনন্ত শক্তি। সুতরাং মানব যখন
এই শক্তিসমূহের সংঘর্ষণ সমুদ্রত তখন মানবও সেই
অনন্ত শক্তির রূপান্তর মাত্র। ইহা ক্রমে প্রতীত হইবে।

প্রথমতঃ মানবের স্থূল দেহতত্ত্ব বিচার করিয়া দেখুন।
এই দেহ, আর্ধ্য ঋষিগণের আধ্যাত্মিক মতে, পঞ্চ উপাদানে
নির্মিত, যথা;—জল, অগ্নি, তেজঃ, মরুৎ, বোম। ইহা-
দের মধ্যে মহাকালের ন্যায় বোম (আকাশ) অনন্ত-বাপী
অসীম। যদিও স্থূল দৃষ্টিতে আকাশ পদার্থ নহে, কিন্তু
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, উহা অসন্ত শক্তির এবং সেই শক্তি-
জাত কার্য্যের সাধার, সুতরাং মানব-দেহেরও আধার।
আকাশের প্রকৃতি অনুসারে উহা যেমন সর্বত্রই বিস্তারিত
সেইরূপ মানবও বিস্তারিত। একগে আকাশের স্বরূপ
আরও একটু বিশদরূপে বুঝা আবশ্যিক। আধুনিক অনেক
বিজ্ঞানবিৎগণের ধারণা এই যে, শূন্যই আকাশ—অর্থাৎ
আকাশ কিছুই নহে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আকাশ, শক্তির
নিগূর্ণ (negative) আকৃতি ; উহা যে একবারে কিছুই নহে,
ইহা স্থূল দৃষ্টির ভ্রান্ত ধারণা। এই বৈজ্ঞানিক মারাজনিত
ভ্রান্ত ধারণা দূরীকৃত হইলে আকাশের স্বরূপ বুঝিতে
পারি। যদি, তখন আর উহাকে একবারে কিছুই নয় বলিয়া

অগ্রাহ্য করা যায় না। তখন উহাকে অসমস্ত শক্তির নিগূর্ণ (negative) আকৃতি বলিয়া বিশ্বাস জন্মিবে এবং উহাকে জীব দেহের উপাদান বলিয়া প্রতীতি হইবে। ক্ষিতি অপ-
ভ্রাজঃ মকং আদি উপাদান চতুর্ভুজের বস্তুত্ব সম্বন্ধে কোন
রূপ মতভেদ নাই। সুতরাং উহাদের সমধিক আলোচনা
অসাবশ্যক।

অতঃপর এই পঞ্চ-উপাদান নির্মিত দেহকে, আপনা
(আত্মা) হইতে পৃথক ভাবিতে হইবে। এই চিন্তনের নিমিত্ত
যোগ বলের বা অপর কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির
প্রয়োজন নাই। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের স্থূল নিয়ম জ্ঞান ও
কিয়ৎ পরিমাণ চিন্তা শক্তি থাকিলেই এই দেহ হইতে আত্মার
বিচ্ছেদ ভাব, ধারণা করিতে পারা যাইবে। এবং সেই
ভাব জন্মিলে জড় দেহের, সহিত জড় প্রকৃতির অস্থর-সমুত
মানসিক গুণগুলির তত্ত্ব অবধারিত হইবে। তখন বুঝা যাইবে
যে, মানস সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের নির্দেশ সম্পূর্ণ
ভ্রম-সকুল। লক্ষ্য হইতে বেহীন পর্য্যন্ত সকল দার্শনিক
মনকে অনুভূতি শক্তি (power of perception) বা অনু-
ভূতির আধার বলেন, তাঁহাদের মতে, মানস হইতে আত্মার
আর কোন রূপ পৃথক সম্বন্ধ নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে
মানস, নিগূর্ণ আত্মা হইতে বিভিন্ন, উহা দৈহিক শক্তি-
সমূহের একত্র সমাবেশ-জন্মিত কল। এই শক্তিসমূহের
সমবেশের আলোচনার এই সত্যের সারবত্তাই উপলব্ধ হইবে।
যে রূপ চুহুকার্ষণ, কৈলিকার্ষণ, প্রভৃতি কার্য জড়
অবস্থার আকর্ষণ-গুণ, সেই রূপ কাম, মেহ, আত্ম-প্রেম

প্রভৃতি গুণ, বহির্জগতের প্রতি বিশেষ বিশেষ মানসিক আকর্ষণ মাত্র । আবার জড় দেহের বিশ্লেষণ শক্তির ন্যায়, মনের কোথ প্রভৃতি মানসিক গুণ সমূহ, মনের বিশ্লেষণ গুণ ।

ক্রমাভিব্যক্তি (theory of evolution) মতে, কামকে লিঙ্গনির্বাচনী শক্তি (Sexual selection) বলিয়া নির্দেশ করে । তত্ত্ববিদ্যাকে এ যুক্তির গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ অপত্যস্নেহ বা সহবাস-জনিত স্নেহ বাহ্য জগতের প্রতি মনের আকর্ষণীশক্তি বিশেষ । যখন সম্ভানের প্রতি জনক জননীর অথবা আত্মীয়বর্গের, বা প্রতি-বাসীর প্রতি আত্মীয়বর্গের এবং প্রতিবেশীর চিত্ত প্রধাবিত হয়, তখন এই মানসিক কার্যে আকর্ষণীশক্তি বিশদরূপে পরিস্রবিত হয় । আবার নিজের প্রতি মনের আবেগ ও তজ্জনিত উৎস্রুত্যা, এইরূপ মানসিক আকর্ষণ মাত্র । এই সকল মানসিক আকর্ষণী শক্তির কার্যে আধ্যাত্মিক কোন গুণ প্রকাশিত হয় না । ইহারা জড়জগতের কার্যপ্রণালী হইতে কিছু উন্নতশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট ।

সংক্ষেপে মানসিক শক্তির যে ব্যাখ্যান করা হইল তদ্বারা উপলব্ধি হইবে যে স্থূলশরীরের ন্যায়, মানস ও আত্মা হইতে পৃথক । এইরূপ লিঙ্গশরীর, জীব, কাম-রূপ এবং বুদ্ধি প্রভৃতি মানবীয় গুণ বা অরূপত্ব, সেই আত্মা হইতে পৃথক । পূর্ব কথিত অরূপের মধ্যে (১) স্থূলশরীর, (২) কামরূপ বা মারাত্মকরূপ এবং (৩) আত্মার সমাবিবেশে মানবের ত্রয়ত্ব । এই ত্রয়ত্বের মারাত্মক অরূপ,

অর্থাৎ মারাত্মক রূপের অনুসন্ধান ও নির্দেশ, তত্ত্ব-বিদ্যার বহু উদ্দেশ্য। এই স্বরূপের লক্ষণ ক্রমে সর্বিশেষ বিবৃত হইবে। এক্ষণে নিম্নশরীর, জীব এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যিক।

আম্মার স্থল দেহের নাম নিম্নশরীর। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে চিন্তাশ্রম ব্যতীত আম্মার বাস্তব অংশ (material portion) আছে। এই বাস্তব অংশ ডিম্বের আচ্ছাদনীর ন্যায় চিন্তাম্মাকে দৈহিক শরীর মধ্যে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। দেহের ন্যায় বিমাণ কালে উহাও ভৌতিক জগতে বিলীন হইয়া যায়। ইহাকে আবার জড়দেহের মৌলিক আকৃতি বলা যাইতে পারে। সাধারণের যে প্রেত-দর্শন সংঘটিত হয় তাহা এই শরীরের আবির্ভাব জনিত। ভৌতিক অবস্থার এই শরীরের আবির্ভাব প্রয়োজন। কিন্তু এই শরীর স্থল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া শারিরীক অবস্থার ব্যতিক্রম বশতঃ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। জীব (জীবাত্মা) বস্তু নহে, শক্তির রূপ-ভেদ মাত্র। উহা জড়ের সহিত অধিত হইয়া জড়দেহে জীবনী শক্তির উদ্ভব করে। যথাকালে এই শক্তির আবির্ভাব না হইলে প্রকৃতির গর্ভস্থ বীৰ্য্য, জীবন্ত ভাব পাইতে পারে না। কথ্যতঃ উহা আবার জড় বস্তুর অংশ নহে। স্থল দৃষ্টিতে উহাকে জড় শক্তির বিভিন্ন আকার (matter in its aspect as form) বলিয়া বোধ হয়। উল্লিখিত মানবের তিন প্রকার আকৃতি যথা স্থল দেহ, নিম্নশরীর এবং জীব (মস্তক), এবং নব্বয় পদার্থের ন্যায় উহাদের জন্ম মরণ সংঘটিত হয়।

বুদ্ধি-চিন্তাশ্রম বাহক যাত্রা। উহা মানবের পূর্ণ বিকাশ
স্বর্বাংগ সপ্তক স্বরূপ প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বস্বারঃ; একথা
সাধাৰ্ম্মিক তত্ত্বের অনুশীলন ব্যতীত সাধারণ বোধের
অতীত। সুতরাং এখানে অগ্রাে তাহার অবতারণা করা
আবশ্যক। তজ্জন্য বৈদান্তিক নির্দেশ অবলম্বন করিয়া
আত্মজ্ঞানের পন্থা প্রদর্শিত হইল।

বৈদান্তিক মত।

আত্মিক-জ্ঞান-লাভ ও নিষ্ঠুর শক্তির তত্ত্ব অবগত
হইবার নিমিত্ত আৰ্য্য মহাত্মাগণ যে যে পন্থা ও বিধি নির্দেশ
করিয়া গিয়াছেন তাহা এইস্থলে স্মরণ করা বাইতেছে। আত্ম-
শক্তির ক্রমোন্নতির জন্য মানবের পর্যায়ক্রমে সেই সকল পন্থা
ও বিধি অবলম্বন করা আবশ্যক।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রথম
লোপাম, আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ রূপে ধারণা করা।
আত্ম-চিন্তা দ্বারা বুদ্ধিতে হইবে যে এই দেহ আত্মার

● আত্মদর্শনের নিমিত্ত হিন্দুদর্শনের মধ্যে বৈদান্তিক মত
অতি উচ্চ। এখানে সংক্ষেপে উহা বিবৃত হইল। বৈদান্তিক
হইতে সংগ্রহীত।

আবরণ বা পরিচ্ছদ মাত্র । আত্মার সহিত এই স্কুল সেহের কোন সম্বন্ধ নাই, দেহের বিনাশে, আত্মার বিনাশ সংঘটিক হয় না । ক্রমে ঐকান্তিক চিন্তা ও আবেশচনা দ্বারা এই রূপ ধারণা ভঙ্গিলে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে ।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত পূর্বে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি বৌদ্ধিক গুণ-সমূহের অনুশীলন করিতে হইবে । নিম্নে ইহাদের বেদান্তনির্দিষ্ট লক্ষণ প্রদত্ত হইল ।

ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রবণ, মনন, এবং নির্দিষ্টাঙ্গন ব্যতীত বাহ্য বিষয় হইতে অন্তরিস্থির নিগ্রহের নাম, শম । শ্রবণ আদি ভিন্ন বাহ্য জগৎ হইতে বহিরিস্থির নিবৃত্তি, দম । তদতিরিক্ত পদার্থ হইতে নিবর্তিত বাহোল্লির দমন, অথবা বিধি-পূর্বক বিহিত কৰ্ম্মের পরিত্যাগ, উপরতি । শীত, উষ্ণ-আদি ভৌতিক ক্রিয়ার সহনের নাম তিতিক্ষা । ঈশ্বর-বিষয়ক কীর্তন, শ্রবণ বা সেই রূপ কোন বিষয়ে নিগৃহীত মনের একাগ্রতা, সমাধান । মহাজন-বাক্যে আস্থাদান এবং বিশ্বাস, শ্রদ্ধা । এই আধ্যাত্মিক গুণ সকলের অনুশীলনের উদ্দেশ্য এবং বিষয়, জীব ও ব্রহ্মের একতা এবং সম্বন্ধ সংস্থাপন, যথা—

বিষয়ঃ জীবব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধচেতন্যং প্রেমেরং, তত্রৈব বেদান্তানাং তাৎপর্যাৎ । সম্বন্ধঃ তদৈক্যপ্রেমেরস্য তৎ-প্রতিপাদকোপনিষৎ, প্রমাণস্য চ বোধ্যবোধকভাব লক্ষণঃ ।

প্রয়োজনম্ ? তদৈক্যপ্রেমেরগতা জ্ঞাননিবৃত্তি, তৎ-সংস্থাপনকার্যমিতি ।

জীব-চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্যের ঐক্যরূপ চৈতন্য-প্রমেরই, বিবরণ। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেরের সহিত তৎ-প্রতিধ্বনিক উপনিষৎ প্রমাণের বোধ্যবোধক ভাবই, সম্বন্ধ। ঐক্যপ্রমের-বিবরণক অজ্ঞান, নিবৃত্তি; এবং তৎফল স্বরূপ আনন্দ-প্রাপ্তি, প্রয়োজন। এতবিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা,—
 আত্মজানী শোক হইতে পরিত্রাণ পান, যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্মই হইবেন।

জ্ঞান এবং অজ্ঞানের লক্ষণ এইরূপে নির্ধারিত হই-
 রাহে। রজ্জু কখনই সর্প নহে, কিন্তু যেমন তাহাতে সর্প
 বলিয়া লম হয়, সেই রূপ বস্তুতে, অবস্তুর ব্রহ্মরূপ যে অজ্ঞান
 তাহার নাম অধ্যারোপ।

নিত্য, জ্ঞান, আনন্দ-স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই, বস্তু। অপর
 অজ্ঞানাদি সমুদয় জড় পদার্থ, অবস্তু।

সৎ বা অসৎ হইতে ভিন্ন, সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিগুণময়,
 জ্ঞানের বিরোধী ভাবরূপ কোন পদার্থ, অজ্ঞান। এ সম্বন্ধে
 অনুভব প্রমাণ যথা “আমি অজ্ঞ, আমাকে আমি জানি না”।
 আর শ্রুতির প্রমাণ যথা “দীপ্তিমান্ আত্মার শক্তি প্রকৃতি,
 সত্যমি দ্বীয় গুণ দ্বারা বেষ্টিত”—

অহমকর্তৃত্বাদ্যনুভবাত্, দেবাত্মশক্তিঃ স্বত্বৈর্নিগূঢ়া-
 দিত্যাদিশ্রুতেষু”।

এইরূপ ভেদাভেদ জনিত অজ্ঞানকে, সমষ্টি অভিপ্রায়ে
 এক এবং ব্যক্তি ক্ষতিপ্রকরে অনেক, এইরূপ ব্যবহার করা
 যায়, যেমন বৃক্ষ সকলের সমষ্টি অভিপ্রায়ে অরণ্যকে এক
 বলা যায়। অথবা বেরূপ জলকণা সমূহের সমষ্টি অভিপ্রায়ে

জলাশয়কে এক কঁহা যায়, সেইরূপ নানানভাবে বিরাজিত জীব সকলের অজ্ঞানকে, সমষ্টি অভিপ্রায়ে এক বলা যায় । এ সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ যথা:—“জন্মরহিত, সৎ, রজঃ, তমগুণময়, একই অজ্ঞান” । এই অজ্ঞান-সমষ্টিতে উপহিত-চৈতন্যকে সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট অব্যক্ত, অনুর্য্যগী, জগৎকারণ, এবং ঈশ্বর এই সকল শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা যায় । সকল অজ্ঞানের প্রকাশক বশতঃ তিনি সর্বজ্ঞ ।

ঈশ্বরের উপাধি-রূপ এই অজ্ঞান সমষ্টি অখিল প্রপঞ্চের হেতু বলিয়া, কারণ শরীর ; আনন্দ-প্রচুর ও কোশের ন্যায় আচ্ছাদকস্বরূপ বলিয়া, আনন্দময় কোশ, এবং সকল ইন্দ্রিয়াদির উপরম স্থান হেতু, সুষুপ্তি । অতএব ঐ অজ্ঞান-সমষ্টি কি স্থূল কি স্থল্ল, প্রপঞ্চ মাত্রেরই লয় স্থান বলিয়া অভিহিত ।

প্রত্যেক ও সমুদয় জীবব্যাপী নিবন্ধন, মায়া ব্যাষ্টি এবং সমষ্টি শব্দে অভিহিত । এই অজ্ঞানের ব্যাষ্টি, অপকৃষ্ট উপাধি স্তত্রাং তমোমিশ্রিত সত্ত্ব প্রধান । এই ব্যাষ্টি অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে অল্পজ্ঞত্ব অনীশ্বরত্বাদি গুণবিশিষ্ট প্রোক্ত কঁহা যায় । তিনি পৃথক্ পৃথক্ ব্যাষ্টি অজ্ঞানের অবতাসক বলিয়া প্রোক্ত, এবং শমল, সৎ প্রধান, অস্পষ্ট উপাধির দ্বারা উপহিত বলিয়া অনতিপ্রকাশক ।

এই ব্যাষ্টি অজ্ঞানকে, অহঙ্কারাদির কারণ বশতঃ, কারণ শরীর, আনন্দ প্রচুর হেতু ও কোশের ন্যায় আচ্ছাদক নিবন্ধন আনন্দময় কোশ, ইন্দ্রিয়াদি সকলের উপরম স্থান হেতু সুষুপ্তি, অতএব স্থূল ও স্থল্ল প্রপঞ্চের লয়স্থান কঁহা যায় ।

সেই অসুস্থি কালে এই দৈশর ও প্রাজ উভয়ে চৈতন্য-সমুত
জ্ঞতি স্বল্প অজ্ঞান বৃত্তি দ্বারা আনন্দ অসুতব করেন। এবি-
ষয়ে প্রমাণ যথা—“চৈতন্তের প্রকাশ দ্বারা আনন্দের ভৌক্তা
প্রাজ”——“আনন্দভূক্ত চেতোমুখঃ প্রাজঃ”। আর পরামর্শ
প্রমাণ যথা—“আমি অশেষরান জিলাম মাত্র, তৎকালে
কিছুই জানি নাই।’ যেমন বৃক্ষের সমষ্টি বনের সহিত,
বনের বাটি বৃক্ষের অভেদ, এবং জলের সমষ্টি জলাশয়ের
সহিত, জলাশয়ের বাটি জল আভিন্ন, সেইরূপ এই অজ্ঞান
সমষ্টি হইতে অজ্ঞান বাটি ভিন্ন নহে।

এই অজ্ঞান সমষ্টিরূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্ত যে দৈশর,
তাহার সহিত বাটি অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্ত প্রাজ
ব্যতীত অপর কিছুই নহে; যেমন বৃক্ষসমষ্টিরূপ বনস্থ
আকাশের সহিত বন-বাটি বৃক্ষস্থিত আকাশের অভেদ নাই।

বন বা তদ্রূপ আকাশ এবং বৃক্ষ বা তদন্তর্ভুক্ত আকাশ এবং
জলাশয় বা তদন্তর্ভুক্ত প্রতিবিম্ব আকাশাদির আশ্রয়স্বরূপ অসু-
পহিত মহাকাশের দ্বারা এই সমষ্টি, বাটি-অজ্ঞান ও উপহিত
চৈতন্ত সমূহের আধারভূত যে অসুপহিত চৈতন্ত, তাহাকে ব্রহ্ম-
চৈতন্ত বলা যায়। এতদ্বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ যথা,—“মজ্জল
সুত্তং আদিতে চৈতন্যকে চতুর্থ বলিয়া স্বীকার করি; তিনি
তিনিই বিজ্ঞান :—

“শান্তং শিবমধৈতং চতুর্থং ব্রহ্মসত্তং”

অর্থাৎ অগ্নি, উত্তর লৌহপিণ্ড হইতে অগ্নির এবং
তাহার সন্ধা লৌহপিণ্ড হইতে জিন্ন বলা যায়, সেই
রূপ এই সমষ্টি, বাটি-অজ্ঞান ও উপহিত চৈতন্তের

সহিত অতিরিক্ত রূপ এই তুরীয় চৈতন্য 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যের বাণী। আবরণ ও বিক্লেপ নামে পূর্বোক্ত অজ্ঞানের দুই শক্তি আছে। যেমন মানবের দৃষ্টির আচ্ছাদক অণুপস্থান ব্যাপী মেঘমণ্ডলকে, অধিকতর বিস্তীর্ণ সূর্যের ও আচ্ছাদন বলা যায়, সেইরূপ অবিবেকী মনুষ্যের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানাচ্ছাদক হইলেও তাহার ঐ অজ্ঞানতাকে সর্বব্যাপী পরব্রহ্মেরও আচ্ছাদক আবরণ শক্তি বলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে প্রমাণ যথা "যেমন অবিবেকী ব্যক্তি স্বয়ং মেঘান্নত-নয়ন হইয়া বলে যে সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অপ্রকাশ রহিয়াছে, সেইরূপ মূঢ় ব্যক্তির দৃষ্টিতে যিনি বহুরূপে (কণে) প্রকাশ পান, সেই নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি"। একগুণে আত্ম-দর্শনের নিমিত্ত এই বাক্যটির আরও পরিস্ফুটন আবশ্যিক। সংসার মোহে আবদ্ধ মন, নিজ আত্মার বিষয় অতি অস্পষ্টকণ চিন্তা করিয়া থাকে। আপনার স্বরূপ কি, আপনি দেহের কোন স্থানে কিরূপে বিদ্যমান আছি এই সকল গবেষণার অপন্ন নাম আত্ম-সন্ধান। কিন্তু আত্মদর্শনের এবৎ আত্ম-সন্ধানের নিমিত্ত নিত্যও প্রয়োজনীয় এই আধ্যাত্মিক গবেষণা সাংসারিক লোকের আর খটিয়া উঠে না, এই নিমিত্ত পুনরায় উদ্বিগ্নিত হইতেছে যে বাহ্যিক আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের সর্ব প্রথমে জননামনে এই আত্মিক গবেষণার আলোচনা করা কর্তব্য।

যেমন আন্তিবিশতঃ বহুদূরে নগ্ন ভ্রম হইতে পারে সেই রূপ আবরণ শক্তি কর্তৃক আচ্ছাদিত আত্মার স্বরূপ জ্ঞান

না হইয়া তাহারি কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব এবং স্বর্ধ্ব দ্ব্যর্থ মোহান্বক প্রপঞ্চে সংসারিষ্ণু সংঘটিত হইতেছে। যেমন রজ্জুবিষয়ক মোহান্বিত শক্তির দ্বারা রজ্জুতে সর্পের ভাব দেখায়, সেই রূপ অজ্ঞানাবৃত আত্মাতে যে শক্তির দ্বারা আকাশাদি প্রপঞ্চ ভ্রম উপাদান করে সেই শক্তি বিক্লেপ শক্তি।

এইরূপে চৈতন্যের বিমল এবং সমল উভয় প্রকৃতির সংমিলনের তত্ত্ব পর্যালোচনায়, জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে তত্ত্ব বিদ্যার নির্দেশ এইরূপ। উর্ণনাভ যেমন নিজেই স্বীয় কার্য্য-তত্ত্বের মুখ্য কারণ। উক্ত শক্তিদ্বয় বিশিষ্ট অজ্ঞান দ্বারা আবৃত চৈতন্য ও নিজে প্রধানতঃ প্রপঞ্চের হেতু এবং তাহার উপাধি (বা নাম) রূপ অজ্ঞান, প্রধানতঃ উপাদানের হেতু। তম প্রধান উক্ত বিক্লেপ শক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞান দ্বারা আবৃত চৈতন্য হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী ক্রমাভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই আকাশাদি উপাদানে যখন জড়তার আধিক্য হয়, তখনই তাহারা তমপ্রধান হইয়া উঠে। এই জড়তা কারণের তারতম্য অনুসারে ঐ সকল উপাদান সত্ত্বরজস্তমগুণাত্মক হয়। এবং অবস্থানুসারে আকাশাদিকে সূক্ষ্মভূত, মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, এবং অপকী-রূত, কহা যায়। এই সমুদয় সূক্ষ্মভূত হইতে আবার সূক্ষ্ম শরীর ও ক্রমে দৃশ্যভূত সকল উৎপন্ন হয়।

সপ্তদশ অবস্থাবিশিষ্ট জিহ্মশরীরের নাম সূক্ষ্ম শরীর। পঞ্চ ক্রানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি এবং মন হইয়া উক্ত সপ্তদশ অবস্থক। প্রোক্ত, বক্, চক্, জিহ্বা, এবং

জ্ঞান লইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ । এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ আকাশের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হয়, যথা আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবক্, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্ত্বাংশ হইতে জিহ্বা, এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ভ্রাণ উৎপন্ন । নিশ্চরাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি, বুদ্ধি । সংকল্প, বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি, মন ; চিত্ত ও অহঙ্কার এ উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত ছই বৃত্তি মাত্র । অহুসঙ্কানাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি চিত্ত এবং অভিমানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি, অহঙ্কার । মন ও বুদ্ধি মিশ্রিত আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন । এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং মন, প্রকাশ স্বভাবপ্রযুক্ত সাত্ত্বিক অংশের কার্য্য । জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত উক্ত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোশ বলা যায় । কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, স্রষ্টৃত্ব, হুঃখিত্ব আদি অভিমানবিশিষ্ট, ইহ-লোক ও পরলোকগামী বিজ্ঞানময় কোশই ব্যবহারিক জীব শব্দে উক্ত হয় । পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত মনকে মনোময় কোশ কহা যায় । বাক্, পাণি পাদ, পারু এবং উপহ লইয়া পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় । এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ আকাশাদির রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয় । যথা, আকাশের রজঃ অংশ হইতে বাক্য, বায়ুর রজঃ অংশ হইতে পাণি, তেজের রজঃ অংশ হইতে পাদ, জলের রজঃ অংশ হইতে পারু এবং পৃথিবীর রজঃ অংশ হইতে উপহ ।

প্রাণ, অপান, বায়ঃ উদান এবং সমান—পঞ্চবারুর ন্যায় । উক্ত পয়নশীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ু, প্রাণ । অধোগমন-

শালী আদি স্থানে অবস্থিত বায়ু, অপনি। সর্ষ মাড়ীতে গমনশীল সমস্ত শরীরস্থারী বায়ু, বায়। উর্দ্ধ-গমনশীল ঐ-স্থারী উৎক্রমণ বায়ু, উদান। ভূক্ত পীত অন্ন জলাদির মৌকরণকারী বায়ু, সমান। পরিপাক করণ অর্থাৎ রস-ধির ত্ত্ব পুরীষাদৌকরণই সমীকরণ।

সাংখ্য মতাবলম্বী আচার্য্যেরা কহেন যে নাগ, কুকর, দেবদত্ত, এবং ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চ বায়ু আছে। উদগীরণকারী বায়ুর নাম নাগ। চক্ষুক্ষালনকারী বায়ু, কৰ্ম্ম। সুধাজনক বায়ু কুকর। হাপকাজনক বায়ু, দেবদত্ত। এবং পুষ্টিকারক বায়ুর নাম ধনঞ্জয়। কিন্তু বৈদান্তিক আচার্য্যগণের মতে এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অন্তর্নিবিষ্ট।

এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু মিশ্রিত আকাশাদি পঞ্চভূতের রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিশ্রিত এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু প্রাণময় কোশ নামে কথিত। গমনাগমনাদি ক্রিয়া স্বভাব প্রযুক্ত এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে রজঃ অংশের কার্য্য কহা যায়। এই পঞ্চ কোশের মধ্যে জ্ঞান শক্তিবিশিষ্ট বিজ্ঞানময় কোশ, কর্তা স্বরূপ। ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট মনোময় কোশ, করণরূপ। ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রাণময় কোশ, কার্য্যরূপ। এই কোশত্রয়ের বধ্যাবোগ্য এইরূপ বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে। সম্মিলিত এই কোশত্রয়কে হৃদ-শরীর কহা যায়। এই হৃদ-শরীর বসতিরূপ উপাধি দ্বারা উপস্থিত চৈতন্যকে হৃদায়া, হিরণ্যগর্ভ, বা প্রাণ (vitality) বলা যায়। যে হেতু তিনি হৃদের ন্যায় সর্ব বস্তুতে

অহংমাত্র এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, শক্তিবিশিষ্ট অঙ্গীকৃত, পঞ্চ মহাত্ম্যভিমাত্রী। হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ এই সূক্ষ্ম-শরীর সমষ্টিকে, স্থূল অংগ অথবা সূক্ষ্ম হেতু সূক্ষ্মশরীর ও কৌশল্য বলা যায়, এবং জাগ্রত বাসনাত্মক হেতু স্বপ্ন ও স্থূল অংগের লয়হানও কহা যায়। এই সূক্ষ্মশরীর ব্যক্তি রূপ উপাধি দ্বারা উপহিত চৈতন্য তৈজস শব্দে বাচ্য। যেহেতু তাহার নাম তৈজসের অন্তঃকরণ। তৈজসের উপাধিরূপ ব্যক্তি সূক্ষ্মশরীরকে স্থূলশরীর অপেক্ষা অতি সূক্ষ্মহেতু সূক্ষ্মশরীর বলা যায়। এবং জাগ্রত বাসনাত্মক হেতু স্বপ্ন ও স্থূলশরীরের লয়স্থল কহা যায়। এই হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস উভয়ে স্রষ্টৃ-কালে সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব করেন।

এস্থলেও সূক্ষ্মশরীর সমষ্টি ও তদ্যটি পরস্পর অভিন্ন, এবং তদুপহিত হিরণ্যগর্ভ ও তৈজসেরও পরস্পর অভিন্ন; যেমন বনে বৃক্ষের অভিন্ন ও বনাবচ্ছিন্ন আকাশে বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের ভেদ নাই এবং জলাশয়ে তলের ভেদ নাই ও জলগত প্রতিবিম্বিত আকাশের সহিত জলাশয় গত প্রতি-বিম্বিত আকাশ অভিন্ন।

সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নিবৃত্তি সম্বন্ধে আর্ষ মহাত্ম্যগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অন্তঃপর স্থূল ভূত সম্বন্ধে তাহাদের মত সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

পঞ্চীকৃতের নাম স্থূলভূত। এই পঞ্চীকরণ প্রবালী, ধূলা, আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্য প্রত্যেক ভূতকে সমান হই ভাগে বিভক্ত করিয়া, সেই দশ ভাগের মধ্যে প্রত্যেক

পঞ্চভূতের প্রত্যেক আখ্যিক পঞ্চ ভাগকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া, সেই প্রত্যেক চারি অংশ স্বকীয় দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইতর চারি অংশে বিভাগ করিয়া সেই প্রত্যেক চারি ভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভাগের সহিত মিশ্রিত করণ।

পঞ্চভূত পঞ্চায়করূপে সমান হইলেও প্রত্যেকটীকে পৃথক পৃথক আকাশাদি ব্যবহার হয়। এতদ্বিধে ন্যায় প্রমাণ যথা—“পরিণেব হেতু অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় অংশের অধিকা হেতু তন্নৈমিধ্যাত” ।

সেই পঞ্চীকরণ কালে আকাশে শব্দগুণ অভিব্যক্ত হয়, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অভিব্যক্ত হয়। এই সকল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে, পরস্পর উপর্যুপরি সংস্থাপিত ভুলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহালোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক, এবং পরস্পর অধোঃ, বিদ্যমান, অন্তঃ, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাললোক ও ব্রহ্মাণ্ড এবং চতুর্দিক স্থূল শরীর আর তাহা নিক্ষেপের ভোগোপকৃত অঙ্গপাদাদি সকল উৎপন্ন হইরাছে। কায়রূপ, অণুরূপ, ঘোররূপ এবং উদ্ভিদ এই চারি প্রকার স্থূলশরীর। অরাসু হইতে আস্ত সমুদ্রা পঞ্চ প্রকৃতি করায়ুস জীব। অণু হইতে উৎপন্ন পক্ষী সর্পাদি অণুজীব। রেখাদি হইতে অসিদ্ধ বৃক্ষলবঙ্গাদি রেখাজীব। এবং দুর্গ হইতে উদ্ভূত দুর্গ লোকাদি উদ্ভিজ্জীব।

এই হুল শরীর সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্য বৈশ্বানর ও
 স্মিরাট শব্দে উক্ত করেন, যেহেতু তিনিই সর্বসম্বোধাভিমুখী
 ও বিবিধ প্রকারে বিরাজমান। এই সমষ্টি, হুল শরীর
 অঙ্গের বিকার হেতু অঙ্গময় কোশ এবং হুল ভোগের আরতন
 হেতু জাগ্রৎ শব্দের বাচ্য। এই হুল শরীর বাষ্টিতে উপহিত
 চৈতন্যকে বিশ্ব বলা যায়, যেহেতু তিনি সূক্ষ্ম শরীরে অভি-
 মান পরিচাগ না করিয়া হুল শরীরে প্রবিষ্ট। এই বাষ্টিকে
 হুল শরীর ও অঙ্গের বিকার হেতু অঙ্গময় কোশ, এবং হুল
 ভোগের আরতন হেতু জাগ্রৎ শব্দে কহা যায়। জাগ্রৎ কালে
 এই বিশ্ব বৈশ্বানর উভয়ে দিক্, বায়ু, অর্ক, বকগ, অখিনীকুমার
 কর্তৃক নিরোদ্ভূত হইয়া শ্রোত্র, শ্রব, চক্ষু, জিহ্বা, জ্ঞান এই
 পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ
 প্রকার বাহ্য-বিষয় সকল অমুভব করেন। অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র,
 রস, প্রজাপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া বাসু, গানি, পান, বায়ু,
 উপন্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমে বচন, গ্রহণ, গমন,
 জ্ঞান, আনন্দ এই পঞ্চ বাহ্য বিষয় অমুভব করেন। চন্দ্র, তক্ষা,
 শকর, বিষ্ণু কর্তৃক নিরদ্ভূত হইয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই
 চারিটি অন্তরীন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমে সংকল্প, বিকল্প, নিশ্চয়, অহ-
 কার্য, চৈতন্য এই সকল হুল বিষয় অমুভব করেন। এই প্রকারে
 পাকীকৃত হইতে হুল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়। এই হুল
 হুল কারণ সমূহের প্রপঞ্চের সমষ্টি এক মহৎ প্রপঞ্চ। যেমন
 সমুদ্রের বলায়িত্তির আকার বা সমুদ্রের অশাশরগত প্রতিবিম্বিত
 আকার একই, তদ্রূপ সেই মহৎ প্রপঞ্চ দ্বারা উপহিত বৈশ্বানর,
 বিশ্ব, স্মিরাট, চৈতন্য, ইন্দ্র, প্রাক্ত একই চৈতন্য, জিহ্না-

কারে সংস্থিত। উক্ত মহৎ প্রপঞ্চের সহিত অবিবিক্তরূপে সেই ভূতপহিত চৈতন্য “সর্বং খলিদং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের বাচ্য এবং বিবিক্তরূপে মহাবাক্যের লক্ষ্য হন।

পূর্বে বস্তুরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যে অবস্তর আরোপ রূপ অধ্যারোপ-ন্যায় সামান্য ভাবে প্রদর্শিত হইল। অতঃপর জীব-চৈতন্যে বিশেষ অধ্যারোপ অর্থাৎ কোন্ কোন্ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কি কি পদার্থকে জীবাত্মা কহেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। এই ব্যাবৃতি দ্বারা আত্মার স্বরূপ কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হইবে।

অতি অল্প ব্যক্তির পুত্রকে আত্মা কহে, এবং তন্নিমিত্ত এই ঋতি প্রমাণ প্রয়োগ করে “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ” “আত্মাই পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বেহেতু আপনার প্রতি যে প্রকার প্রেম, পুত্রের প্রতি ও সেই রূপ প্রেম দৃষ্ট হয়” এবং “পুত্রের পুষ্টি হইলে বা পুত্র নষ্ট হইলে আমিই পুষ্ট হইতেছি বা নষ্ট হইতেছি” এই রূপ ভাব অনুভূত হয়। কোন কোন চার্সাক স্বীয় স্থূল শরীরকেই আত্মা কহে, এবং তাহাতে এই ঋতি প্রমাণ দেয় যে “অন্ন রসের বিকার পুরুষই আত্মা” ও এই তর্ক প্রয়োগ করে যে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে আপনার পলায়ন দৃষ্ট হয়” “আর আমি স্থূল অথবা ক্লশ” ইত্যাদি ভাব অনুভূত হয়। অপর চার্সাকে, ইন্দ্রিয়গুণকে আত্মা কহে এবং তাহাতে এই ঋতি প্রমাণ দেয় যে “ইন্দ্রিয়গণের অভাবে শরীর অচল হয়” এবং “আমি অন্ধ, আমি বধির” ইত্যাদি ভাব অনুভূত হয়। আবার কোন চার্সাক প্রাণকে আত্মা কহে

এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে “প্রাণময় অন্তরাত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক্ এবং প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার অভাব হয়” এবং “আমি ক্ষুধিত ও আমি পিপাসার্ত্ত” এইরূপ ভাব অনুভূত হয়। অধম চার্কাক মনকে আত্মা কহে, এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ প্রয়োগ করে যে “মনোময় অন্তরাত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ হইতে বিভিন্ন।—মন নিস্তক হইলে প্রাণাদির অভাব হয় আৰ এট রূপ অনুভূত হয় যে আমি সংকল্প বিশিষ্ট এবং আমি বিকল্প বিশিষ্ট’। অপর কোন কোন নিরীশ্বর-বাদী বুদ্ধিকে আত্মা কহে এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে বিজ্ঞানময় অন্তরাত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন হইতে পৃথক্ এবং তন্নিমিত্ত এই যুক্তি প্রয়োগ করে যে “কর্ত্তার অভাবে করণের অভাব হয়।” আর “কর্ত্তার অভাবে করণ-শক্তির অভাব হয় এইরূপ অনুভব হয়।” প্রভাকর ও তার্কিক উভয়ে অজ্ঞানকে আত্মা কহে, এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে “আনন্দময় অন্তরাত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক্” এবং এই যুক্তি অনুসারে কহে যে “স্বষ্টিকালে অজ্ঞানে বুদ্ধাদিরও লয় দৃষ্ট হয়,” আর “আমি অজ্ঞ অথবা আমি জ্ঞানী” এইরূপ ভাব অনুভূত হয়। ভট্ট-মতামুযায়িগণ অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে আত্মা কহে, এবং তন্নিমিত্ত এই শ্রুতি প্রমাণ প্রয়োগ করে যে, “অজ্ঞান বন স্বরূপ আনন্দময়ই আত্মা” এই যুক্তি বলে কহে, যে স্বষ্টিকালে সমুদয় লীন হইলে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের স্বপ্রকাশ উপলব্ধি হয়; এবং “আমি আমাকে জানি না” এইরূপ ধারণা অনুভূত হয়, অপর কোন নাস্তিক রতাবলম্বী শূন্যকে আত্মা কহে, এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ

অরোগ করে যে “এই জগৎ পূর্বে অসৎ ছিল” এবং এই যুক্তি অনুসারে বলে যে “সুখ্যুগকালে সকলেরই অভাব হয়” আর এই রূপ অনুভূত হয় ‘শ ম করিয়া সুখ্যুগ কালে আমার অভাব হইয়া ছিল’ সুখ্যুগ হইতে উদ্ভিত ব্যক্তি এই প্রকারে আপনার অভাব রূপ স্মৃতি উৎপন্ন হয় ।

কসতঃ আস্ত জ্ঞান এবং আত্ম-উপলব্ধি সংক্ষেপে পূর্ণাঙ্গ মানাবিধ মতামূল স্বগণের নির্দেশ দ্রষ্টব্যক । বেদান্ত-বেদান্তিসের মতে পুণ্যাদি শূন্য পর্যায্য জগৎর ভাসক নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বরূপ প্রত্যেক চৈতন্যই আত্ম এবং বস্তু । যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, পথে ভ্রম নাশে সর্প-জ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া কেবলমাত্র রজ্জুই উপলব্ধ হয় সেই রূপ বস্তু বিবর্ত অস্তুর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তুতে অব্যবস্থাপিত অজ্ঞানাদি ভ্রম প্রপঞ্চ যে ব্রহ্ম তাহার বিনাশ হইলে পরিশেষে ব্রহ্ম মাত্রেরই অবস্থান থাকে । এই “কারণ” বিচার প্রাণ যথার্থ স্বরূপের ব্যতিক্রম হইয়া যে কারণ, কার্য উৎপন্ন করে তাহার নাম বিবর্ত বা পরিণামী উপাদান কারণ,—যেমন ছায়া দ্বিধির প্রতি পরিণামী কারণ । এবং স্বরূপের প্রকারান্তর না হইয়া যে কারণ কার্য উৎপন্ন করে তাহার নাম বিবর্ত উপাদান কারণ । যেমন রজ্জু সর্পের প্রতি বিবর্ত কারণ । ব্রহ্ম না দোহ বিদূরিত হইলে যে রূপে এই প্রপঞ্চ সকল পরস্পর স্বস্ব কারণে লীন হইয়া, অবশেষে ব্রহ্ম মাত্র রূপে অবস্থিত হয়, তাহা ব্যক্ত হইতেছে । এই তত্ত্ব বুঝিলে মানব আস্ত-জ্ঞান এবং আস্ত-

শক্তি বুদ্ধিতে পারে। তাহাতে আধ্যাত্মিক শক্তির ক্ষুরণ হইয়া মানবকে ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ জীব শ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত করিবে। এবং তদ্বারা মানবের জড়তা তিরো-
হিত হইয়া তাঁহার প্রকৃত শক্তি প্রক্ষুটিত হইবে।

স্থূল ভোগের আরম্ভে চতুর্বিধ স্থূল শরীর ও এই ভোগ্য রূপ রস পানাদি, এবং এই সকলের অধারভূত ভুরাদি চতুর্দশ ভুবন, আর এই আরম্ভভূত ব্রহ্মাণ্ড, এ সকলই স্বীয় কারণ রূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত মাত্র। শব্দ স্পর্শাদি শক্তির সহিত এই সকল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত এবং সূক্ষ্ম শরীর, সকলই স্বীয় কারণ রূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত মাত্র। সত্ত্বাদিগুণ-সহিত এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত সকল, উৎপত্তির বৈপরীত্য ক্রমে, অর্থাৎ পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অজ্ঞানে এই প্রকারে কারণরূপ অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য মাত্র।

এই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য রূপ কেশর প্রভৃতি সকলই তাহাদিগের অধারভূত অনুপহিত চৈতন্য রূপ তুরীয় ব্রহ্ম মাত্র।

এই অধারোপ ও অপবাদ ন্যায় কখন দ্বারা ‘স্বং ও স্বং’ এই উভয় পদার্থের শোষণ সংসাধিত হয়। যথা অজ্ঞানাদির সমষ্টি, অর্থাৎ অজ্ঞান ও সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর সমষ্টি এবং অনুপহিত চৈতন্য, অর্থাৎ কেশর, ও হিরণ্যগভ এবং বিরাট চৈতন্য, আর অনুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য এই তিন, দক্ষ লৌহ-পিণ্ডের ন্যায় অব্যবহিকরূপে ‘তৎ’ এই পদের ব্যাকরণ হইলে, এবং

অজ্ঞানাদির সমষ্টিরূপ উপাধির ও তদুপহিত বৈধীদির চৈতন্যের আধারভূত অনুপহিত তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ হইবে।

অজ্ঞানাদির ব্যক্তি, অর্থাৎ অজ্ঞান ও হৃদয় শরীর ও হৃদয় শরীর ব্যক্তি এবং এতদুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও তৈজস এবং বিশ্বচৈতন্য আর অনুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য এই তিন বস্তু-লোহ-পিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্তরূপে 'তৎ' এই পদের ব্যাচ্যর্থ হইবে, এবং অজ্ঞানাদির ব্যক্তিরূপ উপাধির ও তদুপহিত প্রজ্ঞা প্রভৃতি চৈতন্যের আধারভূত অনুপহিত আনন্দ স্বরূপ তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য 'তৎ' পদের লক্ষ্য অর্থ। সাধারণের বোধগম্য করণার্থ এখন এই মহাব্যাক্যের লক্ষ্য নির্দেশ আবশ্যক।

'তৎ, তৎ, অদি' আদি ভাষার এই তিন মন্ত্রবাক্য তিন প্রকার সম্বন্ধ দ্বারা অথবা ব্রহ্ম-চৈতন্যের বোধক। উক্ত সম্বন্ধের এইরূপ বর্ণনা:—এক সামান্যাদিকরণ্য, অর্থাৎ তৎ ও তৎ এই উভয় পদের একই অধিকরণে স্থিতি। দ্বিতীয়তঃ বিশেষণ বিশেষ্য ভাব, অর্থাৎ উক্ত পদের অর্থ স্বরের পরপর বিশেষণ বিশেষ্যরূপ সম্বন্ধ। তৃতীয়তঃ লক্ষ্য লক্ষণ ভাব অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা লক্ষ্য এবং পদব্দ লক্ষণ এইরূপ সম্বন্ধ। এ বস্তুতে প্রমাণ যথা প্রত্যগাত্মা ও পদ এবং তদ্বর্ণের সামান্যাদিকরণ্য ও বিশেষণ বিশেষ্যরূপ এবং লক্ষ্য লক্ষণ ভাব, এই তিন প্রকার সম্বন্ধ।

সামান্যাদিকরণ্য সম্বন্ধ অর্থাৎ "যেমন সেই দেবদত্ত এই" এই বাক্যে অতীত কালে হুই দেবদত্তের বোধক 'এই'

শব্দ উত্তর শব্দেরই এক দেবদত্ত ব্যক্তিতে তাৎপর্যরূপে
সম্বন্ধ; সেইরূপ ‘তৎ হং অসি’ এই বাক্যেও অপ্রত্যক্ষ
চৈতন্যের বোধক ‘তৎ’ পদ এবং প্রত্যক্ষ চৈতন্যের বোধক
‘হং’ পদ এ উত্তর পদেরই এক চৈতন্য তাৎপর্যরূপে সম্বন্ধ ।

বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সম্বন্ধ যেমন ঐ লৌকিক বাক্যে
সেই শব্দের অর্থ পূর্বকালে দৃষ্ট দেবদত্ত এ উত্তর অর্থই
পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্যরূপে হয়, যে হেতু উত্তর অর্থেরই
পরস্পর অভিধ্ব্যরূপে এক বস্তুতেই তাৎপর্য, সেইরূপ তৎসমসি
বাক্যেও হং পদের অর্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য ও তৎ পদের অর্থ
অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য উত্তর অর্থই পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্যরূপে
হয়, যেহেতু উত্তর অর্থেরই পরস্পর অভিধ্ব্যরূপে এক
বস্তুতেই তাৎপর্য, ।

লক্ষ্য লক্ষণ ভাব সম্বন্ধ—যেমন ঐ পূর্বোক্ত বাক্যে “সেই”
শব্দ এবং “এই” শব্দের অর্থ হয় যে পূর্বকালে দৃষ্ট হই এবং বর্ত-
মানে দৃষ্ট হই তাহা ভাগ করিয়া কেবল অবিকল্প দেবদত্ত
লক্ষ্য এবং উত্তর শব্দট লক্ষণ হয়, সেইরূপ তৎসমসি বাক্যেও
হং পদ ও তৎ পদের অর্থ হয় যে প্রত্যক্ষ হং এবং অপ্র-
ত্যক্ষ তৎ, তাহা ভাগ করিয়া কেবল এক অবিকল্প চৈতন্য
লক্ষ্য এবং উত্তর পদেই লক্ষণ হয় । ইহা হইতে নাম ভাগ
লক্ষণ । এ বাক্যে, (নীল উৎপল) এই বাক্যের নাম
বাক্যার্থ সম্বন্ধ হয় না । এই নীল উৎপল বাক্যে নীল
পদের অর্থ নীলগুণ ও উৎপল শব্দের অর্থ উৎপল অব্য-
এ উত্তর শুদ্ধাদিগুণ ও পটাদি অব্যোয় ব্যবচ্ছেদক হেতু
পরস্পরের বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সম্বন্ধরূপ বা একতর

বিশিষ্টের সহিত অন্যতরের ঐক্যরূপ বাক্যার্থ স্বীকার করণে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের অবিরোধ হেতু বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না।

‘তবমসি’ বাক্যে ‘তৎ’ পদার্থ অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য এবং ‘হং’ পদার্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য এ উভয়ই ইতর ব্যবচ্ছেদক হেতু বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সম্বন্ধরূপ বা একতর বিশিষ্টের সহিত অন্যতরের ঐক্যরূপ, বাক্যার্থ স্বীকার করণে সম্বন্ধ কিঞ্চিৎস্বরূপে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের বিরোধ হেতু বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না। এ বাক্যে “গঙ্গায় গোপ বসতি করে” এই বাক্যের ন্যায় অহং-স্বার্থ লক্ষণা বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না।

এই লৌকিক বাক্যে জল প্রবাহরূপ গঙ্গা এবং গোপ এ উভয়ের আধার আধের লক্ষণ বাক্যার্থের অশেষ প্রকারে বিরোধ হয়, সেই বিরোধ পরিহার জন্য গঙ্গা শব্দের স্বীয় অর্থ যে জল-প্রবাহ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা তৎসম্বন্ধীয় তীর অর্থ করা যুক্তিসিদ্ধ, অতএব অহং-স্বার্থ লক্ষণা সঙ্গত হয়।

তেন জ্ঞান তিরোহিত হইয়া অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় কখনপূর্বক ‘তৎ ও হং’ এই উভয় পদের অর্থ শোধন করত ‘তৎ হং অসি’ এই বাক্য দ্বারা অবিতর্ক চৈতন্যের স্বরূপ উপলব্ধ হইলে আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য, স্বরূপ, পরমানন্দ, অবিভীত ব্রহ্ম এইরূপ অর্থপ্রকার অন্তঃকরণ স্থিতির উদ্ভব হয়। সেই অন্তঃকরণ স্থিতিতে চৈতন্যের আবির্ভাব হইলে প্রত্যগাত্মাতে অতেন পর-

তদ্ব্যসংগীত অজ্ঞান তিরোচিত হয়। এবং যেমন স্বত্রের
মূল কারণ স্বত্রের ধারণা হইলে বস্তুও নষ্ট হয়, সেই
অর্থসংকারণ অজ্ঞান বনষ্ট হইলে তদন্তর্গত অর্থপ্রকাশ
অন্তঃকরণ রূপেও নষ্ট হয়। তৎপরে যেমন প্রদীপের
জ্যোতিঃ স্বর্ষ্যের প্রভাক প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া
নিজেই অতিভূত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ রূপে প্রতিবিম্বিত
স্বপ্রকাশ স্বরূপ পরত্রয় চৈতন্যকে প্রকাশ করণে অসমর্থ
প্রযুক্ত অতিভূত হইয়া উপস্থিত অন্তঃকরণ রূপের অভাব
হেতু স্বয়ং পরত্রয় মাত্রই থাকে—যেমন দর্পণের অভাবে
বসনমণ্ডলের প্রতিবিম্ব বসনেই নিবদ্ধ থাকে। এইরূপ
জ্ঞানবোগ দ্বারা জ্ঞানাগণ আনিই ত্রয় এইরূপ অনুভব
করেন। এইরূপ ভাব দ্বারা “মনেই দর্শন-বোগাত্মক
এবং ইহা ক মনে ধারণ করা যায় না” এই উত্তর প্রতি
নিরোধ ভঙ্গ হয়। কারণ ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে
মনোবৃত্তি দ্বারা তদ্ব্যবসিক অজ্ঞান বিদ্যমান; কিন্তু রূপ
প্রতিবিম্বিত চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়
না। এবিষয়ের প্রমাণ যথা—শাস্ত্রকারেরা পরত্রয়ের
অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দ্বারা প্রকাশমানতা নিবেদ
পূর্বক রূপ দ্বারা প্রত্যক্ষ অজ্ঞানের বিনাশ মানিয়াছেন।
যেহেতু পরত্রয় স্বয়ং স্বপ্রকাশ; অপর কর্তৃক তাহার
প্রকাশিত হইতে পারে না।

অর্থপ্রকাশকারিত অন্তঃকরণ রূপে হইতে ঘটাদি
জড় পদার্থকারিত অন্তঃকরণ রূপের পার্থক্য এখন
বিস্তৃত হইতেছে যথা :—

এই প্রত্যেক কালে ঘটাকার্যাক্রিতচিত্ত রুতি অজ্ঞাত ঘটকে অধিকার করিয়া তাহার অজ্ঞানতার নাশ পূরক রুতিগত প্রতিবিম্ব দ্বারা ঘটকে প্রকাশ করে ।

যেমন প্রদীপের আলোক অন্ধকারস্থ ঘট পটাদিতে লংঘন হইয়া তদাত অন্ধকারের বিনাশ করত তাহাকে প্রকাশ করে সেইরূপ অন্তঃকরণ-রুতিদ্বারা ঘটাদির অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় এবং অন্তঃকরণ রুতিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দ্বারা ঘটাদি প্রকাশিত হয় ।

পরমাত্ম-চৈতন্যের এই স্বরূপ সাক্ষাৎকার পর্যন্ত প্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ও সমাধির অনুষ্ঠান, আবশ্যিক ।
ক্রমে যথাযথ -ইহাদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল ।

প্রবণ—তাৎপর্য্য নির্দ্ধারক ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা অধি-
ভীর ব্রহ্মে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ ।

ছয় প্রকার লিঙ্গ যথাঃ—উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, এবং উপপত্তি ।

উপক্রম-উপসংহার—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণের আদিতে ও অন্তে সেই বস্তুর কথন, যথা—
হান্নোগ্যা উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের আদিতে ‘একই অধিতীর ব্রহ্ম’ এবং অন্তে ‘এই আত্মা জগদ্বার’ এই রূপে প্রতিপাদ্য অধিতীর বস্তু কথিত হইয়াছে ।

অভ্যাস—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণের মধ্যে পুনঃ পুনঃ সেই বস্তুর প্রতিপাদন । যেমন উক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ের মধ্যে ‘তত্ত্বমসি’ এই বাক্য দ্বারা পরবার অধিতীর ব্রহ্ম বস্তুর প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।

অপূর্ণতা যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য তাহার তৎ
প্রমাণাতিরিক্ত প্রমাণের অবিস্বরূপে প্রতিপাদন। যথা উক্ত
উক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম উপনিষৎ ভিন্ন প্রমাণের
অবিস্বরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

ফল—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণে
তাহার বা তদনুষ্ঠানের প্রয়োজন। যথা উক্ত
ষষ্ঠ অধ্যায়ে ‘আঢ্যার্যাবান্’ পুরুষ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন ।
সেই জানী পুরুষের বিদেহ পর্য্যন্তই বিলম্ব, বিদেহ পরে
ব্রহ্মে লীন হইলেন ।

অর্থবাদ—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই বস্তুর
গুণ বর্ণনা। যেমন ঐ ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিষ্যের প্রতিগুরু উক্তির
মধ্যে গুরু কহিতেছেন “হে শিষ্য ! তুমি আমাকে এই প্রশ্ন
করিতেছ যে বাঁহাকে জানিলে অশ্রুত পদার্থের অবগন হয়,
অমৃত পদার্থের স্মরণ হয় এবং অজ্ঞের পদার্থের জ্ঞান হয়”
এই রূপে অদ্বিতীয় বস্তুর প্রশংসা বাদের নাম অর্থবাদ ।

উপপত্তি—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রক-
রণে সেই বস্তু প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রয়োজন যুক্তিই
উপপত্তি। যথা উক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত “হে সৌম্য !
যেমন এক মৃৎপিণ্ড জাত হইলে সকল মৃন্ময় পাত্র জানা-
যায় ; বিকৃতি ও নাম কেবল বাক্য মাত্র, যুক্তিকাই
বথার্থ” এই প্রকারে অদ্বিতীয় বস্তু প্রতিপাদনে বিকারের
বাক্য মাত্রই রূপ যুক্তি কথিত হইয়াছে ।

মনন—বেদান্তের অবিরোধি-যুক্তি দ্বারা নিরন্তর শ্রুত
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুর চিন্তা ।

নিদিষ্ট্যাসন—বিরোধী যে সেহাদি উক্ত পদার্থ জ্ঞান তাহার নিরাকরণ পূর্বক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুর অবিরোধি-
জ্ঞানের প্রবাহ ।

সমাধি দুই প্রকার ।

(১)—সবিকল্পক সমাধি

(২)—নির্বিকল্পক সমাধি

সবিকল্পক সমাধি—জ্ঞাতা জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই বিকল্প জ্ঞানের জ্ঞান নহে ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকারাক্রিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান । যেমন মৃত্তিকানির্মিত হস্তোতে হস্তী-জ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকাজ্ঞান থাকে সেইরূপ তখন দ্বৈত জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান হয় । এবিষয়ে প্রমাণযথা ‘সাক্ষিকরূপ, সর্বব্যাপী, উৎকৃষ্ট, প্রকাশ স্বরূপ ভগ্নরহিত, বিনাশ রহিত, অলিপ্ত সর্বগত সর্বদা-বিমুক্ত স্বভাব অদ্বিতীয় ‘চতনাই আমি’ ।

নির্বিকল্পক সমাধি—জ্ঞাতা, জ্ঞান জ্ঞেয় এই বিকল্পের জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাক্রিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান ভাবের নাম নির্বিকল্পক সমাধি । যেমন জল মিশ্রিত জলাকারকৃত লবণের লবণত্ব জ্ঞানের অভাবে কেবল জল উপলব্ধ হয় সেইরূপ এই নির্বিকল্পক সমাধির অবস্থার অদ্বিতীয় ব্রহ্মকারাক্রিত চিত্ত বৃত্তির জ্ঞানভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু মাত্রই জ্ঞান থাকে । অতএব অসুপ্তি হইতে এই সমাধির প্রভেদ নাই এই আশঙ্ক্য সম্ভাবনা রহিল না । যেহেতু অসুপ্তি ও সমাধি উভয় কালেই বৃত্তি জ্ঞানের ‘অসম্বাদ্যে সমান হইলেও বৃত্তির সন্ধা ও অসন্ধা দ্বারা উভয়ের প্রভেদ আছে ।

আশঙ্করি সম্ভাবনা রহিল না । যে হেতু সুবৃষ্টি ও সমাধি উভয় কালেই বৃত্তি জ্ঞানের অসম্বাংশে সমান হইলেও বৃত্তির সম্বা ও অসম্বা দ্বারা উভয়ের প্রভেদ আছে ।

যম, নিয়ম, আশন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, এবং সবিকল্পক সমাধি, উক্ত নির্বিকল্পক সমাধির অঙ্গ । এক্ষণে সংক্ষেপে উহাদিগের আভাস প্রদত্ত হইল মাত্র । যোগ প্রস্তাবে বিস্তৃতভাবে উহাদিগের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইবে ।

যম ;—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ ।
নিয়ম ;—শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, এবং ঈশ্বরে প্রণিধান ।

আসন ;—ইহু পদাদির সংস্থান বিশেষ ; পদ্মাসন প্রভৃতি ।

প্রণায়াম ;—রেচক, পূরক, কুম্ভক রূপ, প্রাণ দমন করিবার উপায় ।

প্রত্যাহার ;—শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের নিবারণ করা ।

ধারণা ;—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ ।

ধ্যান ;—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহ ।

সবিকল্পক সমাধি—ইহার ব্যাখ্যা প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে ।

এই সকল অঙ্গ বিশিষ্ট অঙ্গী যে নির্বিকল্পক সমাধি তাহার চারি প্রকার বিয় বস্তুতে পারে যথা :—লব, বিকল্প, কষার, এবং রসাস্বাদন ।

লব ;—অধঃ ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণ বৃত্তির নিদ্রা ।

বিক্ষেপ;—অথও ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে সমর্থ না হইয়া অস্তঃকরণ বৃত্তির অন্য অবলম্বন ।

কষায়;—লয় ও বিক্ষেপের অভাবে ও রাগাদি বাসনা দ্বারা অস্তঃকরণ স্তব্ধ হইলে অথও ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে অসমর্থতা ।

রসাস্বাদন;—নির্বিবাক অথও ব্রহ্ম বস্তুর অনবলম্বনে অস্তঃকরণ বৃত্তির সবিকল্পক আনন্দ আস্বাদন । অথবা নির্বিবাক সমাধির আরম্ভ কালীন সবিকল্পানন্দ আস্বাদন ।

এই চারি প্রকার বিদ্য রহিত চিত্ত, যখন বায়ুশূন্য প্রদীপের ন্যায় অচল হইয়া কেবল অথও চৈতন্য মাত্রের চিত্তাপন্ন হয়, তখন তাহাকে নির্বিবাক সমাধি বলা যায় ।

এসম্বন্ধে ঋতি প্রমাণ যথা “লয় রূপ বিদ্য উপস্থিত হইলে অস্তঃকরণে উদ্বোধ জন্মাইবে; অস্তঃকরণ বিক্ষেপ যুক্ত হইলে শাস্ত করিবে; কষায় যুক্ত হইলে জ্ঞাত হইয়া নিবৃত্ত রাখিবে, অথও ব্রহ্ম বস্তুতে প্রণিধান হইলে অস্তঃকরণকে আর চালনা করিবে না, সে সময়ে সবিকল্পক কোন আনন্দ আস্বাদন করিবে না এবং প্রজ্ঞা দ্বারা নিঃসঙ্গ হইবে । ঋতি প্রমাণ যথা যেমন বায়ুহীন প্রদীপ-শিখা নিশ্চল হয় তদ্রূপ হইবে ।

অতঃপর জীবগুণের লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইতেছে ।

জীবগুণি—অথও চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানান্তর তদজ্ঞান নাশ দ্বারা সর্বব্যাপী স্বরূপ চৈতন্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য রূপ সঞ্চিত পুণ্য পাপ এবং সংশয় ভ্রমাদির নিবৃত্তি হেতু সমুদয় সংসার বন্ধন রহিত ব্রহ্ম-নিষ্ঠা ।

এসম্বন্ধে ঋতি প্রমাণ যথা “সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম

সাক্ষাৎকার হইলে অন্তঃকরণের ভ্রম সকল নষ্ট হয় ও সংশয় সকল দূর হয় এবং সদসৎ কর্ম সকল ধ্বংশ হয়” ।

“ভিদ্যাতে হৃদয় গ্রহিচ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মানি তস্মিন্নদৃষ্টে পরাপরে” ।

এই প্রকার জীবমুক্ত পুরুষ জাগ্রৎকালে রক্ত মাংস বিষ্ঠা মুত্রাদির আধার রূপ শরীর দ্বারা ও আক্যা মান্দ্য অপটুত্বাদির আশ্রয় রূপ ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা এবং অশনা, পিপাসা, শোক মোহাদির আকর রূপ অন্তঃকরণ দ্বারা পূর্ব পূর্ব বাসনাকৃত জ্ঞানাবিরোধী প্রারম্ভ কর্ম সকল ভোগকরতঃ দৃশ্যমান এই জগৎ পরমার্থ সত্য বস্তু নহে, এই রূপ বোধ করেন । যেমন কোন ঐচ্ছিকালিক পদার্থের পরিদর্শক বুঝেন যে দৃশ্যমান ইচ্ছা-জাল প্রকৃত পরমার্থ বস্তু নহে । এবিষয়ে ঋতি প্রমাণ যথা “বাহুবস্তুতে আকৃষ্ট চক্ষু থাকিয়াও চক্ষু হীন, কর্ণ থাকিতেও কর্ণ হীন, মন সত্ত্বেও মন রহিত, প্রাণ থাকিয়াও প্রাণ রহিত” অপর প্রমাণ যথা “জাগ্রদাবস্থায় যিনি স্রুবুত্তির ন্যায় বাহ্য বস্তু দেখেন না, আর দৈত বস্তুকেও যিনি অবিভীষ দেখেন, আর বাহিরে কর্ম করিয়াও যিনি অন্তঃকরণে নিক্রিয়, সেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীই জীবমুক্ত । তদ্ব্যতীত অপর ব্যক্তি জীবমুক্ত নহে ইহা নিশ্চয় ।”

জীবমুক্তির উত্তর কালে এই জীবমুক্ত পুরুষের তত্ত্ব জ্ঞানের পূর্ব ক্রিয়মাণ আহার বিহারাদির বৈরূপ অমুবৃতি হয়, তদ্রূপ শুভ কর্ম সকলেরই বাসনার অমুবৃতি হয়, অন্তঃকর্মের বাসনা হয় না । অথবা শুভাশুভ উভয় কর্মে ঔদাসীণ্য হয় । এবিষয়ে প্রমাণ যথা অদৈত তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও যদি

যথেষ্টাচরণে বাগনা হয় তবে অণুটি ভক্ষণে কুকুরের সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর কি বিশেষ রহিল ? অতএব জ্ঞান জন্মিলেও যে ক্ষতির যথেষ্টাচরণে অমুর্ভুতি হয় তিনি জীবমুক্ত নহেন—তবে তাঁহাকে আত্মজ্ঞ বলা যাইতে পারে মাত্র ।

এই জীবমুক্ত কালে অনতিমানিষ প্রকৃতিজ্ঞান সাধন গুণ সকল ও অধেষ্টাদি শোভন গুণ সকল অলঙ্কারের ন্যায় সেই জীবমুক্ত পুরুষে অমুর্ভুতি হয় ।

এই জীবমুক্ত পুরুষ কেবল মাত্র দেহ যাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা অনিচ্ছা পরেচ্ছা এই তিন প্রকার আরক্ত কর্ম অনিত সুখ দুঃখ অনুভব কর্তৃক সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপে বুদ্ধাদির অবতাসক হইয়া প্রারম্ভে কর্মের অবসানে প্রত্যক আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হইয়া অজ্ঞান ও তৎকার্যরূপ সংসার সকলের বিনাশ হেতু পরম টেকবল্য রূপ পরমানন্দ অধৈত অখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হইয়া টেকবল্যানন্দ উপভোগ করেন । এ সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ যথা “দেহাবসানে জীবমুক্ত পুরুষের প্রাণ সকল লোকান্তর গমন না করিয়া এই পরব্রহ্মে লীন হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্মানন্দে টেকবল্য সুখে মগ্ন হয় ।”

পূর্বে বেদান্ত-সম্মত জ্ঞান যোগ সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের স্থূল বিবরণ মাত্র প্রদত্ত হইরাছে । উক্ত জ্ঞান যোগ হৃদয়ঙ্গম করিলে তত্ত্বাহুসন্ধানকারী ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন এবং তদ্বারা অপর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথ তাঁহার নিবর্তি সহজ বলিয়া উপলব্ধ হইবে । উক্ত জ্ঞান যোগ ব্যতীত মানব কোন যত্নেই আত্ম-স্বরূপ জ্ঞাত হইতে

পারেন না এবং আত্ম-স্বরূপ জ্ঞাত না হইলে মহাবিদ্যা
আয়ত্ত্ব করা সাধ্যাতীত ।

এই আত্মস্বরূপ জ্ঞাত হইলে পরব্রহ্ম এবং মহানির্বাক্য তত্ত্ব
ও আয়ত্ত্বাধীন হয় এবং তদুপায় অবলম্বনে যোগ বলে মহাত্মা-
গণ ধর্মের শীর্ষ-স্থান অধিকারে সমর্থ হন । এই আত্ম-নিরূপণ
স্বাভীত যোগ সমাধির রহস্য ভেদ করিতে পারা যায় না ।

তত্ত্বানুসন্ধানকারীর সুবিশেষ উপলব্ধির নিমিত্ত এখানে
মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের নিকট প্রকাশিত বালকরূপ ধারী আত্মার
স্বীয় স্বরূপ ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইল ।

“হস্তামলকং” নামক গ্রন্থে কথিত আছে যে ভগবান
শঙ্করাচার্য্য দ্বিধিজয় কালে এক মনোহর বালককে দেখিয়া
ভিজ্ঞাসাকরিলেন “শিশু ! তুমি কে, কাহার সন্তান, কোথায়
বাইবে, এবং কোন স্থান হইতে আসিয়াছ” ? বালক এই সকল
প্রশ্নের উত্তরে এই রূপ বলিয়াছিলেন । *

“আমি মনুষ্য, দেবতা, যক্ষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সূত্র
সহি অথবা ব্রহ্মজ্ঞানী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষুক ও নহি ; কিন্তু
আমি সর্বাস্তর্যামী জ্ঞান স্বরূপ আত্মা” ।

“যেমন সূর্য্যের উদয়, লোক সকলের ব্যবহারের কারণ,
সেইরূপ যিনি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চারি অন্তর্নিহিত
ও শ্রোত্র, স্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাশিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের
এবং হস্ত পদাদি পৃথক কর্মেন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির
কারণ এবং সমস্ত নাম শূন্য ও আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী এবং
মনোহর সৃষ্টি কার্য্য দ্বারা সর্বদা প্রত্যক্ষ আত্মা—সেই
আত্মাই আমি” ।

“ইন্দ্রিয় আদি স্রষ্টা পদার্থ সকল যে অদ্বিতীয়, নিশ্চয়
অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে অবলম্বন
করিলে স্বীয় স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয় সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ
আত্মাই আমি” ।

“যেমন দর্পণ, জল, তৈল প্রভৃতি বস্তুতে বদন-প্রতি-
বিম্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে প্রতিবিম্ব বদন হইতে পৃথক বস্তু নহে
সেইরূপ বুদ্ধিতে যে আত্মার প্রতিবিম্ব সংস্থাপিত, উহা জীব-
আত্মা হইতে পৃথক নহে ; সেই আত্মাই আমি—কার্য দ্বারা
বাহার সর্বদা উপলব্ধি হইতেছে ।”

“যেমন দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হইলে উপাধি
রহিত কেবল মাত্র এক বদন মণ্ডলই অবশিষ্ট থাকে সেই
প্রকার বুদ্ধির বিরোগ হইলে নিশ্চয় প্রতিবিম্ব অদ্বিতীয় যে আত্মা,
সেই নিত্যোপলব্ধি স্বরূপ আত্মাই আমি ।”

“যিনি স্বরূপতঃ ‘মন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন এবং
যনের মন, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, ও মন
চক্ষু ইত্যাদি কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, সেই নিত্য
অপরোক্ষ আত্মাই আমি ।”

“মনশ্চক্ষুরাদেবিরমুক্তঃ স্বয়ং যোমনশ্চক্ষুরাদের্মনশ্চক্ষুরাদিঃ ।

“মনশ্চক্ষুরাদেবগম্য স্বরূপ সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহমাত্মাঃ ।”

“যে রূপ নানাবিধ প্রাক্তর সলিলে একই ভাস্করের প্রতি-
বিম্ব নানাবিধ দেখায় সেইরূপ যিনি স্বয়ং প্রকাশ বিত্ত
জ্ঞান স্বরূপ, অদ্বিতীয় হইয়া ও নানা প্রকার জীবের নানা
বুদ্ধিতে নানা প্রকারে কল্পিতের ন্যায় হইলেন, সেই নিত্য
জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি ।”

“যে রূপ সর্ব-প্রকাশক সূর্য্য এক হইয়াও অনেক চক্ষুর বিষয়কে এক কালে প্রকাশ করেন, সেই রূপ এক হইয়াও যিনি বহু বুদ্ধির বিষয়কে এক কালে প্রকাশ করিতেছেন-সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি।”

“যে রূপ সূর্য্যের আলোক দ্বারা প্রকাশিত রূপকে চক্ষু গ্রহণ করে, পক্ষান্তরে অপ্রকাশিত রূপকে গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ এক সূর্য্য যে চৈতন্য জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া সমুদয় রূপ প্রকাশ করে, সেই সর্ব-প্রকাশক নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি।”

“যেমন জ্যোতিরূপ সূর্য্য এক হইয়াও চঞ্চল সলিলে অনেক ভাবে দৃষ্ট হয়, কিন্তু শান্ত সলিলে এক স্বরূপই দেখায় সেই রূপ যিনি স্বরূপতঃ এক হইয়াও বহুবিধ চঞ্চল বুদ্ধিতে বহু প্রকারে উপলব্ধ হন, সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি।”

যেমন দৃষ্টি সূর্য্য রশ্মি দ্বারা প্রকাশিত রূপকে ধারণ করে, এবং অপ্রকাশিত রূপকে ধারণ করিতে পারে না, সেই রূপ এক সূর্য্য যে চৈতন্য-জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া রূপাদিকে প্রকাশ করে, সেই সর্ব-প্রকাশক নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি।

“যে রূপ অতি অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বীপ চক্ষু মেঘাচ্ছাদিত হইলে, এই রূপ অসম্ভব কথা বলে যে সূর্য্য মেঘে আচ্ছাদিত হওয়ায় অতাহীন হইয়াছে, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট যে নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য বস্তু রূপে অতীত হন, সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ, আত্মা আমি।”

“যিনি এক হইয়াও সমুদয় বস্তুর অভ্যন্তরে অকর্তব্যমী রূপে

অবস্থিতি করেন, কিন্তু ঐ সমুদয় বস্তু তাঁহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না—যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব বাণী ও বিশ্বজ্ঞান স্বরূপ সেই নিত্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মা আমি”।

পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে জ্ঞান লাভ ব্যতীত যোগ সাধনের চেষ্টা, বা দৈনন্দিক কার্য্য-কৌশল দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের চেষ্টা, বিড়ম্বনা। একরূপ কার্য্য বা চেষ্টা, ভয়ে স্তুত নিষ্কপের ন্যায় ভাবী-ফল বিহীন। যদিও আত্ম-সন্ধান ও আত্মদর্শন সমুদয় জ্ঞানের মূল ভিত্তি, তথাপি সমগ্র জাগতিক কার্য্য কারণের জ্ঞান লাভ ব্যতীত উহা অপূর্ণ। অতএব আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইলে, বহির্জগতের তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক। বহির্জগতের সহিত আধ্যাত্মিক জগতের সম্বন্ধ অতি গুরুতর এবং নিকট। সুতরাং বহির্জগতের জ্ঞান ব্যতীত, অন্তর্জগতের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না। বৌদ্ধধর্ম নিহিত গুপ্ত রহস্য সমূহে এই সমস্ত বাহ্য জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান কাণ্ডের উল্লেখ আছে। সে সমুদয় তত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অননুমোদনীয় নহে। পরে পাঠক তাহার আভাস পাইবেন। এক্ষণে সংক্ষেপে প্রাচীন আর্য্য দর্শন সমূহে জগতের কার্য্য কারণ, সূক্ষ্ম, দৃশ্য, তাহার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, এবং তাহার সহিত আত্মিক জগতের সম্বন্ধ কিরূপ ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মূল তত্ত্ব সমূহ প্রদত্ত হইতেছে। জ্ঞানের পূর্ণতা এবং যোগ অভ্যাসের নিমিত্ত ইহা একান্ত আবশ্যিক।

সমগ্র আর্য্য দর্শন প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত এবং ইহা ষড় দর্শন নামে খ্যাত। ইহা ব্যতীত আর একটা দর্শন

আর্য্য দর্শনের অন্তর্গত বলিলেও বলা যায়—উহা চার্বাক দর্শন নামে অভিহিত । উহা পাশ্চাত্য জড়বাদের (Materialism) অমুরূপ ।

অনেকের ধারণা এই যে উক্ত দর্শন সমূহ বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের তাৎপর্য্য ও মত অবগতনে বিরচিত । উক্ত দর্শন সমূহের মধ্যে বেদান্ত দর্শন সর্বোচ্চ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান কাণ্ডের আকর । অগ্রেই পাঠক ত্রাহার পরিচয় পাইয়াছেন । অতঃপর অপর পাঁচটি দর্শনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইল ।

সাঁখ্য-দর্শন ।

মহর্ষি কপিল এই দর্শনের প্রচারক । ইহা নিরীশ্বর বলিয়া খ্যাত । সাঁখ্য বচনের ২২ সূত্রে এই বাক্য নির্দিষ্ট হইয়াছে যে—“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ” অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না ।

এই বাক্য নির্দেশ করিয়া তাহার পৌষকতার নিমিত্ত সাঁখ্য-দর্শনে এই রূপ যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে । যথা—

“নাবজ্ঞানো বস্তুসিদ্ধিঃ ।”

৭৮ সূত্র ।

পূর্ব্বস্থিত পদার্থ না থাকিলে কোন পদার্থ জন্মিতে পারে না ।

“না সহঃপাদো নৃশৃঙ্গবৎ ।”

১১৪ সূত্র

মানবের শূন্য থাকে অসম্ভব, সেই ধ্রুপ অসং-অর্থাৎ অবস্ত হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও অসম্ভব।

“উপাদান নিয়মাৎ”

কেননা প্রত্যেক পদার্থেরই উপাদান কারণ থাকে; যেমন মৃত্তিকা ঘটের এবং সূত্র পটের উপাদান কারণ।

জগতের রচনা সম্বন্ধে সাংখ্য দর্শনে এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সকল পদার্থের সৃষ্টির মৌলিক ধাতু বা উপাদান কারণ আছে। অর্থাৎ মূলে কিছু না থাকিলে কোন পদার্থ নিজেই সৃষ্ট হইতে পারে না। সকল বস্তুই পূর্বে অবস্থিত কোন না কোন বস্তু হইতে উদ্ভূত হয়। এই রূপে উদ্ভূত হইয়া সকল বস্তুই আবার কারণে লগ্ন হয়। এই লয়ের নাম নাশ।

“নাশঃ কারণলয়ঃ।”

১২১ সূত্র।

এই কএকটি মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া কপিল, প্রকৃতি ও পুরুষ নামে দুইটি নিত্য পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতামতানুসারে প্রকৃতি অচেতন, অর্থাৎ জড়। ইহারই বিকার দ্বারা সমুদয় বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রকৃতি সমুদয় সৃষ্টির আদি কারণ, ইহার প্রতি আর অপর কোন কারণ নাই। মহর্ষি কপিল “অমূল-মূল” বলিয়া ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন।

“মূলে মূলভাবাদিমূলং মূলং।”

৬৭ সূত্র।

মূলের অর্থাৎ প্রকৃতির আর মূল নাই; অতএব প্রকৃতি

মূলহীন, সাংখ্যা দর্শনের এই নির্দেশ ধরিয়া কেহ কেহ কহেন যে উক্ত দর্শন নিরীক্ষর নহে । কেননা উহার শেষ নির্দেশ অনুসারে আদি কারণের সত্তা স্বীকার্য্য । ইহার পোষকতায় চবন যথা:—

“পারম্পর্য্যে প্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্ ।”

৭৮ সূত্র ।

অর্থাৎ কারণের কারণ ও সেই কারণের প্রতি অন্য কারণ, এইরূপ যদি পর্য্যায়ক্রমে কারণ পরম্পরা ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে মানব-বুদ্ধি একরূপ একটি স্থলে বাইয়া উপনীত হইবে যে স্থল সমুদয় কারণের শেষ সীমা । প্রকৃতি সেই আদি কারণের মূল ভিত্তি ব্যতীত অপর কিছুই নহে । ইউরোপীয় আধুনিক অনেক পণ্ডিতের মত এই সিদ্ধান্তের অনুসারী । হার্বার্ট স্পেন্সারের শক্তিবাদ এই প্রকৃতি বাদের রূপান্তর বলিয়া উপলব্ধ হয় । ডার্বিন প্রভৃতি পণ্ডিত গণের বিবর্তন বাদ “Theory of Evolution” এই রূপ মূল কারণের ক্রমোন্নতিবাদের ছায়া বলিয়া প্রতীত হয় । কলতঃ সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন আৰ্য্য ঋষিগণের সিদ্ধান্ত আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিপরীত কখনই নহে ; বরং অনেক স্থলে উহারই পরিপোষক । সামান্য মতানুসারে জগৎস্থ সমুদয় বস্তুর তিন অবস্থা যথা উদ্ভব, মধ্যম, এবং অধম । অন্য কথায় উক্ত অবস্থা ত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ । মূল প্রকৃতি এই গুণ ত্রয়ের সমভাবাপন্ন ।

“সব্বরজতমসাঃ সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ ।”

৬১ সূত্র ।

অর্থাৎ প্রকৃতি, সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের—সামান্যই-
রূপ। সামান্য মতামুসারে ঐ তিনটি গুণ প্রকৃত গুণ বা
বস্তুরশক্তি নহে। উহার প্রাকৃতিক বস্তুর রূপান্তর মাত্র।
তবে সাধারণ মনুষ্যের ধারণার ঐরূপ প্রাকৃতিক বস্তু
উপলব্ধ হয় না; এই নিমিত্ত উহার গুণ বলিয়া বাচ্য। প্রকৃত
পক্ষে উহারাই গুণ বিশিষ্ট বস্তু।

এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সামান্য-দর্শনের যুক্তি এই যে “সত্ত্ব
রজঃ তমঃ এই তিনটি দ্রব্য; কিন্তু বৈশেষিক মতামুসারী গুণ
নয়; কারণ তাহারা সংযোগ, বিরোগ, লঘুত্ব, চলত্ব, শুষ্কত্বাদি
গুণ বিশিষ্ট। মানব যেমন গুণ অর্থাৎ রজ্জু দিয়া বন্ধন করে
তদ্রূপ পুরুষ অর্থাৎ জীবাশ্মা, সেই সম্বাদি তিন দ্রব্যে নির্মিত
মহত্ত্বাদি ত্রিগুণ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে; এই নিমিত্ত
সামান্য ও বেদাদি শাস্ত্রে সেই তিন দ্রব্য, গুণ বলিয়া ব্যবহৃত
হইয়াছে।

জড় এবং জীব, জগতের সকল পদার্থই ঐ গুণত্রয়ের
শক্তি দ্বারা কার্য্যকারী। উত্তম অর্থাৎ সর্ব গুণের ক্রিয়া দ্বারা
জড় অগ্নির গতি উর্দ্ধ এবং মানবের সুখ এবং পুণ্যের উদ্ভব
হয়। রজোগুণের শক্তিতে বায়ুর বেগ প্রবল ও মানব
আত্মার পাপের সঞ্চার হয়। এবং তমোগুণের প্রভাবে জন
ও মূর্ত্তিকার অধোগতি এবং মানব হ্রস্বের জড়তা এবং
আত্মগ্লানির উদ্ভব হয়। সমগ্র মানব জাতির চরিত্র তর
তর করিয়া বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই নির্দেশের
সত্যতা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। যৌক্তিক এবং সামাজিক
আচরণ ব্যবহারের সমতা এবং সামাজিক শিক্ষার সাম্য সত্ত্বে

একই সময়ে একই সময়ে এবং একই দেশে যে ভিন্ন ভিন্ন লোক-চরিত্র পরিচালিত হয় ইহার কারণ কেবল মাত্র মানবের অন্তরাঙ্গা নিহিত সত্ত্ব রজঃ ও তমোময় স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মাত্র। ঠিক একই প্রকার অবস্থার শিক্ষিত বা বর্জিত দুই ব্যক্তির মনের গতি কখনই একরূপ হইবে না। তবেই এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য যে প্রত্যেক মানব তাহার অন্তরাঙ্গা নিহিত উক্ত গুণত্রয় অনুযায়ী নিজ নিজ চরিত্র, ও হৃদয় লাভ করে।

সাধ্যাদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে পুরুষ চৈতন্য স্বরূপ, কিন্তু অর্থ ইচ্ছাদি বিহীন। এই পুরুষ অপরিণামী অর্থাৎ বিকার শূন্য এবং অকর্তা অর্থাৎ কোন কর্মই সম্পাদন করেন না। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কার্য সমস্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার। ঐ চৈতন্য স্বরূপ পুরুষই প্রাণীগণে আত্মরূপে বিরাজমান। এই মত অনুসারে ব্রহ্মাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত, জড় জগৎ এবং চেতন জগৎ। অর্থাৎ চেতনজগৎ ঐ বিরাট চেতন স্বরূপ পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন আধারস্থ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি মাত্র। এই সিদ্ধান্তে পুরুষ কথিত বেদান্ত-দর্শনের কিঞ্চিৎ আভাস উপলব্ধ হইবে।

এই পুরুষ এবং প্রকৃতি পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে অধিত। উহাদের উভয়ের একত্র সম্মিলনে এই সৃষ্টির উদ্ভব। সাধ্য মতে ইহারা কেহই অপরের সম্মিলন জরিত সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য করিতে পারে না। পক্ষ এবং অন্ধ ব্যক্তি প্রত্যেকে যেকোন নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে গমনা-গমন করিতে পারে না, অর্থাৎ যদি পক্ষ ব্যক্তি অন্ধের সঙ্গে আরোহণ পূর্বক তাহার পথ প্রদর্শক হয় তাহা হইলে উভয়েই

গমনাগমন করিতে পারে সেই প্রকার প্রকৃতি নিজে জড় হইয়াও পুরুষের সন্নিগন দ্বারা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। এই বর্ণিত্ব দ্বারা এই রূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে অধ্যাত্ম ক্রিয়া কাণ্ড কিছু পরিমাণ জড় জগতের আনুভাবীন। কেবল মাত্র নিজ শক্তি অনুসারে চেতন-জগৎ কার্যক্ষম নহে। এই নিমিত্তই যোগ সাধনের সৰ্ব্বাঙ্গে কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়া কলাপের অভ্যাস ও বশীকরণ অত্যাৱশ্যক। যোগ-অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

সাধ্যমতাবলম্বিগণ ঐ প্রকৃতি পুরুষ এবং অপর কয়টি মৌলিক পদার্থ ধরিয়া তাহাদিগকে “তত্ত্ব” নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নে উহাদিগের নাম ও শ্রেণী বিভাগ প্রদত্ত হইল ;—

- (১) প্রকৃতি।
- (২) পুরুষ।
- (৩) মহৎ (বুদ্ধি-স্বরূপ)।
- (৪) অহঙ্কার (অভিমান)
- (৫) মন।

এবং নিম্ন লিখিত পঞ্চ মহাত্মত, পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিয়, পঞ্চ কর্মেঞ্জিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র ; যথা ;—

মহাত্মত	জ্ঞানেঞ্জিয়
(১) মৃত্তিকা;	(১) চক্ষু,
(২) জল,	(২) কর্ণ,
(৩) বায়ু	(৩) নাসিকা
(৪) অগ্নি	(৪) রসনা
(৫) আকাশ	(৫) বাক্য

• কৰ্ম্মেন্দ্রিয় •

তন্মাত্র

(১) হস্ত	(১) রূপ
(২) পদ	(২) রস
(৩) বাক্	(৩) গন্ধ
(৪) পার্শ্ব	(৪) স্পর্শ
(৫) উপস্থ	(৫) শব্দ

সৰ্বশুদ্ধ এই পঞ্চ বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা আছে বলিয়া মহর্ষি কপিল প্রণীত দর্শনের নাম সাত্ব্য-দর্শন ।

উক্ত দর্শনে প্রধানতঃ এইরূপে পদার্থের অবস্থা বিবৃত হইয়াছে ।

সাম্যাবস্থা—যে অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ সমান ভাবে থাকে, অর্থাৎ উহার কোন গুণের উদ্রেক বা ক্রিয়া থাকে না ।

(পরে পর্যায়ক্রমে গুণের উদ্রেক হইয়া জগতের সৃষ্টি হইতে থাকে) ।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে সাত্ব্য-দর্শনে যে মত (theory) নির্দিষ্ট হইয়াছে এখানে তাহার স্থূল বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে ।

“ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হয় । মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উদ্ভব হয় । ঐ সত্ত্বগুণজ অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উদ্ভব হয় । ও রজোগুণোদ্ভিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র জন্মে । এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাত্মত জন্মে । তাহারও প্রণালী এইরূপ ; শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশের উদ্ভব হয় ; এই আকাশের গুণ শব্দ । শব্দ তন্মাত্র ও স্পর্শ তন্মাত্র এই উভয় হইতে

বায়ু জন্মে, এই বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। এই দুই তন্মাত্রের সহিত রূপ তন্মাত্র হইতে তেজ জন্মে, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ। উক্ত তিন তন্মাত্রের সহিত রস তন্মাত্র হইতে, জল হয়, এই জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ আর রস। ঐ চারিটি তন্মাত্রের সহিত, গন্ধ তন্মাত্রের সম্মিলনে পৃথিবী হয়; পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। এই রূপে এই পঞ্চ মহাভূত হইতে চতুর্দশ ভুবন ও তদন্তর্ভুক্ত কার্যের উৎপত্তি হয়।”

সাধ্যা-দর্শন অনুসারে সংসারের সমস্ত প্রকারের তাপ অর্থাৎ দুঃখ বা ব্রহ্মণা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা:—

- (ক) আধ্যাত্মিক।
- (খ) আধিভৌতিক।
- (গ) আধিদৈবিক।

অরাদি রোগ, প্রিয় বস্তুর বিয়োগ ও অপ্রিয় বস্তুর সংঘটন এবং কাম, ক্রোধ, লোভাদি দ্বারা যে সকল দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহার নাম “আধ্যাত্মিক দুঃখ”। অগ্নি, বায়ু, জলাদি দ্বার ও পশু, পক্ষী, কীটাদি অস্বাবর বস্তু হইতে যে সমস্ত ব্রহ্মণা সংঘটিত হয় তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। আর শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্রপাতাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ সমুদয়ের নাম “আধিদৈবিক দুঃখ”।

দুঃখত্রয়ঃ। আধ্যাত্মিকং আধিভৌতিকং আধিদৈবিক-
ক্ষেতি। তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসক্ষেতি।
শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মবিপর্জ্যকৃতং অরাদিসারাদি। মানসং
প্রিয়বিরোগাপ্রিয়সংযোগাদি। আধিভৌতিকং চতুর্বিধং

ভূতগ্রামনিমিত্তং মনুষ্যপশুমৃগপক্ষিশরীষ্পদহংশমশকমুকামৎ-
কুণমৎসামকরগ্রাহহাবরেভ্যো জরায়ুজাওজ্বেদজোজ্জিত্যঃ
সকাশাহপজায়তে । আধিদৈবিকং । দেবানামিদং দৈবিকং ।
দিবঃ প্রভবতীতিবাদেবং তদধিকৃত্য বহুপজায়তে শীতোদু-
বাতবর্ষাশনিপাতাদিকং ।

উক্ত তিন জাতীর হুঃখের মধ্যে আধ্যাত্মিক হুঃখ দুই
প্রকার (১) শারীরিক এবং (২) মানসিক, বাত পিত্ত ও স্লেষ্ম
ধাতুর ব্যতিক্রম জনিত জরায়ুজাও প্রভৃতি রোগই শারীরিক
হুঃখ । ক্রী, পূজ, ধনাদি প্রিয় পদার্থের বিরোগ এবং বন্দীদশা
ও অপযশাদি অপ্রিয় ঘটনার নাম মানসিক হুঃখ । জরায়ুজ,
জওজ, জ্বেদজ ও উজ্জিত জনিত চারি প্রকার হুঃখকে আধি-
ভৌতিক হুঃখ কহে । উহা মানব, পশু, মৃগ, পক্ষী, হংশ,
মশক, সরীষ্প, উৎকুণ, মৎস্য, মকর, কুম্ভীর ও বৃক্ষাদি
হাবর পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় । দেবতা অথবা দিব
অর্থাৎ আকাশ হইতে উৎপন্ন হুঃখকে আধিদৈবিক হুঃখ কহে ;
যেমন শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্রপাতাদি নিবন্ধন হুঃখ ।

এই ত্রিতাপ নিবারণের উপায় নির্ধারণই সাধ্যা দর্শনের
মুখ্য উদ্দেশ্য ।

“হুঃখত্রয়াতিঘাতা জিজ্ঞাসা ॥”

সাংখ্যকারিকা । ১ ।

ত্রিবিধ হুঃখ বিনাশের উপায় জিজ্ঞাস্য ।

সাধ্যা-দর্শনের উপদেশ অনুসারে বিবেক অর্থাৎ তত্ত্ব-
জ্ঞানই উক্ত ত্রিতাপ হইতে মুক্তি সাধনের উপায় । তত্ত্বজ্ঞান
অগ্নিলে মানবাত্মার এই ত্রিতাপ জনিত সর্বপ্রকার বন্ধগার

অবলম্বন হয়। জীবের সুখ দুঃখ পূর্বোন্নিবেশিতমূল প্রকৃতির কার্য।
 ঐ উভয়ের নিঃশেষ নিবৃত্তি হওয়াকেই মুক্তি কহে। তত্ত্বজ্ঞানই
 এক মাত্র ঐ মুক্তির হেতু এবং উপায়। প্রকৃতি হইতে পুরু-
 ষের ভেদ-জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান কহে।

সাধ্যা দর্শন অনুসারে ধর্ম হই জাতীর ।

(১) অভ্যুদয় হেতু ।

(২) নিঃশ্রেয়স হেতু ।

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম সাধন হয়, তাহাকে অভ্যু-
 দয় হেতু বলে; তদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ হয়।
 এবং আঠাক্স যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্মের উৎপত্তি হয়,
 তাহাকে নিঃশ্রেয়স হেতু কহে; উহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন
 হইয়া মুক্তি লাভ হয়।

যে রূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে মুক্তি লাভ হয় সাধ্যা-
 কারিকার তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

“এবং তদ্ব্যভাসীক্সান্নি নাইমিত্যপরিশেষঃ অবিপর্যয়াদ্বি-
 শুদ্ধঃ কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ।

সাধ্যাকারিকা । ৬৪ ।

এই তত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা “আমি নাই,” “আমার শরীর
 নাই” কেননা “আমি ভিন্ন” “শরীর ভিন্ন; এবং আমি অহ-
 কার-বর্জিত এই চরম সিদ্ধান্ত এবং নিরসংশয়িতা-প্রযুক্ত
 নির্মূল বিবেকের” উদ্ভব হয়। এবং এই বিবেক জন্মিলেই
 সকল প্রকার দুঃখ তিরোহিত হইয়া মুক্তি লাভ হয়।

টৈশেমিক-দর্শন ।

পরমার্থবাদের শ্রেষ্ঠ আতিপাদন করাই টৈশেমিক

দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য; পরমাণুর ব্যক্তি অথবা সমষ্টিভাব এই অখিল প্রপঞ্চের মূল ও অস্থিতীয় কারণ, মহর্ষি কণাদ আপ-
নার বৈশেষিক দর্শনে, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করি-
য়াছেন । তিনি বলেন পরমাণু “সদকারণবস্তুত্বম্”, পরমাণু
সৎ-স্বরূপ, নিত্যপদার্থ, ইহার আর অপর কারণ নাই, ইহাই
মূল ।

পরমাণুর আকার ইজ্রিয়ারদির অগ্রাহ্য, স্তূতরাং ক্ষিতাপ্-
তেজঃ প্রভৃতি আদি উপাদান সমূহের পরমাণুর প্রকৃতিগত
স্বতন্ত্রতা কিরূপে উপলব্ধি হয়, এই প্রশ্ন মীমাংসায়, কণাদ ঋষি
একটি অসম্বন্ধ পূর্ব যুক্তি প্রদান করিয়াছেন ;—তিনি বলেন
বিভিন্ন জাতীয় ভৌতিক পদার্থের পরমাণু-মাত্রেই “বিশেষ”
নামে একটি পদার্থ (শক্তি) আছে, তাহারই প্রভাবে, ভিন্ন
জাতীয় উপাদানের পরমাণু স্বতন্ত্র-প্রকৃতি বলিয়া প্রতীত হয় ।
এই “বিশেষ” পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া
কণাদ প্রবর্তিত দর্শন, “বৈশাখিক দর্শন” নামে অভিহিত ।

পৃথিব্যাপোস্তম্ভোবায়ুরাকাশং কালদিগাত্মানমহিতি
দ্রব্যানি ;—

বৈশেষিক দার্শনিকেরা, মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ
কাল, দিক্, আত্মা, মন, এইগুলিকে দ্রব্য-পদার্থ নামে অভি-
হিত করেন । অন্বযো, মৃত্তিকা জল, তেজ, বায়ু প্রথমোক্ত
এই চারিটি দ্রব্য পদার্থের ব্যক্তি পরমাণু নিত্য, আর তাহাদি-
গের পরমাণু-সমষ্টি, অনিত্য । অবশিষ্ট পাঁচটি দ্রব্য-পদার্থ,
নিত্য ।

আগ্নিক-নিত্যতা সম্বন্ধে কণাদের মত সর্ব-বাদি-সম্মত ।

“পরমাণুর উৎপত্তি অথবা বিনাশ নাই” একথা কেহই অস্বীকার করেন না। আমরা সচরাচর যে বিনাশের কথা বলিয়া থাকি, তাহা পরমাণুর বিনাশ নহে, পরমাণু সমষ্টির রূপান্তর প্রাপ্তি মাত্র। কোম জড়-শরীর বিনষ্ট হইলে তাহার কারণ-ভূত অসংখ্য পরমাণু একত্রিত হইয়া বিনাশ হয়না, কেবল তাহা-দিগের তৎসাময়িক সংহতির বিশেষণ হয় মাত্র। বিনাশো-মুখ দেহগত ভিন্ন জাতীর পরমাণু, দেহ হইতে বিস্ফিষ্ট হইয়া স্রাজাতীর উপাদানে সম্মিলিত হয়।

এই রূপ বিনাশ অথবা রূপান্তর সংঘটন হয় বলিয়া বৈশেষিক দর্শনে ক্ষিতি, অগ্নি, তেজ, বায়ু এই চারিটি দ্রব্য-পদার্থের প্রত্যেককে, দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, নিত্য ও অনিত্য।

“নিত্যানিত্যাচ সাংখ্যে নিত্যান্যাদগুণকণা।

অনিত্যাত্তদন্যাস্যাং সৈবানবযোগিনী ॥”

নিত্য ও অনিত্য, বিধানে পৃথিবী দ্বিবিধ পৃথিবীর পরমাণু নিত্য আর তাহার পরমাণু সমষ্টি, সুতরাং অবয়ব বিশিষ্ট মৃন্ময় দ্রব্যাদি সমুদয় অনিত্য।

এইরূপে জল, বায়ু এবং তেজঃ। এই তিনটি, নিত্য ও অনিত্য হেতু দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

মহর্ষি কথাদ মনকে, সূক্ষ্ম পরমাণু-বিশেষ বলিয়া নির্দেশ করেন। এই তাহার পরমাণু-বাদ সমর্থনতার পরাকাষ্ঠা। এখন আমাদের ইহাতে আর তত্ত্বিত হইবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সাধারণ মত সৰ্ব্বাংশে এই পরমাণু-বাদের পোষকতা করে।

“জলদ্বয় দ্বিবিধং নিত্যাননিত্যক। পরমাণুরূপং নিত্যম্।

যথুকাগিক্রম্ সৰ্বমনিত্যম্ অবয়বসমবেতঞ্চ ।”

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী ।

জল দুই প্রকার ; নিত্য ও অনিত্য । জলের পরমাণু নিত্য আর একাধিক পরমাণু সংগঠিত সমুদয় অবয়ব- বিশিষ্ট জলীয় দ্রব্য অনিত্য ।

“তদ্বিবিধং নিত্যম্ অনিত্যঞ্চ । নিত্যং পরমাণুরূপং তদন্যদনিত্যং অবয়বি ।”—(সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী)

তাহা (তেজঃ) দ্বিবিধ ; নিত্য ও অনিত্য । তেজঃ পরমাণু-নিত্য । আর সমুদয় তেজঃ-অবয়ব অনিত্য ।

“বায়ুরিবিধ নিত্যোহনিত্যশ্চ । পরমাণুরূপো নিত্য-স্তদন্যোহনিত্যঃ সমবেতশ্চ ।”—(সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী) ।

নিত্য ও অনিত্য এই দুই প্রকার বায়ু । বায়ু পরমাণু নিত্য ; আর তাহার পরমাণু সমষ্টি অনিত্য ।

বৈশেষিক মতে পদার্থ সপ্ত প্রকার । পূর্বে দ্রব্য পদার্থের বিষয় বিবৃত হইয়াছে । অপর ছয় প্রকার পদার্থ, যথা ;—
শূণ, কৰ্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব ।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিরোগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, স্মৃতি, হৃৎ, ইচ্ছা, ঘেব, প্রবৃত্ত, শব্দ, শুক্লত্ব, ত্রবৃত্ত, স্নেহ, সংস্কার পাপ, ও পুণ্য এই চতু-
র্বিংশতিটি শূণ পদার্থ ।

উৎক্ষেপণ, অরক্ষেপণ, আকৃষ্ণন, প্রসারণ, ও গমন এই পঞ্চ প্রকার কৰ্ম্ম পদার্থ ।

বস্তুর জাতি, অর্থাৎ ভ্রাহ্মাদিগের সাধারণ ধর্ম, সামান্য পদার্থ । যেমন গো জাতির সাধারণ ধর্ম ঘোষ, ঘট জাতির

সাধারণ ধর্ম ঘটত্ব ।

ভিন্ন জাতীর পরমাণুর প্রকৃতিগত ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণের নাম বিশেষ-পদার্থ ।

সম্বন্ধ বিশেষের নাম সমবায়;—গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত গুণের সম্বন্ধ, জড়ের সহিত জড়-গত পরমাণুর সম্বন্ধ; বস্তুর সহিত বস্তু নিহিত সূত্রের সম্বন্ধ; পদার্থের সহিত তাহার অংশের সম্বন্ধ; জাতির সহিত জাতিগত ব্যক্তির সম্বন্ধ; প্রকৃতি সম্বন্ধের নাম সমবায় ।

অভাব চতুর্বিধ;—(১) প্রাগভাব (২) ধ্বংসভাব (৩) ভেদাভাব (৪) অত্যাভাব ।

(১) প্রাগভাব;—কোন পদার্থ উৎপন্ন বা নির্মিত হইবার পূর্বে, সেই বস্তুর অভাব ।

(২) ধ্বংসভাব;—কোন পদার্থ বিনষ্ট হইবার পর তাহার অভাব ।

(৩) ভেদাভাব;—এক পদার্থ, অপর পদার্থ নহে (ঘট, পুষ্প নহে) এই প্রকার বস্তুদ্বয়ের প্রভেদ বোধক অভাব ।

(৪) অত্যাভাব;—‘এ গৃহে ঘট’ নাই বলিলে যে প্রকার অভাব বোধ হয় ।

তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধে মহর্ষি কণাদের মত অস্বাভাব্য করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে যে অধুনাতন খিওসফি সর্কারেণ সেই মতেরই অনুসরণ করিয়াছে । বৈশেষিক দর্শনের ১অ। ১অ। ৪সূত্রে লিখিত আছে:—

“ধর্মবিশেষপ্রকৃতিগতব্যাঞ্জনকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাত্যাং তত্ত্বজ্ঞানাদিঃ প্রেরণম্ ।”

ধর্ম-বিশেষ হইতে তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভূত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে হুঃখাদির অত্যন্তাভাব হইয়া থাকে । জব্য, গুণ, কর্ম, সাংখ্য, বিশেষ সমবায় এই কয়েকটি পদার্থের সাধর্ম্যা বৈধর্ম্যা হইতে উক্ত তত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্ভব হয়

একণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কনাদ ঋষির ‘ধর্ম’ শব্দের সার্থকতা কি ? তিনি বলেন, “হ্যেতাংহ্যাদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি স ধর্মঃ” ।

যাহা হইতে অহুদয় এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ স্বর্গ এবং অপ-বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারই নাম ধর্ম । ধর্ম দ্বিবিধ, অহুদয় হেতু এবং নিঃশ্রেয়স-হেতু ; এতদ্ব্যতীত মধ্যে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি পরম পুরুষার্থ । সম্পূর্ণরূপ হুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি । শরীরদিগের সর্বাঙ্গীন হুঃখ নাশ অসম্ভব । যতকণ পর্য্যন্ত আত্মা কোন দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে তৎকাল পর্য্যন্ত তাহা মারামোহাদিজনিত হুঃখ মিশ্রিত থাকে ; নিরবলম্বনে আত্মার অবস্থিতি ভিন্ন মুক্তি লাভ হয় না । “অয়মেব শরীর মনোবিভাগঃ” ।

শরীর ও মনের বিভাগই (পৃথগবহানট) মোক্ষ ।

কিন্তু শরীর ও মনের বিভাগ সাধন, স্বতই সম্পন্ন হয় না । তজ্জন্য কতকগুলি অহুষ্ঠানের আবশ্যক । সেই অহুষ্ঠান গুলির সাধারণ নাম আত্ম-কর্ম । এই কর্ম সম্পন্ন হইলেই মোক্ষ লাভ হয় ।

“আত্মকর্মমুমোক্ষঃ”

প্রবণ, মনন, বোগাত্যাস, নিদিধ্যাসন, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি বিবিধ আত্ম-কর্মের অন্তর্গত । এই সমস্ত আত্ম-কর্ম-

সম্পন্ন হইবে, তৎ জ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ দেহাদি যে আত্ম-
নর এইরূপ অতীত জ্ঞানোন্মুখ হয়। তখন আর শোক, মোহ,
রাগ, ভেদ, প্রভৃতি কিছুই থাকে না। সেই সঙ্গে কামের
(মাকাম্মার) ও বিনাশ হয় সুতরাং আর জন্মগ্রহণ হয় না।
তখন আত্মা অশরীরী হয় তাহাতে আর কোনরূপ দুঃখ
আজ্ঞার করিতে পারেনা। এইরূপ সৰ্ব্বাঙ্গীন দুঃখ-নিবৃত্তি অব-
স্থাই মোক্ষ।

ন্যায়-দর্শন।

মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনের প্রণেতা। ইহার অপরা নাম
অক্ষপাদ-দর্শন। তর্ক-প্রণালীর পন্থা এবং প্রকরণ উদ্ভাষন
করাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। আত্মা, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়,
বিষয়, অণুবর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি অতি গুরুতর ব্যাপার সমূহ
এই তর্ক প্রণালীর বিবেচ্য বিষয়।

বৈশেষিক ও ন্যায়-দর্শনের প্রায় সর্বত্রই মতের সামঞ্জস্য
দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশেষিক মতাবলম্বিদিগের ন্যায়
নৈসারিক পাণ্ডিত্যেরা ও পরমাত্মবাদ সমর্থন করেন। কেবল
বৈশেষিক দর্শনোক্ত “বিশেষ” পদার্থ তাহার স্বীকার করেন
না। ক্রিয়াদি মৌলিক পদার্থ চতুর্ভূতের পরমাত্মর ব্যাপ্তি
সম্বন্ধে তাহা সন্দেহ উত্তরজই মতের একতা দেখিতে পাওয়া
যায়।

মহর্ষি গৌতম তর্ক বা বিচার প্রণালী বোঝাশায়ে, বিতর্ক
করিয়াছেন। এবং এই বিভাগের বোদ্ধিশঅনুসারে, বোদ্ধশ
পদার্থ মনিসা অভিহিত করিয়াছেন। প্রমাণ, প্রমের,
সিদ্ধান্ত, প্রভৃতি প্রত্যেকে এক একটি পদার্থ। বাহ্য দ্বারা বহু

বিশেষ নির্ণীত হয় তাহার নাম প্রমাণ, যেমন;—প্রত্যক্ষ অহুমান, উপমান ও শব্দ। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অহুমানই সারবান্ প্রমাণ। “অহুমান-খণ্ড” ন্যায়দর্শনের উৎকৃষ্ট অংশ।

কার্য্য (Effect) দেখিয়া কারণ (Cause) অহুমান করা—কেই অহুমান বলে। ইহা পঞ্চাজ বিশিষ্ট, যথা;—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। ব্যাপ্য, ব্যাপক এবং সাধ্য, সাধন, এই কার্য্য কারণের নামান্তর মাত্র।

কোন জ্ঞাত বস্তুর সাদৃশ্য অবলম্বনে অন্য কোন জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান-সাধনকে উপমান বলে।

অাপ্ত বস্তুর উপদেশককে শব্দ বলে।—

“আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ

বৈশেষিক শঙ্কিতেরা “উপমান” এবং “শব্দ”কে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

প্রমাণ দ্বারা যে সকল বিষয়ের নিশ্চয়-জ্ঞান হয় নৈয়ায়িকেরা তাহাকে প্রমের বিষয় বলেন। ইহাদিগের মতে প্রমের বিষয় দ্বাদশ প্রকার :—

“আত্মশরীরেन्द्रিয়ार्थবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রত্যাব-
কলহঃখাপবর্গস্ত প্রমেরন্।”

ন্যায়সূত্র। ১. ১. ৯।

আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রত্যাব, কল, হঃ, অপবর্গ, ইহারাই প্রমের বিষয়।

এতদ্ব্যতীত, সংশয়, প্রয়োজন, বাধ, বিভ্রাণ্ডা - প্রভৃতি আরও ত্রয়োদশ পদার্থ ইহাদের স্বীকার্য্য। এগুলি বিচার্য্য সূত্রেরাঃ ইহাদিগের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র তর্ক প্রণালীর বুদ্ধি

সাধন । সুদুষ্কৃতিগের পক্ষে এই সমস্ত পদার্থ, অর্থাৎ বিচারাত্মক-জ্ঞান-নিভাস্ত প্রয়োজনীয়, যে হেতু তদ্বারা শরীর এবং অশরীরী আত্মার পৃথগ্ভাব জ্ঞান লাভ হয় এবং সেই জ্ঞানই মুক্তির প্রধানতম সাধন ।

“দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহকারনিবৃত্তিঃ ।”

৪ অ । ৬৮ সু ।

দোষাকর অর্থাৎ হুঃখ মোহাদির আধার ভূত অড়শরীরের তত্ত্ব-জ্ঞান (শরীর আত্মা নয় এইরূপ অপ্রাস্ত জ্ঞান) জন্মিলে, অহঙ্কারের (আমি করিতেছি, আমার হস্ত, আমার পুত্র ইত্যাদি-কার জ্ঞান) নিবৃত্তি হয় । এই প্রাস্ত-জ্ঞান নিবৃত্তির নামই বিবেক ।

“অন্যমতেতু দেহাদিভিন্নাত্মসাক্ষাৎকারঃ ।”

১১১ ন্যায় বৃত্তি ।

আমাদিগের মতে দেহাদি হইতে ভিন্ন, জীবাশ্মার সাক্ষাৎ-করাই বিবেক । এই তত্ত্বজ্ঞান অথবা বিবেক উৎপত্তির পন্থা, ন্যায়দর্শনে এই রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

“সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ ।”

ন্যা, স্ব, ৪ অ, ১০৩ ।

সমাধি বিশেষের অভ্যাস হইলে তত্ত্ব জ্ঞানের উদ্ভব হয় ।

যোগসাধন যে তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, নৈয়ায়িকেরা তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন ।

• মীমাংসা-দর্শন ।

—০—

মীমাংসা-দর্শন মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত । পূর্ব-বিবৃত দর্শন সমূহে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ইহাতে তদতিরিক্ত ব্যক্তব্য বা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই । সুতরাং ইহার সমধিক সমালোচন অনাবশ্যক ।

মীমাংসা-দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য, ঋতি-বিশেষের অর্থ সমর্থন ও স্থল বিশেষে ঋতি ও স্মৃতির বিরোধ-ভঞ্জন করিয়া ধর্ম সংস্থাপন করা । এই দর্শনে কর্ম-কাণ্ড বিষয়ক ঋতিরই সমধিক আলোচন, বিচার, ও মীমাংসা করা হইয়াছে । এই নিমিত্ত অনেকে এই দর্শনকে কর্ম মীমাংসা বলে ; ইহার মতে “কর্মৈক ফলপ্রদঃ ।” বধাবিধি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, তৎ কর্ম জনিত ফল লাভ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, এই ইহার শিক্ষার সার । বোধ হয় কালিদাস এই মীমাংসা দর্শন পাঠ করিয়াই লিখিয়াছেন :—

“নমোস্যামো দেবান্ নহু হতবিধেষ্টেহপি বশগাঃ

বিধির্বন্যাঃ সোহপি প্রতিনিয়ত কর্মৈক ফলদঃ ।

কালং কর্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চবিধিনা

নসত্তৎ কর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি” ॥ •

দেবগণকে প্রণাম করিব, কিন্তু তাহাতে কল কি, যে হেতু তাঁহারা হতবিধির বশবর্তী ; তবে বিধাতারই বন্দনা করি, কিন্তু সেই বিধিও কেবল মাত্র কর্ম-জন্য ফলদ, আর সেই ফল কর্মায়ত্ত । তবে অমরগণকে প্রণাম করিয়া কি ফল ? বিধাতা-কেই বা কেন প্রণাম করিব ? কর্মই আমার নমস্যা, স্বয়ং

বিধাতা যে কর্মকলের উপর প্রভু করিতে পারেন না ।

ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানের ন্যায়, মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত অধিকরণের পাঁচটি অঙ্গ,—বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তর ও সম্বতি ।

মীমাংসা-দর্শনের মতে শব্দ নিত্য পদার্থ, তৎপ্রমাণে নিখিত আছে “নিত্যন্ত স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ” ।

শব্দের নিত্যতার প্রতি কারণ এই যে, অপরকে শব্দ বিশেষের অর্থ গ্রহণ করাইবার জন্যই তত্তৎ শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে । উচ্চারণ মাঝেই শব্দের বিনাশ ঘটিলে, কেহ কখন কাহাকে কোন শব্দের অর্থ বোধ করাইতে পারিত না ।

‘এই দর্শনে আমাদের উদ্দেশ্য-সাধক অপর কোন রূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ নাই । সুতরাং ইহার সমধিক আলোচনা আমাদের বর্তমান পক্ষে অনাবশ্যক ।

পাতঞ্জল দর্শন ।

পাতঞ্জলি নামক মহর্ষি এই দর্শনের রচয়িতা; এটি নিমিত্ত ইহার নাম পাতঞ্জল দর্শন । যোগতত্ত্ব নিরূপণই ইহার মূখ্য উদ্দেশ্য । জ্ঞান কাণ্ডের পর্যালোচনার ও ইহা পরিপূর্ণ । সাংখ্য দর্শনের সহিত জ্ঞান কাণ্ডে ইহার অনেক সৌশাদৃশ্য আছে । সাংখ্য দর্শনের ন্যায় ইহাতেও পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি পঞ্চবিংশতিটি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । এবং তদতিরিক্ত অন্য এক “মহা-তত্ত্ব” অর্থাৎ স্বীয় ধর্মিয়া এই দর্শনানুসারে মূল তত্ত্বের সংখ্যা ষড়বিংশতি । পাতঞ্জল দর্শনে মহাতত্ত্বের এই রূপ ব্যাখ্যান আছে ।

ঈশ্বর, ষড়বিংশ তত্ত্ব । তিনি ক্রোধ, ক্রম, বিপাক, ও

আশর বর্জিত । ঐশ্বাও স্বজনের নিমিত্ত স্বীয় ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া তৈদিক ও লৌকিক সম্পদার প্রবর্তিত করেন এবং সংসার-অনলে দহমান জীবগণের প্রতি অহুক্ষণ প্রদর্শন করেন । পূর্বোক্ত ক্লেশ, বিপাক এবং আশয়ের রূপ এবং শ্রেণী ভেদ এইরূপ যথা :—

(ক) ক্লেশ পাঁচ প্রকার

(১) অনিত্যে নিত্যবোধ, দুঃখে সুখবোধ প্রভৃতি ভ্রম জনিত ক্লেশ ।

(২) আমি দেহাদির স্বরূপ এইরূপ অহুভূতি ।

(৩) রাগ ।

(৪) ঘেব ।

(৫) মরণ জ্ঞান ।

(খ) বিপাক, জন্ম, আয়ু ও সুখ-দুঃখ ভোগ রূপ কর্মফল ।

(গ) আশয়-কর্ম জনিত বাসনা নামক সংস্কার বিশেষ ।

উহা অন্তঃকরণে অবস্থিতি করে এবং উহা হইতে কর্ম ফলের উদ্ভব হয় ।

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া ঐ সমুদয় যজ্ঞসার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়, ইহা পাতঞ্জল দর্শনের প্রধান নির্দেশ । জীবাত্মা বা পুরুষ এই জড় জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেক কহে । জীব স্বভাবতই চিন্ময় মাত্র ; অজ্ঞানতা নিবন্ধন অহঙ্কারী হইয়া অর্থাৎ আপনাকে কর্তা ভোক্তা বোধ করিয়া ঐ জীব, যাহা মোহ জনিত কর্ম ফল ভোগ করে । কিন্তু যখন ঐ জীবের তত্ত্বজ্ঞানের উদ্যেক হইয়া তাহার চিত্তে এই

রূপ ভাবে জন্মে যে, আমি, বাহ্য কিছু জ্ঞাত হইবার আঁছে সে সমুদয় তত্ত্বই জানিয়াছি। আমার সর্ব একান্ত হৃৎ ও ইষ্টানিষ্ট লক্ষ্য পাইরাছে; আমার বুদ্ধির গুণ সকল চরিতার্থ হইরাছে। আমার সমাধি সুসম্পন্ন হইয়া স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইরাছে। তখনই তাহার কৈবল্য কা মুক্তি লাভ হয়।

যোগ সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনে মানসিক একাগ্রতা সাধনের এই রূপ লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইরাছে; যে মানবেক্স নানা রূপ মনোবৃত্তি; এবং ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির পরিচালনার নিমিত্ত জাগতিক ভিন্নভিন্ন পদার্থ নির্দ্ধিষ্ট আছে; যেমন দৃষ্টির বিষয় আকৃতি, শ্রবনের বিষয় শব্দ, স্রাবনের বিষয় গন্ধ ইত্যাদি। চিত্তকে ঐ সকল পদার্থ হইতে নিবৃত্ত করিয়া জৈশ্বরাদি ধ্যেয় বস্তুতে সংস্থাপন পূর্বক একান্ত চিত্তে তাহার ধ্যান করাকে যোগ বলে। এই যোগের, যোগনিয়মাদি আটটি লক্ষণ আছে। বিজ্ঞান ভিত্তি কৃত যোগবার্ত্তিক, পতঞ্জলি কৃত যোগ সূত্র, ভোজরাজরণরঙ্গমঙ্গকৃত রাজ মার্ভণ্ড এবং হঠ প্রতীপিকা, দত্তাভ্রের সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই যোগ তত্ত্বের সবিশেষ অহুশীলন বর্ণিত আছে। এতদ্ব্যতীত ঘটচক্রভেদ নামক গ্রন্থে ইহার সাধারণের বোধগম্য সহজ পন্থা প্রদর্শিত হইরাছে। ক্রমে যথা যথ ইহাদিগের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইতেছে।

যোগ-তত্ত্ব।

যহাঙ্গাগণের উপদেশ ব্যতীত যৌগিক অনুষ্ঠান বা তৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকাণ্ড সমূহ, সাধারণ মানবগণ স্বদয়সম বা অভ্যাস

করিতে পারে না। তবে হঠপ্রদীপিকা দত্তাজ্ঞেয়সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে যোগ সম্বন্ধে যে সকল প্রণালী নির্দিষ্ট এবং যে সকল পদ্য উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইলে যোগের কিঞ্চিৎ আভাস এবং ধারণা লাভ করিতে পারা যায়। যোগ-প্রক্রিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে আচার্য্যের উপদেশ এবং প্রথম অবস্থায় বড়চক্র ভেদ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বনই প্রশস্ত। কিন্তু পূর্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগ প্রণালীর সর্ব্ব প্রকার অনেক বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত আছে। সহজানন্দ চিন্তামণি স্বামীরাম যোগীন্দের কৃত হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থ, প্রধান চারিটি উপদেশে পূর্ণ। * প্রথম প্রকরণে প্রধান হঠ যোগীদিগের নাম; যোগ-সাধনের অমুকুল এবং প্রতিকূল ক্রিয়া সকলের নির্ণয়; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এই চারিভাষ্যের যোগাঙ্গ এবং যোগাকারের লক্ষণ ও যোগিগণের ভোজন প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে, কয়েক জাতীয় কুস্তক এবং ধৌতী বস্ত্রী প্রভৃতি ষট্ কর্মেণ লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তৃতীয় উপদেশে, দশ জাতীয় মুদ্রাসাধনের বিষয় বিবৃত আছে। এবং চতুর্থ প্রকরণে, নানাবিধ সিদ্ধাবস্থা ও সমাধির বিষয় লিখিত আছে। পূর্বে আসন প্রাণায়ামাদির লক্ষণের আভাস প্রদান করিয়াছি। ষট্ চক্র ভেদের বিশেষ ব্যাখ্যানকালে উহা আরও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইবে। এবং তদ্বারা পাঠক যোগসাধনের পক্ষে উহার যে কিরূপ প্রয়োজনীয় অঙ্গ, তাহা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন।

দত্তাজ্ঞেয় সংহিতায় মজ্জযোগের সবিস্তার বর্ণনা [এক]

নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি, ভূমিতে শরন, মূহ্যজ্ঞান' ধ্যান প্রভৃতি লয় যোগের সমুদয় প্রক্রিয়া এবং পর্যায়ক্রমে অষ্টাঙ্গ হঠযোগের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইয়াছে ।

যোগতত্ত্বে অধিকার লাভ করিতে হইলে সৰ্ব্বাঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান লাভ আবশ্যক । একথা বারবার উল্লিখিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার না জন্মিলে যোগসাধনের চেষ্টা, বাহুকরের ভোজ বিদ্যার পরিনত হয় । মহাআগণ এই নিমিত্ত চেলাগণকে 'সৰ্ব্ব'প্রথমে জ্ঞান লাভের নিমিত্ত উপদেশ ও আদেশ দিয়া থাকেন । এই তত্ত্বজ্ঞান কেবল এক মাত্র আৰ্য্যভাণ্ডারে লিখিত আছে । বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায় । এই নিমিত্তই সৰ্ব্ব প্রথমে তাহার বাধ্যান প্রদত্ত হইয়াছে । এবং তাহা দ্বারা যোগসাধনোপযোগী পহা কথঞ্চিৎ নির্দ্ধারিত হইয়াছে । যোগ পহাবলম্বী শিষ্য প্রথমত উক্ত জ্ঞানকে সৰ্ব্বতোভাবে স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়া বাহ্যিকৈকিরূপ আচরণ ও প্রক্রিয়া সমূহ অবলম্বন করিবেন তাহা অন্তঃপর বিবৃত হইতেছে ।

যোগশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে যোগপহাবলম্বিগণ উপদ্রব হীন নিভৃত স্থলে আপন কুটীর বা বাসস্থান নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে যোগ অভ্যাস করিবেন ।

“সুশাস্ত্রো ধার্মিকো দেশে স্থতিকো নিরুপদ্রবে ।

একান্ত মাঠকা মধ্যে স্নাতক্যম্ হঠযোগিনাম্ ॥”

হঠপ্রদীপিকা ।

অর্থাৎ যে স্থলে অধিক পরিমাণে ধার্মিক ব্যক্তিগণ বাস করেন এবং উত্তম রূপে তীক্ষ্ণ পাণ্ডা যার, এই রূপে নিৰ্দ্ধ-

পদ্মব সুরাভ্যাস যোগ মঠে নিভৃত স্থানে, হঠযোগী যোগ করিবেন। হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থে এই মঠ নির্মানের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

“সন্ন্যাসারমরক্ণ গৰ্ভপিটকং নাত্যুচ্চনীচায়তম্
সমাগ্গোময়সান্ধিলিপ্তমমলং নিঃশেষবোধোজ্জ্বলিতম্
বাহ্যমণ্ডপকূপবেদিরচিতম্ প্রাকারসম্বন্ধিতম্
প্রোক্তং যোগমঠস্য লক্ষনমিদং সিদ্ধৈর্হঠাভ্যাসিভিঃ ।

হঠপ্রদীপিকা ।

যোগ মঠের দ্বার ক্ষুদ্র হওয়া আবশ্যিক; উহা রুদ্ধহীন গৰ্ভ বিশিষ্ট এবং অতিশয় উচ্চ বা অতিশয় নিম্ন হইবে না। উক্ত মঠ সর্বোত্তোভাবে গোময় লিপ্ত, পরিস্কৃত, এবং যোগ সাধনের প্রতিবন্ধক পদার্থ বিহীন হইবে। উহার বহিঃভাগে মণ্ডপ, কূপ ও বেদি নির্মান করিতে হইবে এবং সমগ্র মঠ বিশেষ রূপে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। এই রূপ মঠ সর্বদা পরিস্কৃত এবং গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করিয়া রাখা কর্তব্য।

আহার বিহার সম্বন্ধে যোগ অনুষ্ঠাতাগণের সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। যোগসাধনের নিমিত্ত শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শক্তিই বিলক্ষণ আবশ্যিক হয়। এই নিমিত্তই ভোজন সম্বন্ধে যোগিগণের বিশেষ বিশেষ কঠোর নিয়ম সমূহ প্রতিপালন করা উচিত। অন্ন, লবণ, কটু, তিক্ত এই চারি জাতীয় আশ্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ এবং মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি ইহাদের অধাদ্য।

“কটুস্তিক্তলবণোদ্রহরীতশাক-

সৌবীরতৈলতিলসর্ষপমৎস্যমদ্যং ।

অজাদিমাংসদধিতক্রকুলথকোল
পিন্যাকহিঙ্গুলস্নানাদ্যমপথ্যমাংসঃ ॥”

হঠ প্রদীপিকা ।

জর্যাং কটু, অন্ন, তিক্ত, লবন, উষ্ণ দ্রব্য, হরীত শাক, বদরী ফল, তৈল, তিল, সর্বপ, মৎস্য, মদ্য, ছাগাদির মাংস, দধি, তক্র, কুল কলার, বরাহমাংস, পিন্যাক, হিঙ্গুলস্নান প্রভৃতি পদার্থ যোগিদিগের কুপথ্য ।

গোধূম, শালি ধান্য, বব, ষষ্টিক ধান্য রূপ সূচাক অন্ন, ক্ষীর, অথও নবনীত, চিনি, মধু, তৃতী কপোলোক ফল, পঞ্চশাক, মুদগ আদি দ্রব্য এবং উৎকৃষ্ট জল যোগিগণের সুপথ্য

“গোধূমশালিববষাষ্টিকশোভনান্নম্,

ক্ষীরাদ্যথওনবনীতসিতামধুনি ।

সুতী কপোলকফাদিকপঞ্চশাকম

মুদগাদিদিব্যমুদকঞ্চযমীজ্রপথ্যম্ ॥” হঠ প্রদীপিকা

কিন্তু প্রথম অভ্যাস কালে কেবল মাত্র দুগ্ধ ও জল পানই প্রশস্ত । বিশেষ রূপে অভ্যস্ত হইলে আর এনিয়ম প্রাতি পালন করিবার আবশ্যিকতা নাই ।

“অভ্যাসকালে প্রথমে শব্দংক্ষীরাদ্ব্যুভোজনম্ ।

ততোহভ্যাসে দৃঢ়ীভূতে নতাদৃণ্ণনিয়মগ্রহঃ ॥”

হঠ প্রদীপিকা

যোগ অভ্যাসকালে কোনমতেই জী সংসর্গ বিধেয় নহে । এ সম্বন্ধে দত্তাশ্রম সংহিতায় এই রূপ নিষেধ বিধি আছে ।

যদি সঙ্গংকরোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি ।

অসংস্করোবিন্দুহীমাদসামর্থ্যক্কার্যতে ॥

তন্মাং জীনাংসঙ্গবর্জ্যং কুর্যাদভ্যাসমাদরাং ।

যোগিনোক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ ॥

দত্তাত্ত্বেরসংহিতা

অর্থাৎ জী-সংসর্গ করিলে বিন্দু ক্ষয় হয় এবং বিন্দু ক্ষয় হইলে আয়ু-ধ্বংশ হয় ও বীৰ্য্য-ক্ষয় হয়, অতএব যত্ন পূর্বক জী-সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিবে । বিন্দু-রক্ষণ দ্বারা যোগিগণের যোগাঙ্গ সমুদয় সর্বদা সিদ্ধ হয় ।

প্রাণায়াম প্রভৃতি যৌগিক অঙ্গ সমূহে কোন রূপ বিষ ঘটিলে এবং উক্ত রূপ প্রণালীদ্বারা শরীর বিশুদ্ধ না হইলে, শ্লেষাদি পীড়া জন্মে । তাহা হইলে ধৌতী নষ্টী প্রভৃতি কতক গুলি প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের বিধি আছে ।

“চতুরঙ্গ লবিস্তারং হস্তপঞ্চদশেনতু ।

গুরুপাদিষ্টমার্গেন সিদ্ধবস্ত্রং শনৈর্গ্ৰসেৎ ।

ততঃ প্রত্যাহারেচ্চৈতৎ কালনং বন্তি কৰ্ম্মতৎ ॥

কাসশ্বাসশ্চীহকুষ্ঠকক্ষরোগাশ্চ বিংশতি ।

ধৌতী কৰ্ম্মপ্রসাদেন শুধ্যন্তে নচ সংশয় ॥

হঠপ্রদীপিকা ।

অর্থাৎ :—দৈর্ঘ্যে ১৫ হস্ত ও প্রস্থে ৪ অঙ্গুলি পরিমিত এক খণ্ড অলসিক্ত বস্ত্র গুরুপাদিষ্ট মার্গ দ্বারা ক্রমেক্রমে গ্রাস করিবে এবং পরে বাহির করিবে । ইহার নাম বন্তি-কৰ্ম্ম । ইহার অনুষ্ঠান দ্বারা শ্বাস, কাস, শ্চীহা, কুষ্ঠ, কক্ষ-রোগ প্রভৃতি বিংশতি প্রকার রোগের উপশম হয় ।

নাসিকার দ্বারা সূত্র প্রবেশ করাইয়া বদন দ্বারা বাহির করণের নাম নষ্টী কৰ্ম্ম, চক্ষুদ্বয় প্রশান্ত করিয়া, যতক্ষণ

অশ্রুপাত না হয় ততক্ষণ কোন স্তম্ভ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার নাম জাঁটক কৰ্ম্ম । এই প্রকার দেহ মধ্যে জল-পূরণ বায়ু-পূরণ ও ঐ উভয়ের নির্গমন প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের বিধি আছে ।

যোগ সাধনে রত হইবার পূর্বে এই সকল বিধি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক । অতঃপর যোগ সাধনের লক্ষণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে । উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যান বট্‌চক্র ভেদ প্রস্তাবে প্রদত্ত হইয়াছে ।

গৌরঙ্গ-সংহিতা নামক যোগসম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থে যোগের এই ছয় অঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে যথা :— আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি । কিন্তু দত্তাত্তের সংহিতায় এই ছয়টি ব্যতীত যম, নিরাম নামক অপর দুইটি বিষয় যোগের অঙ্গ বলিয়া গণ্যকরা হইয়াছে ।

যম :—অহিংসা, সত্য, অশ্রেয়, ব্রহ্মচর্য্য কৃপা, কমা, ধৃতি, সারল্য, পরিমিত আহার, সৌচাচার ।

নিরাম :—তপস্যা, সন্তোষ, আশ্রিত্য, দান, দেব-পূজা,

সিদ্ধাস্ত-শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ, হোম ।

যোগাভ্যাসের নিমিত্ত দেহের চৈত্বর্য্য সম্পাদন দ্বারা উপবেশন করিবার নানারূপ প্রক্রিয়া আছে । উক্ত প্রক্রিয়ার নাম আসন ; উহা ৮৪ প্রকার । তন্মধ্যে পদ্মাসনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রচলিত । এই আসন সাধনার নিয়ম, প্রথম উদ্যমেই গুণরূপে প্রতিপালন করা হুঃসাধ্য ; ইহার লক্ষণ :—

যথা—

“বামোরূপরিদক্ষিণংহিচরণং সংস্থাপ্য বামংতথাপ্যন্যোরূ-
পরিতস্যবন্ধনবিধৌব্রজ্য করাত্যাম্ দৃঢ়ং । অম্লুষ্ঠং হৃদয়ে লিখ্য
চিবুকং নাসাগ্রমালোকরেদেতদ্ব্যাধিবিনাশকারি যমিনাং পদ্মা-
মনংপ্রোচ্যতে ॥”

গোরক্ষসংহিতা ।

অর্থাৎ বাম উরুর উপরি দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুর উপরি-
ভাগে বামপদ স্থাপন করিবে ও যেক্রমে কোন দ্রব্য বন্ধন
করিতে হয় সেইক্রমে পশ্চাৎদিক্ দিয়া দুই হস্ত দ্বারা অম্লুষ্ঠ
ধারণ করিবে এবং চিবুক বন্ধস্থলে রাখিয়া নাসিকার অগ্র-
ভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে । যতিদিগের এই আসনের নাম
পদ্মাসন । ইহা ব্যাধি-নিবারক ।

এই প্রকারে আসনোপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম অর্থাৎ নাসিকা
দ্বারা শরীর মধ্যে বায়ু পূরণ ও ধারণ করিয়া পরে রেচন
করিবে ।

উক্ত প্রক্রিয়া কালীন দেহमध्ये বায়ু-কুস্তন অর্থাৎ নিখাস
অবরোধ করার নাম কুস্তক । উহা প্রাণায়ামের এক অঙ্গ ।
উহা নানা জাতীর । যে কুস্তকের দ্বারা বিজৃম্বণ এবং মুখ ও
নাসিকার শীৎকার হয় তাহার নাম শীৎকার কুস্তক । এতৎ
বায়ু পূর্ণ করিবার সময়ে যে কুস্তক দ্বারা ভৃঙ্গ-নাদ এবং রেচন
কালে ভৃঙ্গী-নাদ হয়, তাহার নাম ভ্রমরী কুস্তক । উপর্যুপরি
এই প্রক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা রেচন ও পূরণ না করিয়াও কুস্তক
সাধন হয় । তখন উহার সঙ্গে যোগিগণ শূভমার্গে উত্তিত
হয়েন ।

ততোহধিকতরাভ্যাসাঙ্কমিত্যাগশ্চজারতে ।

পদ্মাসিনস্থ এবাসৌ ভুবমুৎস্থজ্য বর্ততে ॥

নিরাধারোবিচিৎরংহি তদাসামর্থ্যমুদ্বহেৎ ।

অন্নং বা বহুবা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যাধতে কচিৎ ॥”

দত্তাত্রেয় সংহিতা ।

অর্থাৎ অধিক অভ্যাস করিলে ভূমি-ত্যাগ হয়। যোগীরা পদ্মাসিন করিয়া মূর্ত্তিকা ত্যাগ করতঃ শূন্তে অবস্থিতি করেন। তখন আধারবিহীন হইয়া তাহারা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হইলেন এবং তৎকালে অন্ন বা অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলেও মহাত্মা-গণ পাঁড়াপ্রহ হইলেন না।

এইরূপে প্রাণায়াম দিক হইলে শরীরের লঘুতা ও দীপ্তি এবং জঠরাগ্নি বৃদ্ধি ও শরীরের ক্লশতা সংঘটিত হয়।

“শরীরলঘুতা দীপ্তিজঠরাগ্নি বিবৰ্দ্ধনম্ ।

ক্লশত্বক্লশরীপস্য তস্ত জায়েত নিশ্চিতং ॥”

দত্তাত্রেয় সংহিতা ।

এ সকল ব্যতীত অপর দৈহিক অঙ্গ ভঙ্গীর নাম মুদ্রা। দত্তাত্রেয় সংহিতার খেচরী মুদ্রার লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে যে কপালবিবরের মধ্যে জিহ্বাকে ব্যাবৃত ও আবদ্ধ করিয়া ক্লমধ্যে দৃষ্টি রাখিবে।

“অস্তঃকপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য বন্ধয়েৎ ।

ক্লমধ্যে দৃষ্টবিপ্যেবা মুদ্রা ভবতি খেচরী ॥”

দত্তাত্রেয় সংহিতা ।

হৃষ্টপ্রদীপিকার মুদ্রা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যথা :—
নিম্নভাগে শির এবং উর্দ্ধভাগে পদ রাখিবে। প্রথম দিবস

এইরূপে কিছুকণ সাধনা করিবে ও ক্রমে দিন দিন অধিক কাল ধরিয়া উহা অভ্যাস করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সূর্য কেশ এবং মাংস শৈথিল্য আদি বার্ককোর চিরু ছয় মাস মধ্যে বিনষ্ট হয়। যিনি প্রতিদিন এক প্রহর ধরিয়া এইরূপ অভ্যাস করেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় হয়েন।

এই সমুদয় যৌগিক প্রক্রিয়ার অমুষ্ঠান কালে কুস্তকের আবশ্যক। এবং কুস্তকের অমুষ্ঠান কালে প্রত্যাহার বা মানসিক একাগ্রতা (Concentration of the mind) অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে নিজ নিজ আকাজিক্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা আবশ্যিক। এতদ্ সম্বন্ধে দত্তাত্রেয়সংহিতার উপদেশ যথা :—

“একবারং প্রতিদিনং কুর্যাৎকেবলকুস্তকং।

প্রত্যাহারোহি এবং স্যাৎ এবং কুর্য্যর্হি যোগিনঃ ॥

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো যৎপ্রত্যাংরতে ক্ষুটম্।

যোগী কুস্তকমাস্থায় প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ॥

দত্তাত্রেয় সংহিতা।

অর্থাৎ প্রত্যহ একবার করিয়া কুস্তক করিবে। এতদ্বারা প্রত্যাহার সংসাধিত হইবে। যোগীরা এই প্রকার অমুষ্ঠান করিবেন। যোগীরা কুস্তকের অমুষ্ঠান পূর্বক ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সর্বসতোভাবে প্রত্যাহার করেন, এই নিমিত্তই উহার নাম প্রত্যাহার।

এই প্রত্যাহার সম্বন্ধে মহাত্মা গৌরঙ্গ দেব বলেন যে মন স্থির হইলে বায়ু স্থির হয়, বিদ্যু স্থির হইলে কল শান্ত হয়, এবং তদ্বারা সমুদয়ই শান্তভাবে ধারণ করে।

“মনুধীরিতে পবনুধীর পবনুধীরিতে বিনুধীর ।”

বিনুধীরিতে কলুধীর বলে গোরক্ষদেব সকলধীর ॥”

গোরক্ষবাক্য ।

এইরূপে হিরণ্যভাবাপন্ন হইয়া মন্ত্রসাধন আবশ্যিক, এই প্রস্তাবে ইহার সবিশেষ বর্ণনা আছে । এই মন্ত্র সাধনার মধ্যে হংস মন্ত্র অপর অতীব গুরুতর ব্যাপার । এই হংস মন্ত্র সাধনা সম্বন্ধে গোরক্ষ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

“হংকারেণ বহির্ঘাতি স কারেণ বিশেৎ পুনঃ ।

হংসহংসেভ্যামুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্কদা ।

বহুশতানি দিব্যরাত্নৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ।

এতৎসংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্কদা ।

অজপানাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী ।

ভস্মাঃ স্মরণমাজ্ঞেন সর্কপাটৈঃ প্রযুচ্যতে ॥”

গোরক্ষ-সংহিতা ।

অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাস কালে হংসক করিয়া, বায়ু নির্গত হয়, এবং ‘স’ শব্দ করিয়া উহা পুনরায় শরীর মধ্যে প্রবেশ করে । জীব দেহে সর্ককণ এই মন্ত্র জপ হয় । অহোরাত্রে ২১৬০০ বার এই মন্ত্র জপ হয় । এই অজপা নামী গায়ত্রী যোগিদ্বিগের মোক্ষদায়িনী ।

দেহমধ্যে অজ বিশেষে ঐ বায়ুধারণের নাম ধারণা । উহা পঞ্চ প্রকার ।

(১) পৃথিবী-ধারণা—পান্থপ্রদেশের উর্দ্ধে এবং নাভির অধোভাগে পাঁচ বৎসর বায়ু ধারণের নাম পৃথিবী ধারণা ।

(২) . আত্মসী-ধারণা—নাভিস্থলে বায়ুধারণা ।

(৩) আগ্নেয়ী-ধারণা—নাভির উর্দ্ধ মণ্ডলে বায়ু ধারণা ।

(৪) বায়বী-ধারণা—হৃদয়ে বায়ু ধারণ ।

(৫) নভোধারণা—ক্রমশঃ হইতে ব্রহ্মরক্ষু পর্য্যন্ত মন্ত-
কের সমুদায় স্থানে বায়ু-ধারণা ।

যোগ-শাস্ত্র অনুসারে ধ্যান ছই প্রকার; সগুণ অর্থাৎ
সাকার দেবতার ধ্যান এবং নিগুণ অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের
ধ্যান । যোগিগণ সগুণের ধ্যান দ্বারা অগ্নিমানি ঐশ্বর্য লাভ
করেন ও নিগুণ ধ্যান দ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া ইচ্ছানুযায়ী
সর্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন ।

“সমভ্যাসেৎ তদাধ্যানং ষাটকাষষ্টিমেবচ ।

বায়ুং নিকৃচ্ছ তাংধ্যায়েৎ দেবতামিষ্টদারিনীং ॥

সগুণধ্যানমেতৎ স্যাৎ অগ্নিমানিসুখপ্রদং ।

নিগুণং সমিবধ্যায়ন্ মোক্ষমার্গে প্রবর্ততে ॥

নিগুণধ্যানসম্পন্নঃ সমাধিঃ সমভ্যাসেৎ ।

দিনদ্বাদশকেনৈব সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥”

দত্তাত্রেয় সংহিতা ।

অর্থাৎ তথম ষাটদণ্ড কালই ধ্যান অভ্যাস করিবে, বায়ু
নিরোধ করিয়া ইষ্টদারিনী দেবতা ধ্যান করিবে । এই সগুণ
ধ্যানে অগ্নিমানি সুখলাভ হয় । এবং আকাশের ন্যায় ব্যাপক
নিগুণ দেবতার ধ্যান করিলে মোক্ষ-পথ ধারণে সক্ষম হওয়া
যায় । নিগুণধ্যান সম্পন্ন হইয়া সমাধি অভ্যাস করিবে ।
তদ্বারা দ্বাদশ দিনে সমাধি লাভ হইবে ।

এই সমাধি লাভ হইলে ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগ বা দেহধারণ
করিয়। সুখ-সন্তোষ করা যায় । যদি দেহত্যাগের ইচ্ছা হয়,

তবে তখনই পরজন্মে লীন হইতে পারা যায়; অথবা অগ্নিমাди ঐশ্বর্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সৰ্বলোকে নানাবিধ সম্পদ সন্তোষ করা যায়। এ সম্বন্ধে দত্তাজ্ঞের সংহিতায় উক্তি যথা।

“সৰ্বলোকেষু বিচরেদগ্নিমাদিগুণাধিতঃ ।

কদাচিত্বেচ্ছয়া দেবো ভূত্বা স্বর্গেহপি সকরেৎ ॥

মহুষোবাপি যক্ষোবা স্বেচ্ছয়াপি কণাভবেৎ ।

সিংহোব্যাত্তো গজোবাগ্নি স্যাদিচ্ছাতোহন্যজন্মতঃ ॥”

দত্তাজ্ঞের সংহিতা ।

অর্থাৎ অগ্নিমাদি ঐশ্বর্য বিশিষ্ট হইয়া সৰ্বলোকে বিচরণ করেন, কখন ইচ্ছাবশত দেব-রূপ ধারণ করত স্বর্গ-লোকে ভ্রমণ করেন ও জন্মান্তরে ইচ্ছা অনুসারে কণমাত্র অমুখ্য, বক্ষ সিংহ, ব্যাত্ত বা হস্তী হইয়া থাকেন ।

উক্ত অগ্নিমাদি ঐশ্বর্য অষ্ট প্রকার যথা :—

(১) সূক্ষ্মতা—ইচ্ছানুরূপ নিজ শরীর সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা ।

(২) লঘুতা—ইচ্ছানুসারে নিজ দেহ লঘু করিবার ক্ষমতা ।

(৩) ব্যাপ্তি—সর্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা ।

(৪) প্রাকাম্য—ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা ।

(৫) মহিমা—শরীরকে ইচ্ছামত বুল করিবার ক্ষমতা ।

(৬) ঈশিত্ব—সকলকে শাসন করিবার ক্ষমতা ।

(৭) বশিত্ব—সকলকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা ।

(৮) কাম্যাবসারিতা—আপনার সৰ্বকামনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা ॥

এই সমস্ত যৌগিক তত্ত্বের সবিশেষ বিবরণ ষট্চক্রভেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাঠকের অবগতির নিমিত্ত অতঃপর উহা বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইতেছে।

ষট্চক্র নিরূপণ ।

অথ তত্ত্বানুসারেণ ষট্চক্রাদিক্রমোদগতঃ ।

উচ্যতে পরমানন্দ নির্বাহ প্রথমাকরঃ—

এইরূপে পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভার্থ তত্ত্বানুসারে ষট্চক্রাদি ক্রমপ্রাপ্ত যোগ সাধন পরমানন্দ জনক, প্রথমাকর প্রকাশ করি।

মেরোর্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিসর্গে

মধ্যে নাড়ী স্নান্না ত্রিতরুণগময়ী চক্রস্বৰ্ঘ্যাদিরূপা ।

ধৃত্তুরস্মেরপুষ্পপ্রথিততমবপুঃ স্বরূমধ্যাচ্ছিরঃস্থ। বজ্রাখ্যা

মেট্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমে স্যাচ্ছলন্তী ॥ ১ ॥

মেরুদণ্ডের বাহ্যদেশে বাম দক্ষিণ উভয় পাশে চক্রস্বৰ্ঘ্য স্বরূপ ইড়া পিজলা নামে দুই স্নান্ন নাড়ী ঐ মেরুদণ্ডে সংলগ্ন হইয়া আছে। আর ঐ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ রক্ত্রমধ্যে গুহ-দেশ অবধি বা মেট্রদেশ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপিনী সত্ত্ব রজঃ তমো গুণাধিকা চক্রস্বৰ্ঘ্যাদি স্বরূপ উজ্জল, ধৃত্তুর পুষ্পের মালায় জায় বজ্রাখ্যা স্নান্না নাড়ী আছে। ১ ॥

তন্মধ্যে চিত্রিনী সা প্রণববিলসিতা যোগিনাং যোগগম্য

লুতাতত্বপমেরা সকল সরসিজান্ মেকমধ্যান্তরহান্ ।

ভিত্তা দেদীপ্যতে তদগ্রননরচনয়া শুদ্ধ বোধস্বরূপা

তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী হরমুখকুহরাদাদিদেবাস্তসংস্থা ॥২॥

ঐ বজ্রা নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রণব প্রকাশ স্বরূপ, যোগিদিগের যোগগম্য, লুতাতত্বর ন্যায় হুস্ম, চিত্রিনী নাড়ী, মেকমধ্য মধ্যস্থ ষষ্ঠপদ্য ভেদ করিয়া উর্দ্ধে গমন করাত্তে, পদ্যের মালা রচনার জ্ঞায় বিত্তক জ্ঞান স্বরূপে প্রকাশ পায় । ঐ চিত্রিনীর অভ্যন্তরে স্বয়ম্ভুলিক ছিদ্র অবধি পরম শিব পর্য্যন্ত ব্রহ্মনাড়ী নামে এক রক্ত আছে ১ ২ ॥

বিদ্যাম্মালাবিলাসা মুনিমনসি লসতত্বরূপা সুহুস্মা

শুদ্ধজ্ঞানপ্রবোধা সকলমুখময়ী শুদ্ধবোধস্বভাবা ।

ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে প্রবিলসতি সুধাধারগম্যপ্রদেশঃ

গ্রহিস্থানং তদেতৎসদনমিতি সুসুখাখ্যানাভ্যা লপন্তি । ৩ ॥

বিদ্যাংমালার জ্ঞায় সুশোভিত, যোগীদিগের অন্তঃকরণে বিলসিত, সুগাণ তত্ত্বর জ্ঞায় হুস্ম, তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ, সদানন্দস্বরূপ বিত্তক জ্ঞানের আধার রূপ যে সেই ব্রহ্মনাড়ী, তাহার অগ্রভাগে বিলসিত সুধাধার যে ব্রহ্মদ্বার তাহাকে সুসুখা নাড়ীর গ্রহি 'ও মুখ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে । ৩ ॥

অধোবক্তৃমুদ্যাং সুবর্ণাভবর্ণৈর্বকারাদিসাষ্টৈবুতং বেদবর্ণৈঃ ॥ ৪ ॥

অধোবক্তৃমুদ্যাং সুবর্ণাভবর্ণৈর্বকারাদিসাষ্টৈবুতং বেদবর্ণৈঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর সুধাধার চক্রনিরূপিত হইতেছে । সুসুখানাড়ীর অগ্রভাগে সংলগ্ন, লিক মূলের অধোভাগে এবং শুদ্ধদেশের উর্দ্ধভাগে অধোমুখ, উজ্জল সুবর্ণ বর্ণরঞ্জিত বশবস এই চারিটি

বর্ণ সংযুক্ত রক্তবর্ণ চারিগণ বিশিষ্ট মূলাধার নামে এক পদ্য আছে । ৪ ॥

অমুনিং ধারারান্চতুর্কোণচক্রং সমুদ্ভাসিশূলার্ঠৈকরাবৃতং তৎ
লসৎপীতবর্ণং তড়িতকোমলাঙ্গং তদঙ্কে সমীক্তে ধরাযান্ধবীজং ॥৫॥

এই মূলাধার চক্রেতে চতুর্কোণ পৃথীচক্র আছে, তাহা উজ্জল আটটি শূলে আবৃত এবং শুদ্ধ পীতবর্ণ, তাহার অঙ্গ বিছাডের জায় কোমল, উহার মধ্যস্থলে ধরাবীজ বিস্তৃত রহিয়াছে । ৫ ॥

চতুর্কোণভূষণং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং তদঙ্কে নবীনাকৃত্য প্রকাশঃ ।

শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদেদাবাহনুখান্ডোজলম্নীশচতুর্ভাগভেদঃ ॥ ৬ ॥

এই যে ধরা বীজ ইহাই ঐন্দ্র বীজ । অতএব ইনি গজেন্দ্র বাহনে অধিরূঢ় এবং চতুর্কোণ যুক্ত । ইহার মধ্যস্থলে বালার্ক-সদৃশপ্রকাশ সৃষ্টিকর্তা বেদহস্তগজেন্দ্রসদৃশ চতুর্দ্ব্যধিশিষ্ট শিশু-ব্রহ্মা বসতি করিতেছেন । ৬ ॥

বসেদত্র দেবী চ ভাকিষ্ঠাভিখ্যা লসদেদাবাহুজ্জলা রক্তনেত্রা ।

সমানোদিতানেকসূর্য্য প্রকাশা প্রকাশং বহন্তী সদা শুদ্ধবুদ্ধেঃ ॥৭॥

ভাকিনী নামে দেবীও ঐ চক্রে মধ্যস্থলে বসতি করেন । তিনি বেদহস্ত ও উজ্জল রক্তবর্ণ নেত্রবধ । এককালীন সমুদিত অনেক সূর্য্যের প্রকাশের জায় প্রকাশবিশিষ্ট । তিনি তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকাশ বহন করিয়া থাকেন । ৭ ॥

বজ্রাখ্যাবস্ত্রদেশে বিলসতি সততং কর্ণিকামধ্যসংস্থং

কোণং তং ত্রৈপুর্নখ্যং তড়িদিব বিলসৎকোমলং কামরূপং ।

কন্দর্পো নাম বায়ুর্নিবসতি সততং তস্য মধ্যে সমস্তাং

জীবেশোবজ্জীবপ্রকরমভিহসন্ কোটিসূর্য্যপ্রকাশঃ ॥ ৮ ॥

বজ্রনাড়ীর অগ্রভাগে মূলাধারচক্রে কর্ণিকার মধ্যদেশে

কামরূপ ও বিহ্যতের জ্ঞান কোমল ত্রৈপুরাধ্য ত্রিকোণ সতত-
স্থিতি করিতেছে, এবং তথায় কন্দর্প নামে বায়ু সর্বদাই চতু-
র্দিকে বহিতেছে, তিনি জীবদিপের ঈশ্বর ও বহু জীবের জ্ঞান
এবং কোটি সূর্যের জ্ঞান প্রকাশ ধারণ করেন । ৮ ।

তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী ক্রতকণককলাকোমলঃ পশ্চিমাত্তো

জ্ঞানাধ্যানপ্রকাশঃ প্রথমকিশলয়াকাররূপঃ স্বরজুঃ ।

বিহ্যৎ পূর্ণেন্দুবিশ্বপ্রকরকরচরসিদ্ধিসম্ভানহাসী

কাশীবানী বিলাসী বিলসতি তড়িদাবর্তরূপপ্রকারঃ । ৯ ॥

পূর্বোক্ত মূলাধার চক্র মধ্যস্থিত ত্রিকোণ বক্রমধ্যে জ্বলন্ত
স্বর্ণের জ্ঞান কোমল, অধোমুখ, জ্ঞান ও ধ্যান প্রকাশক; মূলা-
ধারস্থ পদ্মাকার বিহ্যৎ পূর্ণচন্দ্র বিশ্বের ন্যায় কিরণবিশিষ্ট, নিম্ন-
হাস্য যুক্ত কাশীপুর নিবাসী বিলাস শালী, তড়িদাবর্ত স্বরূপ
লিঙ্গরূপী স্বরজু বর্তমান আছেন ।

তস্যোর্দ্ধে বিধর্তন্তসৌদরলসৎসুন্দা জগন্মোহিনী

ব্রহ্মধারা মুখং মুখেন মধুরং সংছাদয়ন্তীস্বয়ং ।

শঙ্খাবর্তনিভা নবীনচপলামালাবিলাসাম্পদা

সুপ্তা সর্পসমা শিবোপাঃসংসার্ক জিবৃতাকৃতি ॥ ১০ ॥

উক্ত স্বরজু লিঙ্গরিপরি মণাল তন্তুর ন্যায় সুন্দর জগৎ
মোহনকারী, শঙ্খের আবর্ত সদৃশ, নবীন ও চঞ্চল মালার
ন্যায় সুদৃশ্য, সর্পাকার জিবলর রূপে স্বরজুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া
সুমধুর ব্রহ্মধার আচ্ছাদন করতঃ কুণ্ডলিনী শক্তি স্থিতি
করিতেছেন । ১০ ॥

কুলন্তী কুলকুণ্ডলীচ মধুরং মতালিমালা ক্ষুণ্ণ

বাচঃ কোমল কার্যাবদ্ধরচনা ভেদাতিভেদক্রমৈঃ ।

স্বাসোচ্ছ্বাসবিভজনেন জগতাং জীবোষণা ধায়াতে

সা মূলাধ্বজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্ধামদীপ্তাবলিঃ । ১১ ॥

সেই কুণ্ডলিনী শক্তি মত্ত অমর সমুদ্রের ন্যায় সুকোমলকাব্য ভেদ রচনাক্রমে, অমধুর ক্ষুণ্টধ্বনি করত নিশ্বাস প্রশ্বাস সকল গৃথক করিয়া জগতের জীবসকলের প্রাণ ধারণ করিতেছেন; এবং মূলাধার পদ্মের গহ্বরে উজ্জ্বল প্রকাশ স্বরূপে দীপ্তি পাইতেছেন । ১১ ॥

তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা স্ফুটাস্ফুটান্না পরা-

নিত্যানন্দ পরম্পরাতিবিগলংপীযুষধারাধরা ।

ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহমেব সকলং যন্তাসয়া ভাসতে

সেয়ং ত্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধোদয়া । ১২ ॥

কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধ ভাগে নিত্যজ্ঞান স্বরূপ উৎকৃষ্ট কলাকুশল স্ফুট হইতে ও স্ফুট নিত্যানন্দ সংস্পর্শে বিগলিত অমৃতধারা ধারিনী পরম শক্তি মুখে স্থিতি করিতেছেন, এবং যাহার প্রকাশে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে ।

ধ্যাত্বৈতম্মূলচক্রান্তরবিবরণসং কোটিসূর্য্যপ্রকাশং

বাচামীশোনরেন্দ্রঃ সম্ভবতি সহসা সর্ববিদ্যাবিনোদী ।

আরোগ্যং তস্য নিত্যং নিরবধি চ মহানন্দচিত্তান্তরান্না

বাক্যৈঃ কাব্যপ্রবন্ধৈঃ সকলস্বরগুণান্ সেবতে শুদ্ধশীলঃ । ১৩ ॥

যে ব্যক্তি এই মূলধার চক্রে প্রকাশিত কোটি সূর্য্য স্বরূপ কুণ্ডলিনী শক্তিকে ধ্যান করে সেব্যক্তি সর্ববিদ্যাসম্পন্ন হইয়া বাক্যের জঁখর ও রাজা হয়, আর তাহার নিত্য আরোগ্য হয় ও নিরন্তর মহানন্দযুক্ত চিত্ত হয় এবং শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রবন্ধ-রূপ বাক্য দ্বারা সকল দেবগুরু সেবার নিযুক্ত হয় । ১৩ ॥

সিন্দুরপূরকচিরাকরণপদ্মমণ্ড
 সৌম্যরম্যাবটিতংধ্বজ মূলদেশে ।
 অঙ্গুষ্ঠদৈঃ পরিকৃতং তড়িমাভবণৈঃ
 বাদৈঃসবিন্দুলসিতৈশ্চপূরকরাটৈঃ । ১৪॥

লিঙ্গমূলে স্নান্না নাড়ীর মধ্যে বভ্রমবরল অঙ্কনার সহিত ছয়
 বর্ণ যুক্ত বিছাৎবর্ণ বিশিষ্ট বড়দল রক্তবর্ণ অন্য স্বাধিষ্ঠান পদ্ম
 বর্তমান রহিয়াছে । ১৪

তস্যাস্তরে প্রবিলসদ্বিবদপ্রকাশমন্তোজমণ্ডলমথোবরুনস্য তন্ত ।
 অর্দ্ধেন্দুরূপলসিতং শরদিশুগুত্রং বকারবীজমমলং মকরাধিরূঢ়ং । ১৫॥

উক্ত স্বাধিষ্ঠান পদ্মमध्ये গুরুবর্ণ পদ্ম সদৃশ অর্দ্ধ চন্দ্র যুক্ত
 মকরাধিরূঢ় শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় গুরুবর্ণ বকার বরুণবীজ
 অবস্থিতি করিতেছেন । ১৫ ॥

তস্তাকদেশকলিতোহরিরেব পায়াত্
 নীলপ্রকাশকচিরপ্রিরমাদধানঃ ।
 পীতাধরঃ প্রথমবোবনগর্ভধারী
 ত্রীযংস্য কোন্তভরোদ্বৃতবেদবাহঃ । ১৬ ॥

ঐ বকারের মধ্যস্থিত পীতাধর হরিমূর্ত্তি নীলকান্ত মণির
 রুচিধারণ করত, বোবন গর্ভ বিশিষ্ট হইয়া কোন্তভ ও বেদ
 ধারণ করিয়া আশাদিগকে রক্ষা করেন । ১৬ ॥

অত্রৈব ভাতি সততং ধনু স্বাকিনী সা
 নীলাধ্বজোদয়সহোদয়কাতিশোভা ।
 নানাবুধোদ্যতকরৈলসিতাক লক্ষীঃ
 দিব্যাবরাভরণভূষিতমন্তচিত্তা । ১৭ ॥

উক্ত মূর্ত্তির মধ্যদেশে নীলাধ্বজকাতি বিশিষ্ট শোভিত

বপু দিব্যাস্বরভূষণধারিনী মত্তচিত্তা রাকিনী শক্তি প্রকাশ
পাইতেছেন । ১৭ ।

স্বাধিষ্ঠানাধ্যমেতৎ সরসিজবমলং চিত্তয়েদ্যোমুখ্য-

স্তস্তাহকারদোবাদিকসকলরিপুঃ ক্রীয়তে তৎক্ৰণেন ।

যোগীশঃ সোপি মোহান্তুভিত্তিমিরচরে ভামুতুল্যপ্রকাশো-

গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ প্রবন্ধৈর্কিরচয়তি সুধাবাক্যসন্দোহলক্ষ্মীঃ । ১৮ ॥

এই স্বাধিষ্ঠানাধ্য নিখুল চক্রকে যে ব্যক্তি চিত্তা করেন
তৎক্ৰণাৎ তাঁহার অহঙ্কারাদি সকল রিপু বিনষ্ট হয় আর তিনি
যোগী দিগের ঈশ্বর হইয়া মোহরূপ তিমির মধ্যে সূর্য্য প্রকাশ
স্বরূপ হইয়া পদ্য পদ্য বিশিষ্ট সুধাধার কাব্য রচনা করিতে
সমর্থ হইবেন । ১৮ ॥

তন্তোক্তে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেষপ্রকাশে

নীলাস্তোজপ্রকাশৈরূপহিতজ্ঞঠরে ডাদিকাস্তে: লচক্রে: ।

ধ্যারেদৈশ্বানরস্যাক্ষণমিহিরসমং মণ্ডলং তৎত্রিকোণং

তদ্বাহ্যে স্তিত্বকাঠৈত্বিত্তিরভিলসিতং তত্র বহুৈঃ স্ববীজং । ১৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত স্বাধিষ্ঠান চক্রের উপরিভাগে নাভিমূলে নীলপদ্ম
প্রভাসদৃশ এবং চক্র বিন্দু যুক্ত ড চ গ ত দ খ ল প ক এই দশ
অক্ষর বিশিষ্ট কৃষ্ণ বর্ণ দশদলে প্রকাশিত মণিপুর পদ্ম আছে ।
তন্মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত ত্রিকোণ বৈশ্বানর মণ্ডল আছে,
তদ্বাহ্যে ত্রিরেখা বিশিষ্ট বহু বীজ প্রকাশ পাইতেছে ১৯ ॥

ধ্যারেদ্যেষাধিকৃতং নবতপননিভং বেদবাহুজ্জলাজং

তৎক্রোড়ে ক্রদ্রমূর্ত্তির্নিবসতি সততং শুদ্ধসিন্দুরাগঃ ।

ভস্মালিপ্তাভূষাভরণসিতবপুর্কঙ্করূপী ত্রিনেত্রো

লোকানামিষ্টদাতাভ্রলসিতকরঃ সৃষ্টিসংহারকারী । ২০ ॥

এই পদ্য মধ্যে মেঘাধিকৃত, সূর্যাসন্নিভ, বেদবাহু, রক্তবর্ণ
বহ্নি বীজের সহিত রুদ্র মূর্তি সতত স্থিতি করিতেছেন । তিনি
ভস্মালিঙ্গাদি গুরু-বপু, ত্রিনেত্র, লোকদিগের ইষ্টদাতা অস্ত্র-
হস্ত, এবং সৃষ্টি সংহারি কর্তা । ২০ ॥

অত্রান্তে লাকিনী সা সকলভুভকরী বেদবাহুজ্জলাঙ্গী
শ্যামা শীতান্নরান্যৈর্কিবিধবিরচনালঙ্কতা মন্তচিহ্না ।

ধ্যায়েতন্নাতিপদ্মং প্রভবতি নিজরাং সংহতৌ পালমে বা
বাণী তন্ত্রাননাঙ্কে নিবসতি সততং জ্ঞানসন্ধোহলক্ষ্মীঃ । ২১ ॥

এই পদ্যে ভুভকরী বেদহস্তা উজ্জলাঙ্গ শ্যামবর্ণা নানা
ভরণালঙ্কতা এবং মন্তচিহ্না লাকিনী শক্তি আছেন । এই মণি-
পূর পদ্ম ধ্যান করিলে জগতের স্থিতি সংহারে সমর্থ হয় এবং
জ্ঞানদাত্রী বাণী দেবী আসিয়া জিহ্বাগ্রে বসতি করেন । ২১ ॥

তন্তোর্ধ্বং হৃদিপঙ্কজং সুললিতং বন্ধুককাস্ত্যজ্জলং
কান্দৈর্দ্বাদশবর্ণকৈরুপহিতং সিন্দুররাগাঘ্রিতৈঃ ।

নান্নানাহতসংজ্ঞকং সুরতরুং বাহ্যতিরিক্তপ্রদং

বাবোর্ধ্বগুণমজ্র ধূমসদৃশং ঘটকোণশোভাস্থিতং । ২২ ॥

ইহার উর্দ্ধভাগে হৃদয়দেশে দ্বিধ্ব সূর্যোরন্যায় উজ্জলকাস্তি
সিন্দুরবর্ণ ক প্রভৃতি দ্বাদশ অক্ষর বিশিষ্ট বাহ্যতিরিক্ত
ফলদাতা কল্পতরু সদৃশ অনাহত চক্র আছে, তন্মধ্যে ঘটকোণ
শোভাবিশিষ্ট ধূমবর্ণ বায়ু মণ্ডল আছে । ২২ ॥

তন্মধ্যে পবনাকরক মধুরং ধূমাবলী ধূসরং

ধ্যায়্যেৎ পাণ্ডিত্যতুষ্টিয়েন লসিতং কৃষ্ণাধিকৃতং পরং ।

তন্মধ্যে করুণানিধানমমলং হংসাত্মমীশাভিধং

পাণ্ডিত্যামভয়ং বরকং বিদধন্নোকত্রাণামপি । ২৩ ॥

তন্মধ্যে স্থললিঙ্গ ধূম্রবর্ণ চতুর্ভুজ কৃষ্ণসারাধিকৃত বায়ুবীজ
এবং তন্মধ্যে নির্মল শুক্ল হংসেরন্যায় বর্ণ অভয় বর বিশিষ্ট
ষিভুজ লোকত্রয়ের ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে । ২৩ ॥

অত্রান্তে থলুকাকিনী নবতড়িৎপীতা ত্রিনেত্রা শুভা
সর্কালঙ্কারগামিতা হিতকরী সমাক্ষ জনানাং মুদা হন্তৈঃ ।
পাশকপালশোভনবরান্ সংবিত্রতী চাভবং মত্তা
পূর্ণমুখারসার্দ্ধহৃদয়াকঙ্কালমালাধরা । ২৪ ॥

এই পদ্মে তড়িৎপীতবর্ণ ত্রিনেত্র সর্কালঙ্কার ভূষিত পাশ-
কপাল অভয় বর ধারিণী রসার্দ্ধ হৃদয় কঙ্কাল মানিনী কাকিনী
শক্তি বাস করেন । ২৪ ॥

এতদ্বীরজকর্ণিকাস্তুরলসংশক্তিত্রিকোণাভিধা
বিদ্যাকোটিসমানকোমলবপুঃ সান্তে ত্রুদস্তর্গতঃ ।
বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোপি কণকাকারাজরাগোজ্জলো-
মৌলৌ স্তম্ভবিভেদমুণ্ডানিরিব প্রোল্লাসমস্ম্যালয়ঃ । ২৫ ॥

এই পঙ্কজ মধ্যে কোটি বিদ্যাকোটী সদৃশ ত্রিকোণ শক্তি অব-
স্থিতি করেন । তন্মধ্যে কণকের ন্যায় উজ্জল স্তম্ভ ছিদ্র বিশিষ্ট
লক্ষ্মীর আলয় স্বরূপ বাণলিঙ্গ আছেন । ২৫ ॥

ধ্যানেদ্বোহুদ্বিপঙ্কজং সুরতরুং সর্বস্য পীঠালয়ং
দেবম্যানিলহীনদীপকলিকাংসেন সংশোভিতং ।
ভানোর্মণ্ডলমণ্ডিতাস্তুরলসং কিঙ্করশোভাধরং
বাচামীশ্বরঈশ্বরোপি জগতাং রক্ষাবিনশেকমঃ । ২৬ ॥

এই অনাহত চক্ররূপ, দেবালয়, দীপলিখা সদৃশ হংস
রূপা আদ্যার সহিত, এবং সূর্য্য-মণ্ডল যুক্ত পদ্মের
শোভাবিশিষ্ট সুরতরুকে যে ব্যক্তি ধ্যান করেন তিনি

জগতের রক্ষা ও বিনাশে সক্ষম হইয়া থাকোক জীবন
হয়েন । ২৬ ॥

যোগীশোভতি প্রিয়াং প্রিয়তমঃ কান্তাকুলস্যানিলঃ

জ্ঞানীশোপি কৃতী জিতেজ্জিয়গণোধ্যানাবধানক্ষমঃ ।

গঠ্যোঃ পদ্যপদ্যাদিভিচ্চ সততঃ কাব্যাদ্ব্যধারাবহো-

লক্ষ্মীরঙ্গনদৈবতং পরপূরে শক্তঃ প্রবেষ্টুং কণাৎ । ২৭ ॥

তিনি যোগীশ হয়েন, কান্তাদিগের প্রিয় হইতে ও প্রিয়
হয়েন, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়েন, কৃতী হয়েন, জিতেজ্জিয়গণের
মধ্যে গণ্য হয়েন, ধ্যান ধারণায় সক্ষম হয়েন, গদ্য পদ্য
বিশিষ্ট কাব্য রচনায় তৎপর হয়েন এবং পরপূরে প্রবেশ করিতে
সক্ষম হয়েন, লক্ষ্মী সর্বদা তাঁহার আনন্দ বিস্তার করেন । ২৭ ॥

বিগুহ্যাত্ম্যং কঠে সরসিজমলং ধুমধ্রাবভাসং

স্বরৈঃ সর্কৈঃ শোণৈর্দলপরিবলসিতৈর্দীপিতং দীপ্তবুদ্ধেঃ ।

সমাপ্তে পূর্নেন্দুপ্রথিততমনভোমণ্ডলং বৃত্তরূপং

হিমছাষানাগোপরিবলসিততনোঃ গুরুবর্ণাধরস্য । ২৮ ॥

কঠদেশে নির্মল, ধূমধ্রব, অকারাদি বিসর্গান্ত বোড়শ বর্ণযুক্ত,
রক্তবর্ণ বোড়শ দল বিশিষ্ট, বোঁগিদিগের যোগগম্য বিগুহ্য নামক
পদ্ম আছে । ইহার কর্ণিকাতে বৃত্তরূপ পূর্ণেন্দু স্বরূপ নভোমণ্ডল
স্থিতি করে । তন্মধ্যে গুরুবর্ণ সর্পোপরি বলসিত, গুরুবর্ণাধর
শিষ্ট সদাশিব আছে । ২৮ ॥

ভূজৈঃ পাশাজীত্য্যুশবরলসিতৈঃ শোভিতানস্য তস্য

মনোরঞ্জে নিত্যং নিবসতি গিরিজাভিহ্নদেহোহিমাভঃ ।

ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাঙ্গৈঃলসিতদশভূজোব্যাহ্রচন্দ্রাধরাচ্যঃ

স্বর্ণা পূর্বোদেবঃ শিবইতি চ সমাখ্যানসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ । ২৯ ॥

পাশাঙ্কুশ বরাজ্জর বিশিষ্ট চারিভুজ শোভিত সেই নভো-
বীজের মধ্যস্থানে গিরিজা হইতে অভিন্ন দেহ গুরুবর্ণ, ত্রিনেত্র,
পঞ্চমুখ দশভুজ ব্যাসচতুর্ধর উক্ত প্রসিদ্ধ সদাশিব নিত্য
অবস্থান করিতেছেন । ২৯ ॥

সুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে সাকিনী পাতবস্ত্রা

শরং চাপং পাশং সৃণিমপি দধতী হস্তপদ্মৈশ্চতুর্ভিঃ ।

সুধাংশোঃ সম্পূর্ণং শশপরিরহিতং মণ্ডলং কর্ণিকায়াং

মহামোক্ষদ্বারং শ্রিয়মভিমতশালস্য শুদ্ধেন্দ্রিয়স্য । ৩০ ॥

এই পদ্মমধ্যে সুধাসমুদ্রের ন্যায় গুরুবর্ণ, পাতবস্ত্র, ধনুঃশর
পাশাঙ্কুশ যুক্ত চারি হস্ত বিশিষ্ট সাকিনী শক্তি আছে। উক্ত
পদ্ম কর্ণিকায় যোগিদ্বিগের অভিমত মোক্ষদ্বার স্বরূপ নিকলন্ত
চন্দ্র মণ্ডল ও আছে । ৩০ ॥

ইহস্থানে চিত্তং নিরবধি বিনিধাযাত্তসম্পূর্ণযোগঃ

কবির্বাণ্মী জ্ঞানী সভবতি নিতরাং সাধকঃ শাস্ত্রচেতাঃ ।

ত্রিকালানাং দর্শী সকলহিতকরোরোগশোকপ্রমুক্তঃ

চিরজীবী জীবী নিরবধি বিপদাং ধ্বংসহংসপ্রকাশঃ ॥ ৩১ ॥

বোগী ব্যক্তি নিরবধি এই পদ্মে চিত্ত সমাধান করিয়া
অনায়াসে কবি, বাক্পটু, জ্ঞানী, ত্রিকালদর্শী, হিতকর, রোগ-
শোক-মুক্ত, চিরজীবী, নিরন্তর বিপদ ধ্বংসকারী হয়েন । ৩১ ॥

আজ্ঞানামাশুজন্তুজিমকরসদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং

সুক্ষাভ্যাং বৈ কলাভ্যাং পরিলসিতবপুর্নেত্রপত্রং সুগুহ্রং ।

তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধরাবজ্রবটকং দধানা

বিদ্যাং যুদ্রাং কপালং ডমরুজপটবীং বিদ্রতী শুদ্ধচিত্তা । ৩২ ॥

ক্রমক্ষে পূর্ণচক্রে সদৃশ, ধ্যান প্রকাশক, হ ক বর্ণধর বিশিষ্ট,

পদ্মবর যুক্ত, গুরু বর্ণ, আজ্ঞানামে এক পদ্ম আছে । তন্মধ্যে পূর্ণ-
চন্দ্র সদৃশ ছয় বক্তৃ, বিশিষ্টা বিদ্যা মুদ্রা কপালাদি ধারিণী গুরু-
চিত্তা, হাকিনী শক্তি বাস করেন । ৩২ ॥

এতৎ পদ্মাস্তরাদে নিবসতি চ মনঃ স্তম্বরূপং প্রসিদ্ধং
ঘোনৌ তৎকর্ণিকায়ামিতরশিবপদং লিঙ্গচিহ্নপ্রকাশং ।

বিদ্যান্মালা বিলাসং পরমকুলপদং ব্রহ্মসুত্রং প্রবোধং
বেদনামাদিবীজং স্থিরভরহৃদয়শ্চিহ্নয়েৎ তৎ ক্রমেণ । ৩৩ ॥

এতৎ পদ্মমধ্যে স্তম্বরূপ প্রসিদ্ধ মন অবস্থান করেন । আর
তৎ কর্ণিকা মধ্যস্থিত ত্রিকোণ যজ্ঞে লিঙ্গচিহ্ন স্বরূপ বিদ্যাংমালার
নার্য শবরূপ শিব আছেন । তন্মধ্যে পরম পদ চিত্রিণী নাড়ী-
বোধক রূপ বেদবীজ ওঙ্কার আছে । গুরু চিত্ত সাধক এই
সকল ক্রমে ধ্যান করিবেন । ৩৩ ॥

ধানাত্মা সাধকেচ্ছোভবতি পরপূরে শীঘ্রগামী মুনীন্দ্রঃ

সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী সকলহিতকরঃ সর্বশাস্ত্রার্থবেত্তা ।

অদ্বৈতাত্মারবাদী বিলসতি পরমাপূর্বসিদ্ধি প্রসিদ্ধো-

দীর্ঘায়ুঃ সৌখ্যিকর্তা ত্রিভুবনভবনে সংহতো পালনেচ । ৩৪ ॥

সাধক ব্যক্তি এই পদ্ম ধ্যান করিয়া অন্যগৃহে গমনশীল হয়
এবং মুণীন্দ্র, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সকল হিতকর, সর্বশাস্ত্রবেত্তা,
অদ্বৈতবাদী, পরমসিদ্ধ, দীর্ঘায়ুঃ ও ত্রিভুবনের উৎপত্তি স্থিতি
সংহার কর্তা হরেন । ৩৪ ॥

তদন্তশ্চক্রেহুশ্চিন্নিরসতি সততং গুরুবুদ্ধাস্তরাত্মা

প্রদীপাত্তজ্যোতিঃ প্রণববিরচনারূপবর্ণপ্রকাশঃ ।

তদুর্দ্ধে চতুর্দিক্তম্প্রসন্নবিলসত্বিন্দুরূপী মকার-

স্বদাদোনাদোহসৌ বলধরলম্বাধারসম্মানহাসী । ৩৫ ॥

এই পদ্মের মধ্যদেশে শুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপ, অন্তরাশ্রয়প্রকাশক
প্রদীপ জ্যোতিরূপ প্রণব, সতত অবস্থিতি করিতেছে । তাহার
উর্দ্ধভাগে অর্ধ চন্দ্র তাহার উপরি বিন্দু রূপী মকার, তাহাতে
ধবল বর্ণ যুক্ত নাদ অবস্থিত আছে । ৩৫ ॥

ইহস্থানে লীনে স্নানসদনে চেতসি পুরং
নিরালম্বাং বদ্ধা পরমশুদ্ধসেবাসুবিদিতাং ।
তদভ্যাসাদযোগী পবনস্নানদাং পশ্যতি কণান্
ততশ্চান্ধ্যান্তঃ প্রবিলসিতরূপানপি সদা । ৩৬ ॥

যোগী ব্যক্তি এই আজ্ঞা চক্রে ঘোনি মুদ্রা বদ্ধ করিয়া অন্তঃ
সংরোধ পূর্বক স্নানসদনে চিত্তকে লীন করিয়া, পরমশুদ্ধ সেবায়
তৎপর হইয়া প্রণবের অভ্যাস দ্বারা যোগ কালে, অন্তর্কিলসিত
রূপ অধিকণা সকল সর্বদা সন্দর্শন করেন । ৩৬ ॥

অলক্ষীপাকারং তদহু চ নবীনাকবহুশ্চ
প্রকাশং জ্যোতির্কী গগনধরণী মধ্যমিলিতং ।
ইহস্থানে সাক্ষাৎপতি ভগবান্ পূর্বিভবো
হব্যয়ঃ সাক্ষী বহুঃ শশিমিহিরমোদগুণইব । ৩৭ ॥

অনন্তর এই আজ্ঞা চক্রে দীপশিখাতুল্য বালারূপ প্রকাশ
সম্মিত গগণ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী জ্যোতির্ দর্শন হয় । এবং এই
পদ্মে শশি সূর্য্যের মণ্ডল স্বরূপ সাক্ষীরূপ পূর্ণ বিভব জ্যোতিঃ পরম
শিব আছেন । ৩৭ ॥

ইহস্থানে বিষ্ণোরূপতুলপরমামোদমধুরে
সমারোপ্য প্রাণং প্রমুদিতমনাঃ প্রাণনিধনে ।
পরং নিত্যং দেবং পুরুষমজমাদ্যং ত্রিজগতাং
সুপ্রাণং যোগীজ্ঞঃ প্রবিলসতি চ বেদান্তবিদিতাং । ৩৮ ॥

বিকুর পরমামোদ স্থান স্বরূপ, এই পক্ষে প্রাণ বিয়োগ কালে
প্রাণ সকলকে অবরোপিত করিয়া শ্রেষ্ঠ, নিত্য, অজ, জগতের
আদি, পুরাণ পুরুষকে, যোগী ব্যক্তি প্রাপ্ত করেন । ৩৮ ॥

লয়স্থানং বায়োলুপ্তপরি চ মহানাদরূপং শিবাক্ষিঃ

সিরাকারং প্রশান্তং বরদমভয়ং শুদ্ধবুদ্ধিপ্রকাশং ।

যদাযোগী পশ্যেৎ শুক্লচরণমুগাশ্চোজসেবামুশীল-

স্তদা বাচ্যঃ সিদ্ধিঃ করকমলতলে তস্য ছুয়াং সদৈব । ৩৯ ॥

যখন যোগী ব্যক্তি আক্স চক্রের উর্দ্ধ ভাগে সহস্রদল
কমলের অধোভাগে বায়ুর লয় স্থান মহানাদরূপ শিবাক্ষি
লাজলাকার শান্ত অভয় বরদ শুদ্ধবুদ্ধি প্রকাশ স্বরূপকে দেখেন,
তখন তিনি শুক্লচরণ সেবা কুশল করেন এবং বাক্সিদ্ধি তাঁহাব
করতলে আবির্ভূত হয় । ৩৯ ॥

তদুর্দ্ধে শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে শূন্যদেশে প্রকাশঃ

বিসর্গাধঃ পদ্মঃ দর্শনতদলং পূর্ণচক্রাতিগুহ্রং ।

অধোবক্ত্রং কান্তং তরুণরবিকলাকান্তিকিঞ্জরপুঞ্জঃ

ললাটাদৈর্দ্যক্টৈঃ প্রবিলসিতবপুঃ কেবলানন্দরূপং । ৪০ ॥

ইহার উর্দ্ধভাগে শিখরদেশে শূন্যস্থানে বিসর্গের নিম্নে
প্রকাশ্যরূপ সহস্রদল পূর্ণচক্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ নানা বর্ণ রঞ্জিত
পদ্ম বিশিষ্ট তরুণ সূর্য্য সন্নিভ কেবল আনন্দ রূপ অধোমুখ পদ্ম,
শঙ্খিনী শক্তির সহিত অবস্থান করেন । ৪০ ॥

সমাস্তে তস্যাস্তঃ শশপরিরহিতঃ শুদ্ধ সম্পূর্ণচক্রঃ

ক্ষুরজ্জ্যোৎস্নাজালঃ পরমরসচয়নিক্সসন্তানহাসী ।

ত্রিকোণং তস্যাস্তিঃ ক্ষুরতি চ সততং বিদ্যাদাকাররূপং

ভদ্রত্বঃ শূন্যং তৎসকল সুরগণৈঃ সেবিতং চাতিগুপ্তং । ৪১ ॥

সহস্রদল কমলোর অভ্যন্তরে কলঙ্ক রহিত, জ্যোৎস্না প্রকাশক, অমৃতরস সমুদ্বারা বিরাজিত পূর্ণচন্দ্র অবস্থিত আছেন। আর পরম কর্ণিকাতে বিদ্যায় প্রকাশ সদৃশ ত্রিকোণ-যন্ত্র সত্তত প্রকাশ পাইতেছে। তন্মধ্যে অন্তঃ শূন্য রূপ অর্থাৎ পরমবিন্দু, অতি শুদ্ধরূপে সকল দেবগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া স্থিতি করিতেছেন। ৪১ ॥

সুগুপ্তং তদ্বহ্নাদতিশয়পরমামোদসস্তানরাশেঃ

পরং কলং সূক্ষ্মং সকলশশিকলাশুদ্ধরূপপ্রকাশং ।

ইহস্থানে দেবঃ পরমশিবসমাখ্যানসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ

স্বরূপী সর্বাঙ্গা রসবিরসমিতোজ্ঞানমোহান্ধহংসঃ । ৪২ ॥

অতিসূক্ষ্ম গুপ্তরূপ এবং মোক্ষের পরম কল স্বরূপ ও চন্দ্র কলা প্রকাশের ন্যায় প্রকাশিত সেই পরম বিন্দু, যন্ত্র পূর্বক ধ্যান সাধনে প্রকাশিত হইলেন। আর ঐ স্থানে পরম শিব নামে শুদ্ধরূপী প্রসিদ্ধ সর্বাঙ্গা, উত্তর রস প্রাপ্ত, জ্ঞানান্ধকার প্রকাশক পরমশিব দেব বাস করেন। ৪২ ॥

সুধাধারাসারং নিরবধি বিশ্বকল্পতিতরাং

যতেঃ স্বাভ্যজ্ঞানং দিশতি ভগবান্ নির্মলমতেঃ ।

সমাস্তে সর্বেশঃ সকলসুখসস্তানলহরী

পরীবাহোহংসঃ পরমইতি নাম্না পরিচিতঃ । ৪৩ ॥

নিরন্তর অমৃত কিরণ প্রকাশ করত, এবং নির্মল বুদ্ধি যোগিদিগের আভ্যজ্ঞান উপদেশ করত, পরম নামে পরিচিত, ও সকল সুখ প্রবাহে হংসরূপ, ভগবান্ সর্বেশ অবস্থিত আছেন। ৪৩ ॥

শিবস্থানং শৈবঃ পরমপুরুষং বৈকুণ্ঠগণা-
নপত্নীতি প্রায়োহরিহরপদং কেচিদপরে ।
পরং দেব্যাদেবীভরণযুগলাভোজরসিকা-

যুগল-অপ্যন্যে প্রকৃতি পুরুষ স্থানমমলং । ৪৪ ॥

শৈবেরা ঐ পদকে শিবস্থান কহে, বৈকুণ্ঠেরা পরম পুরুষ
বিষ্ণুর স্থান, যুগলোপাসকেরা, হরিহর স্থান; শাক্তেরা, শক্তি-
স্থান, এবং মননশীল যোগীরা, ইহাকে প্রকৃতি পুরুষের স্থান
বলিয়া থাকেন । ৪৪ ॥

ইদং স্থানং জ্ঞাত্ব নিরতনিজচিত্তো নরবোরন

ভূবাং সংসারে পুনরপি ন বদ্ধস্তিভুবনে ।

সমগ্রা শক্তিঃ স্যাম্মিয়মমনসন্তস্য কৃতিনঃ

সদা কর্তৃঃ হর্ষং খগতিরপি বাণী স্ত্রবিমলা । ৪৫ ॥

এই সহস্রার পদ জ্ঞাত হইয়া নিরত স্ত্র চিত্ত নরশ্রেষ্ঠ
ব্যক্তি পুনর্বার আর সংসার মোহে বদ্ধ হয়েন না এবং তাঁহার
সমস্ত শক্তি প্রাপ্তি হয়। আর তিনি শুদ্ধ চিত্ত কৃতী হইয়া
আকাশে গমন করিতে ও সমর্থ হয়েন ও তাঁহার বাক্য অব্যর্থ
হয় । ৪৫ ॥

অত্রান্তে শিশুস্বৰ্ণ্যমোদরকলা চন্দ্রস্য সা ঘোড়শা

শুক্রা নীরজস্বন্ততন্তশতধাতাগৈকরূপা পরা ।

বিদ্যাংকোটিমানকোমগতমুর্বিদ্যোতিতাহধোমুখী

পূর্ণানন্দপরম্পরাতিবিগলংপীযুষধারাধরা । ৪৬ ॥

এই পদে শুদ্ধ মূলা তত্ত্বের শত ভাগৈক ভাগ স্বরূপ, কোটি
বিদ্যাংরূপ, অধোমুখ; পূর্ণানন্দ প্রবাহ হইতে পতিত পীযুষ ধারা
বিশিষ্ট ঘোড়শ কলা যুক্ত পূর্ণচন্দ্র অবস্থান করেন । ৪৬ ॥

নির্মাণাধ্যকলাঃ পরাপরতরা সান্তে তদন্তর্গতা

কেশাগ্রস্য সহস্রধা বিভজিতস্যৈকাংশরূপা সতী ।

ভূতানামধিদেবতং ভগবতী নিত্যপ্রবোধদয়া

চন্দ্রাঙ্কাসমানভঙ্গুরবতী সর্বার্কতুলা প্রভা । ৪৭ ॥

ষাদশাদিত্য প্রকাশ তুলা, অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় ভঙ্গিম বিশিষ্ট, নিত্যজ্ঞান স্বরূপ, ভূত সকলের অধিদেবতা রূপ, কেশাগ্রের সহস্র ভাগৈক ভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম, অমাকলার ক্রোড়স্থিত এবং শ্রেষ্ঠ ভগবতী নির্মাণকলা অবস্থিত আছেন । ৪৭ ॥

এতস্যামধ্যদেশে বিলসতি পরমা পূর্বনির্মাণশক্তিঃ

কোটিাদিত্যপ্রকাশা ত্রিভুবনজননী কোটিভাগৈকরূপা ।

কেশাগ্রস্যাতিসূক্ষ্মা নিরবধি বিগলং প্রেমধারাদয়া সা

সর্ব্বোৎসাহ জীবভূতা মুনিমনসি মুদা তত্ত্ববোধং বহুতী । ৪৮ ॥

মুনিদিগের মনে তত্ত্বজ্ঞান দাত্রী, সকলের জীবন স্বরূপ নিরন্তর বিগলিত প্রেমধারা ধারিণী, কেশাগ্রের কোটি ভাগৈক ভাগ স্বরূপ সূক্ষ্ম, ত্রিভুবন জননী, কোটি সূর্য্য প্রকাশ স্বরূপ, পরমা, যে অপূর্ব্ব নির্মাণ শক্তি, তিনি ঐ নির্মাণ কলার ক্রোড়ে বিলাস করিতেছেন । ৪৮ ॥

তস্যামধ্যানন্তরালে শিবপদমমলং শাস্বতং যোগিগম্যং

নিত্যানন্দাভিধানং সকলসুখময়ং সূক্ষ্মবোধস্বরূপং ।

কেচিদব্রজাভিধানং পদমিতি স্তুধির্যোবৈকবং তন্নপন্তি

কেচিৎসাপ্যমেতৎ কিমপি স্তুকৃতিনোমোক্ষমাস্রপ্রবোধং । ৪৯ ॥

শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ, সকল সুখরূপ, যোগিদিগের জ্ঞেয়, নিত্য, নিত্যানন্দ নামে, নির্মল শিবপদ, ব্রজ, নির্মাণ শক্তি মধ্যে অবস্থিত আছেন । কোন কোন ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে ব্রজ

পদ কহেন, কেহবা বৈষ্ণব পদ কহেন, কেহবা হংস কহেন,
আর কোন কোন স্কৃতী ব্যক্তি আশ্রয়িতা বা মোক্ষ
কহেন । ৪৯ ॥

হুংকারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমাত্যাসশীলঃ সূশীলঃ
জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাং ক্রমমিতি চ মহামোক্ষবজ্র প্রকাশঃ ।

ব্রহ্মদ্বারস্য মধ্যে বিরচয়তি সতাং শুদ্ধবুদ্ধিঃ স্বভাবঃ

ভিদ্ধা তল্লিঙ্গরূপং পবনদহনয়োরাক্রমেণৈব গুপ্তং । ৫০ ॥

যমনিয়মাদি অভ্যাস সম্পন্ন, শুদ্ধবুদ্ধি সূশীল ব্যক্তি, হুংকার
দ্বারা শুদ্ধবক্ত্র হইতে মোক্ষ পথ ক্রম অবগতি পূর্বক, কুণ্ডলিণী
দেবীকে 'উত্থাপিত' করিয়া, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ছিদ্র ভেদ করত,
পবন দহন ক্রমে তাঁহাকে ব্রহ্ম দ্বার মধ্যে গূঢ়রূপে যোগ
করেন । ৫০ ॥

ভিদ্ধা লিঙ্গত্রয়ং তৎ পরমরসশিবে সূক্ষ্মধাম্নি প্রদীপে

সা দেবী শুদ্ধসত্ত্বা তিড়িদিববিলসত্ত্বরূপস্বরূপা ।

ব্রহ্মাখ্যায়াঃ শিবারাঃ সকলসরসিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে তৎ

মোক্ষাখ্যানন্দরূপং ঘটয়তি সহসা সূক্ষ্মতালক্ষণেন । ৫১ ॥

সেই লিঙ্গ ছিদ্রত্রয় ভেদ করত দেদীপ্যমান সূক্ষ্মতেজ স্বরূপ
পরম শিবেতে, বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় সূক্ষ্মরূপ কুণ্ডলিণী দেবী,
'ব্রহ্মাখ্যা শিবার সহিত সকল চক্র প্রাপ্ত হইয়া, সূক্ষ্ম লক্ষণ দ্বারা
দেদীপ্যমান মোক্ষ রূপ আনন্দ ঘটনা করেন । ৫১ ॥

নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং লয়বশাং জীয়েন সার্কং সূধীঃ

মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্মসদনে শৈবে পরে স্বামিনি ।

ধ্যায়ৈদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্যরূপাং পরাং

যোগীন্দ্রো গুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী সমাধৌ যতঃ । ৫২ ॥

গুরুপাদপদ্ম যুগলাশ্রিত, ধীমান্ যোগী ব্যক্তি, লয় ক্রম
দ্বারা জীবের সহিত সেই কুলকুণ্ডলিনীকে, মোক্ষ ধাম স্বরূপ
গুরু পদ্মোপরিস্থিত পরম শিবেতে আনয়ন করিয়া, পরম চৈতন্য
রূপ ইষ্টফলদাত্রী ভগবতী কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবেন । ৫২ ॥

লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাং পীত্বা পুনঃ কুণ্ডলী

নিত্যানন্দমহোদয়াং কুলপথান্মূলে বিশেষং সূন্দরী ।

তদ্বিব্যামৃতধারণা স্থিরমতিঃ সন্তুর্পণেং দৈবতং

যোগী যোগপরম্পরাবিদিতয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিতং । ৫৩ ॥

তথায় কুণ্ডলিনী সূন্দরী, নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম শিবের
নিকট হইতে রক্ত সদৃশ পরমামৃত পান করিয়া, কুলপথ হইতে
পূর্নকার মূলাধারে আসিয়া প্রবেশ করেন । তখন স্থিরমতি
যোগী ব্যক্তি, যোগ পরম্পরা বিদিত হইয়া কুণ্ডলিনী মধ্যস্থিত
স্বয়ং ইষ্ট দেবতাকে তর্পণ করিবেন । ৫৩ ॥

জ্ঞানৈতৎ ক্রমমুক্তমুং যতমনা যোগী যমাদৌষুতঃ

শ্রীদীক্ষাগুরুপাদপদ্মযুগলামোদপ্রবাহোদয়াং ।

সংসারে নহি জন্ততে নহি কদা সংক্ষীয়তে সংক্ষয়ে

নিত্যানন্দপরম্পরাপ্রমুদিতঃ শান্তঃ সতামগ্রণীঃ । ৫৪ ॥

শান্তচিত্ত সাধুর অগ্রগণ্য, যমাদিযুক্ত সংযতমানস নিত্যানন্দ
ক্রমাবগত যোগী ব্যক্তি, দীক্ষাগুরুর পাদপদ্ম যুগলের অনুগ্রহে, আব
সংসারে জন্মগ্রহণ করেননা; এবং প্রলয়কালেও তাঁহার ক্ষয় হয়না । ৫৪ ॥

যোহধীতে নিশি সঙ্খ্যায়োরথ দিবা যোগী স্বভাবস্থিতঃ

মোক্ষজ্ঞাননিদানমেতদমলং শুদ্ধঞ্চ গুপ্তং পরং ।

শ্রীমৎশ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী যতান্তর্মনাঃ

তস্যাবশ্রমভীষ্টদৈবতপদে চেতোনরী নৃত্যতে । ৫৫ ॥

স্বভাবস্থিত, গুরুপাদপদ্ম যুগলালম্বী সংযতাস্থা। যে যোগী
বাক্তি, রাত্রিতে, সন্ধ্যাতে বা দিবসে এই পরম গুপ্ত মোক্ষ
জ্ঞান কারণ, শুদ্ধ পরম তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ
সর্বদা অতীষ্ট দেবতা পদে নৃত্যমান হইতে থাকে । ৫৫ ॥

বৌদ্ধ তত্ত্ব ।

আজি কালি অনেকের ধারণা এই রূপ, যে বৌদ্ধ ধর্ম
পাশ্চাত্য কোম্‌ প্রবর্তিত ধর্মের সদৃশ, উভয়ই নিরীশ্বর ; এ
ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময় । সাধারণের বিশ্বাস “অহিংসা পরম ধর্ম”
এই নীতির উপরেই সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম সঙ্গঠিত । কিন্তু প্রকৃত
পক্ষে বৌদ্ধধর্মের গুপ্ত ভাণ্ডারে এইরূপ সামাজিক ও বাহ্যিক
নৈতিক তত্ত্ব ব্যতীত, মানব, প্রকৃতি, আদি কারণ, জীবের
পরিণাম প্রভৃতি অনেকানেক নিগূঢ় বিষয় নিহিত রহিয়াছে ।
ঐ জ্ঞান কাণ্ডকে আরম্ভগত করিতে সমর্থ হইলে, মানব নির্বাণ
বা মুক্তিতে সমর্থ হইবেন । ঐ সমুদয় তত্ত্বজ্ঞান আধ্যাত্মিক
যুক্তিসম্মত । কলত বাহ্যিক নীতি, প্রকরণ, অহুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ
করিয়া অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিলে, ব্রহ্মণ্য ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম,
এই উভয়েরই মূল ভিত্তি এক বলিয়া উপলব্ধ হইবে । জীবের
পরিণাম, জগতের আদি কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমোন্নতি, এবং
মানব আত্মার পরিভ্রাণ সম্বন্ধে উভয়েরই যুক্তি প্রায় একরূপ ।

পূর্বে তত্ত্ববিদ্যা সঙ্ক্ষে আর্য্যগণের যুক্তি ও নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে; অতঃপর সে সঙ্ক্ষে বৌদ্ধ নির্দেশ বর্ণিত হইতেছে। তদ্বারা উভয়ের সৌমাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে।

বৌদ্ধ-তত্ত্বের নির্দেশ সমূহ সাধারণ মানবের চক্ষে ঘোর তমসচ্ছন্ন। তাহাদের রহস্যোদ্বেদ, সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। বৌদ্ধ গ্রন্থে ঐ সকল জ্ঞান কাণ্ডের যে কিঞ্চিত আভাস পাওয়া যায় তাহা অতি সামান্য। সেই সামান্য আভাস পাইয়াই, সমগ্র জগত, বৌদ্ধ তত্ত্বকে, জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভাণ্ডার বলিয়া পূজা করিতেছে। তাহার অন্তস্থলে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি নিহিত রহিয়াছে, তাহাদিগের সন্দর্শনে মানব সমাজ কৃতার্থ হইবে। মানব সমাজে প্রচারিত গ্রন্থে সে সকল তত্ত্ব প্রাপ্তব্য নহে। হিমালয়স্থ তিব্বত বাসী আইত যোগীগণ সেই মহাজ্ঞানকাণ্ডের আধার। তাহারাও আবার সাধারণ মানব সমাজের অতীত।

“আইত” শব্দ একটা বৌদ্ধ উপাধি মাত্র। উহা মুক্ত এবং বুদ্ধ মহান্নাগণের প্রতি আরোপিত হয়। মানব যখন জ্ঞান ও সমাধি বলে জীবনযুক্তি বা পরমার্থ লাভ করেন, তখনই তিনি আইত শ্রেণীভুক্ত হইবেন। এই সকল আইত যোগী এবং তাহাদের পূর্ববত্তিগণ, গৌতমবুদ্ধের বহুপূর্বকাল হইতে জগতে বিরাজ করিতেছেন। গৌতমের আবির্ভাবের সহিত বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব নহে। এ সঙ্ক্ষে সাধারণের এক অতি নাস্তিমূলক সংস্কার আছে, যে গৌতম বুদ্ধই, বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। প্রকৃত পক্ষে আর্য্যদর্শনে, গৌতমের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই, বৌদ্ধ-তত্ত্ব সমূহ গ্রথিত রহিয়াছে। এবং

গৌতমের জন্মের কিছুদিন পূর্বে হইতে এই মহাতত্ত্ব সমূহ বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠে । তিব্বতস্থ অতি অল্প সংখ্যক চেলাগণের মধ্যে উহা অতীব দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া নির্বাসিত অবস্থায় লুকায়িত ছিল । তৎকালে উহার বৈজ্ঞানিক ভাবের বিনাশ হইয়াছিল । বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া এইরূপ পতিত বৌদ্ধজ্ঞান ভাঙারের উদ্ধার সাধন করেন এবং উহার অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে, বৌদ্ধ যতিগণকে শিক্ষা প্রদান করেন ।

বুদ্ধের সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত ঐ বৈজ্ঞানিক বৌদ্ধ তত্ত্ব সমূহ, বৌদ্ধ মহাত্ম্যাগণ কর্তৃক অমূল্য রত্নের ন্যায়, অতীব প্রচ্ছন্ন ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে । উহারা কেবলমাত্র আত্মস্থানিক বৌদ্ধ মহাত্ম্যাগণের সম্পত্তি ; বাহিরের জ্ঞানবগণের তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই । এই মহাত্ম্যাগণই পূর্বে কথিত আর্হত নামে অভিহিত । প্রকৃতিস্থ উন্নতি এবং পবিত্রতার “চতুর্থ পদবীতে” উত্তীর্ণ হওয়ার, ইহারা আর্হত বলিয়া খ্যাত । এই চতুর্থ দশা সম্বন্ধে, বৌদ্ধ-ধর্মের বাহ্যিক ভাব ধরিয়া অনেকে অনেক রূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন । সাধারণতঃ জ্ঞান ও সমাধি সম্বন্ধে “সংসারী” মানবের যেকোন ভ্রমাত্মক ধারণা আছে, সেইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা অনুসারে তিনি যতিগণের স্বরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন । জ্ঞান ও সমাধি সম্বন্ধে সাধারণের সংজ্ঞা ও ধারণার সহিত বর্তমান ‘শান্তি’ শব্দের তাৎপর্য্যের অনেকটা সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয় । ফলতঃ বৌদ্ধ মতানুযায়ী জ্ঞান ও সমাধি, সাধারণ ‘শান্তি’ অপেক্ষা অতীব উচ্চতর পদার্থ । বৌদ্ধ ধর্মের বাহ্যিক ভাব ধরিয়া যাহারা এই জ্ঞান ও সমাধির ব্যাখ্যা করেন, তাহারা বিষম

ব্রহ্মে পণ্ডিত হয়েন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র বিবেচনা এবং নির্দেশ অনুসারে, সুখদুঃখবোধ ও ভেদাভেদ ভাব তিরোহিত হইলে, মানব মনে যে প্রশান্ত অবস্থার উদ্ভব হয়, উহাই প্রকৃত জ্ঞান এবং ঐ ভাবই সমাধির বিভিন্নরূপ নাম মাত্র। পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, পাশ্চাত্য জ্ঞান এবং পাশ্চাত্য ধারণা বা চিন্তা অনুসারে অতীব মহান বলিষ্ঠা প্রতীত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ-মতানুযায়ী সমাধি বা জ্ঞান, এ সমুদয় সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অতীব মহান পদার্থ। সে সমাধি বা জ্ঞানের ব্যাখ্যা, সামান্য ভাষায় সুস্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত করা যায় না, অথবা ব্যক্ত হইলেও, জগতের বর্তমান দশায় উহা সাধারণের বোধগম্য নহে। এই বৌদ্ধ মতানুযায়ী “নির্বাণ” অবস্থা সম্বন্ধেও জগতের অতি ভ্রান্ত সংস্কার আছে। অনেক প্রাচ্য পণ্ডিতগণও এই ভ্রমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। ঊগবদগীতার তত্ত্বজ্ঞানময় উপদেশ সমূহের বাহ্যিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অনেকের বেরূপ ধারণা আছে, তদনুসারে তাঁহারা এই “বৌদ্ধ নির্বাণের”ও স্বরূপ উপলব্ধ করেন। উহা যে নিতান্ত ব্রহ্মাত্মক তাহা পশ্চাৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইয়ুরোপীয় বৌদ্ধতত্ত্বের লেখক গণের অনেকে অতি উচ্চ ধারণা সহেও ঐ প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত হাই কর্তৃক অনুবাদিত ডাক্তার ওল্ডেনবার্গের ‘Buddha : his life, his doctrine, his order’ নামক পুস্তক হইতে এই নির্বাণ সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যানের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

“The disciple who has put off lust and desire, rich in wisdom, has here on earth attained deliverance from death, the rest, the Nirvana, the eternal state. He who has escaped from the trackless hard mazes of the *Samsara*, who has crossed over and reached the shore, self-absolved, without stumbling and without doubt, who has delivered from the earthly and attained Nirvan. him I call a true Brahmin.”

এই সমুদয় ভ্রান্তিময় নির্দেশ বৌদ্ধ ধর্মের বাহ্যিক ভাব হই'ত সংগৃহীত। বৌদ্ধ ধর্ম স্বয়ংক্রিয় প্রকৃততত্ত্ব সমূহ, সাগর তলস্থ রত্নের ত্রায় আর্হত যতিগণের গুপ্তভাণ্ডারে নিহিত রহিয়াছে। বাহিরের কোন কোন স্বকৃতিবান্ মহোদয়, তাঁহাদেরই প্রসাদে অধুনা সেই মহাতত্ত্বের কথা জগতে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঁহারা ই বর্তমান খ্রিঃসফির অভিভাবক। বর্তমান খ্রিঃসফি, বৌদ্ধ ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঐ বৌদ্ধ যতিগণের-সাক্ষাৎ লাভ অনেক সময় অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। তিব্বতের পর্বতময় নিভৃত স্থলে তাঁহাদের আবাস ভূমি। তাঁহারা কথন কি অবস্থায়, কি অভিপ্রায়ে জগতে বিচরণ করেন, তাহা সাধারণের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। জগতে যত যোগী এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণের সম্প্রদায় আছে— এই তিব্বতস্থ মহাশ্রমগণই ঐ সমুদয় সম্প্রদায়ের নেতা স্বরূপ।

থিওসফি ।



গ্রন্থমধ্যে ষড়দর্শনের মত সংক্ষেপে ষতদূর উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠক তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে প্রাচীন আৰ্য্য মহাত্মাগণের নির্ণীত উপায় এক প্রকার অবগত হইলেন। এক্ষণে থিওসফির মতের (Doctrines) সহিত তাহার সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য কতদূর তাহার নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, থিওসফি পাশ্চাত্য বা বিজ্ঞাতীয় ধর্ম্য নহে, কেবলমাত্র ইহার বিজাতীয় নামকরণই, সাধারণ লোকের মনে ঐক্য ভ্রান্ত সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে। থিওসফির শব্দগত অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান। আর্য্যানিবাস ভারতে ব্রহ্মজ্ঞান, অজ্ঞাত বা অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ নহে। জগৎপূজনীর বেদের বীজ বাক্যই ব্রহ্মজ্ঞান। ভূবনব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্মের সার শিক্ষাই ব্রহ্মজ্ঞান। সুতরাং থিওসফিতে আধুনিকত্ব বা বিজাতীয়ত্ব কিছুই নাই। ইহা আগাধিগের পৈতৃক ধর্ম্ম। আনাধিগেরই পিতৃদেবগণের, প্রাচীন আৰ্য্য-ঋষিগণের, বহুযত্নার্জিত অমূল্য-রত্ন। কেবলমাত্র হতভাগ্য আমরাই, এই অমূল্য-রত্নের রত্নত্ব বুঝিতে পারি নাই। তজ্জগুই ইহা এতদিন অযত্নে অনাদরে অন্ধকার কক্ষে পতিত ছিল। বোধ হয় এতদিনে আমাদের ছরদৃষ্টের অবসান হইল, আমাদের মনশ্চক্ষের ভ্রম দূরীকৃত হইল, এতদিনে আমরা স্বত্বকে রত্ন বলিয়া জানিতে পারিলাম। হে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ মহোদয়গণ, ভারতে লুপ্তপ্রায় বিজ্ঞান-চর্চার পুনরুদীপন করিয়া

ভারতের যে উপকার করিলেন, ভারতবাসী তাহা কখনই বিস্মৃত হইবে না। বিজ্ঞানের বিপ্লব জ্যোতিতেই ভারত আজ তাহার বহুকালের হারাণ ধন, অমূল্য রত্ন, ভস্মরাশীর মধ্য হইতে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইল।

ইতিহাসাতীত প্রাচীনকালে (Prehistoric age) জনসাধারণ অন্ধ বিশ্বাসে চালিত হইত। তখন প্রতারণা ছিল না—সুতরাং সংশয়ও ছিল না ; তখন মানব-হৃদয় অবিকৃত, কোমল ও সরল ছিল। হৃদয়ে বিশ্বাস ছিল, আর সে বিশ্বাসে কোনরূপ বিপরীত কল হইত না বলিয়া, সে বিশ্বাস ও অবিচলিত থাকিত। প্রাচীন ঋষিগণ, এইকপ জনয়ই, আপনাদিগের কার্যক্ষেত্র করিতে পাইরাছিলেন। সংশয়, কাপট্য, মিথ্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদিগের সারগর্ভ শিক্ষার বিরোধ করিতে হয় নাই। ঋষিবাক্য, সেই সমস্ত সরল হৃদয়ে, “ঋষিবাক্য” বলিরাই গৃহীত হইত। কিন্তু আজ ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বার্থপরতা, আজ মানব-হৃদয়ে প্রধান প্রবৃত্তি (Prevailing passion)। সংশয় অবিশ্বাস, অসরলতা, সেই স্বার্থপরতার নিত্যসহচর। এই অধনতির দোষে আজ মানব হৃদয় মরুমর, কোন শিক্ষাই তাহাতে পূর্বের ন্যায় সহজে ফলপ্রদ হয় না। অবিশ্বাস, তাহাতে ঋষিবাক্য, ঋষিবাক্যের আদরে গ্রহণ করিতে দেয় না। সে সরল হৃদয় আর নাই, সে সরল-হৃদয়ের অন্ধবিশ্বাস ও আর নাই। এখন তাহার প্রতিপদেই সংশয়, সুতরাং প্রতিপদেই তাহার যুক্তির আবশ্যকতা। সংশয় পূর্ণ হৃদয়ে কোন শিক্ষা ফলপ্রদ করিতে চাও, অথবা যুক্তি প্রদান কর, নতুবা তোমার শিক্ষা শ্রেষ্ঠ-ভ্রম হইলেও সন্দ্বিগ্ন হৃদয়ে স্থান পাইল না। সে শিক্ষা সামাজিকই

হ'উক, স্বাভাবিকই হ'উক, আর ধর্মবিষয়কই হ'উক, সকলেরই প্রতি এক বিচার, যৌক্তিক বিশ্বাস, অযৌক্তিক অশ্রদ্ধেয়।

কিন্তু শিক্ষা মাত্রেই অনুকূল যুক্তি প্রদান করা নিতান্ত অনায়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। আবার যখন এই যুক্তি “অবাঙ-মনসোহগোচর” বিষয়ে দেয় হইয়া পড়ে, তখন তাহা যে অতীব দুর্লভ ব্যাপার হইয়া উঠে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আজ থিওসফি, (আর থিওসফি কেন বলিব) আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ প্রবর্তিত আর্য্যধর্ম, এই নব বঁকে বলীয়ান। আর্য্যধর্ম অমৌক্তিক, এই মহা ভ্রম, সন্দিগ্ধ হৃদয়ে আর স্থান পাইবে না। থিওসফির প্রতি কথা, প্রতিশিক্ষা আজ অকাটা, অখণ্ডনীয়, যুক্তির বিষয়ীভূত। থিওসফি অধ্যয়ন করুন, তাহার প্রতি পদেই অনুকূল যুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। তাহার শিক্ষা, তাহার ক্রিয়া কলাপ, তাহার অনুষ্ঠানাদি সমস্তই যুক্তিসঙ্গত। থিওসফিতে এমন বিষয়ই নাই, যাহার সারবত্তা অখণ্ড যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণীকৃত নহে। •

থিওসফির যৌক্তিকতা বলিতে গিয়া, আমাদের বিবেচ্য বিষয় ভুলিয়া গিয়াছি। থিওসফি নব ধর্ম নহে, বেদোক্ত আর্য্যধর্ম। ইহার প্রমাণে কোনরূপ কূটতর্কের অবতারণা করিতে হইবে না। কারণ থিওসফির (Doctrines) নীতি, সমস্তই আমাদের বেদান্তসার, পঞ্চদশী, মুক্তিমীমাংসা প্রভৃতি আর্য্যগ্রন্থ হইতে অবিকৃত ভাবে গৃহীত। ষড়দর্শন ব্যাখ্যা স্থলে আমরা তাহার সারাংশ এক প্রকার প্রদান করিয়াছি। থিওসফিতে আর নূতন কিছুই নাই, কেবল সেই সমস্ত নীতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সারগর্ভ যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা থিওসফি সংক্রান্ত পুস্তক-বিশেষ * হইতে ক একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া, থিওসফি যে আৰ্য্য-তত্ত্বগ্রন্থের পদাঙ্ক-সারী তাহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব ।—

“ There are four steps, technically called accomplishments, which lead the neophyte to the rank of an accepted *Chela* ” ————— “ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা । ”

বে. সা. ।

(তত্ত্ব-জ্ঞানলাভার্থী শিষ্য হইতে হইলে তাঁহাকে সৰ্ব্বাগ্রে সাধন চতুষ্টয় শালী হইতে হইবে ।)

সাধনানি:—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেহামুত্র-
ফলভোগবিরাগসমদমাদিসম্পত্তিমুমুক্ষুহ্মানি ।

বে. সা. ।

“ The first accomplishment consists in an intimate intellectual conviction of the fact, that, all and every thing which appears to have an existence, separate from Parabrahma (পরব্রহ্ম), is merely phenomenal change, (*Maya*.) ”

“ ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোহন্যদপিলমনিত্যমিতি বিবেচনং ”

বেদান্তসার ।

‘ The second accomplishment is the permanent effect produced on the mind by the theoretical knowledge which forms the preceding accomplishment. ’

* Man: Fragments of forgotten history. (By two Chelas)

When the neophyte has once grasped the illusive character of the objects around him, he ceases to crave for them ; and is thus prepared to acquire the second accomplishment, which is a perfect indifference to the enjoyment of the fruit of ones actions, both here and here-after.

“ঐহিকানাং অক্চন্দনাদিবিষয়ভোগানাম্ কৰ্ম্মজন্যতয়া অনিত্যত্বং আমুশ্বিকানাং প্যমৃতাদিবিষয়ভোগানামনিত্যতয়া তেভ্যঃ নিতরাং বিরতি—ইহামুত্র ফলভোগবিরাগঃ”

বেদান্তসার ।

এই সাধনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেকানেক সারগর্ভ যুক্তি প্রদানের পম, জন্মমৃত্যু সংঘটনকর কৰ্ম্ম-ফল হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় এইরূপে নির্দেশিত হইয়াছে ।

“ The only way to free oneself from the of bonds of Karma producing birth and death, is to let the stored-up energy exhaust itself merely as a portion of the cosmic energy, and not to colour it with personality by refering it to self.”

তৎপরে, গীতায় যে স্থলে বৈরাগ্য-প্রাপ্ত অৰ্জ্জুন, আত্মকৰ্ম্ম-সম্পাদনে অনিচ্ছা প্রদর্শন করিতেছেন এবং ভগবান্ বাসুদেব তজ্জন্য তাঁহাকে অল্পযোগ করিতেছেন, সেই স্থলটির উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার, ভগবান্‌চন্দ্রের উপদেশের এই রূপে পক্ষ সমর্থন করিতেছেন:—সংস্বরূপ তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য সম্বন্ধে জাগতিক সমস্ত ব্যাপারই ভ্রান্তি (মায়া) । সুতরাং এই জগতে

জন্মগ্রহণ জন্য যে সমস্ত অনিত্য কর্তব্য নির্পাদনের ভার আমরা-
দের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, যদিও আমরা সেই সমস্ত কর্তব্য
পালনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে আমরা এই অসং জগৎকে
সংস্বরূপ মনে করিয়া, আমাদের প্রাণ্টিমূলক অবিদ্যার
পোষকতা করি। তজ্জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন

“যৎ কেরোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।

যতপস্যসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পনম্ ।” গীতা ।

অর্জুন, তুমি নিঃস্বার্থ হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান কর। তোমার
দান, ধ্যান, হোগ, তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই আগাতে সমর্পণ
কর। আমাদের যোগ যজ্ঞ ব্রত হোনাদি কার্যের অনুষ্ঠান
সমাপণে ও এই শিক্ষা। তজ্জন্তই তত্ত্ব-দর্শী আৰ্য্য শ্লষিগণ,
“এতৎ কর্মকলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্ত,” “শ্রীবিষ্ণোঃ প্রীণাতু”
প্রভৃতি শিক্ষায়, যজমানের অনুষ্ঠিত কার্য সমাহিত করিতেন।
কেবলমাত্র কর্তব্যের অনুরোধেই আমরা আপন আপন কর্তব্য
কর্ম সম্পন্ন করিব, তাহাতে স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশের (কামনার)
লেশমাত্রও থাকিবে না। এই রূপ নিঃস্বার্থ হইয়া কর্ম করিলে,
উহা পদ্ম-পত্রের উপরিস্থ জলবিন্দুর স্থায়, পত্রকে আর্দ্র না
করিয়াই তাহা হইতে বিচ্যুত হয়। কিন্তু যদিও আমরা কোম
রূপ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশে আমাদের কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন
করি, তাহা হইলে, তত্ত্বৎ কার্যের পুনরনুষ্ঠান জন্ত অন্তঃকরণের
আসক্তি জন্মে, সুতরাং সেই আসক্তির নিঃশেষ নিরাকরণ
জন্ত জমান্তর গ্রহণ করিতে হয়।

পরে কর্তব্য সমাধান সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে শিব্যের প্রতি এই
রূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

“ The student, therefore, to begin with, must do every thing in his power to benefit all on the ordinary physical plane, transferring his activity, however, to the higher intellectual and spritual planes as his developement proceeds.”

খিওসকির তৃতীয় সাধন, আমাদিগের বেদান্তসারোক্ত “শমদমোপরতিতিতিক্ষাসমাধানশ্রদ্ধা।” আমরা পূর্বে এই বড় সম্পত্তির বেদান্তোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে খিও-সকিষ্টগণ ইহাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ইঁহারা সর্ব্বাংশে সেই অর্থেরই অনুমোদন করেন। ইঁহারা বলেন,—মন, প্রবৃত্তি এবং কামনার আধার। শম, সেই মনের বশীকরণ মাত্র। অন্তঃকরণ শম-গুণ-সম্পন্ন হইলে, তখন উহা বিবেক-দ্বারা পরিচালিত হয়। মন এই রূপে পরিশুদ্ধ হইলে আর তাহাতে ভ্রান্ত বা অসৎ প্রবৃত্তি আশ্রয় করিতে পারে না। যে সমস্ত পূর্ব্ব-স্মৃতি আমাদের কল্পনা-শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, শম সেই সমস্ত চিন্তা-প্রণালী বিশৃঙ্খল করিয়া দেয়। এইরূপে, কল্পনার বিষয়ীভূত অসৎ-চিন্তা-শ্রেণী যখন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহা কল্পনার আর আয়ত্তগত থাকে না। সুতরাং এইরূপে প্রধান বিষয় বিনষ্ট হইলে, কল্পনা (মন) বিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

ইঁহাদের মতে দৈহিক ক্রিয়া কলাপের সম্পূর্ণ বশীকরণের নামই দম। শম গুণ অধিকৃত হইলে, তাহার অবশ্রান্তাবি পরিণাম ফল স্বরূপ, দম গুণ আপনা হইতেই আয়ত্তগত হয়।

তৃতীয় সম্পত্তি উপরতি। বেদান্তসারে উপরতির অর্থ, “নিবর্তিতানাম্ এতেষাং (বাহ্যেন্দ্রিয়ানাং) তদ্ব্যতিরিক্তবিষয়েভা-

উপরমণঃ” । থিওসফিষ্টগণ, এতদতিরিক্ত আরও কিছু অর্থ ইহাতে সংযোজিত করেন । কোনরূপ ধর্ম-বিশেষের অনুষ্ঠানে বিরতি এবং অস্তঃকরণকে বিকার শূন্য রাখিয়া, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থের অনুধারন । তত্ত্ব-জ্ঞানার্থে লোক, কোন বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতানুসারী হইয়া, আপনার সহানুভূতি বা কার্য্যকারিতা, স্বসম্প্রদায় বহির্ভূত জীবের নিকট হইতে নিবর্তিত রাখিতে পারিবেন না । ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থের রসাস্বাদনে, কেবল মাত্র অসমর্থতা প্রযুক্তই যদি তাহা হইতে নিবর্তিত হই, তাহা হইলে প্রকৃত উপরতির কার্য্য হইল না । অস্তঃকরণ যখন একরূপ বিষয় হইতে স্বতই প্রতিনিবৃত্ত হয়, তখন আর তাহার প্রলোভনের আশঙ্কা রহিল না ।

বেদান্তের তিতিক্ষার, (‘শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা’) ইহারা এইরূপ অর্থ করেন । কাম্যের নিবৃত্তি, এবং জাগতিক সমস্ত বিষয় হইতে পৃথক হইবার জ্ঞান, মনের নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম । পরকৃত অনিষ্টের প্রতিশোধ প্রদানে অনিচ্ছা, এই গুণের একটা সুন্দর ফল । এই গুণ অধিকৃত হইলে, হৃদয় এক অপূর্ণ আনন্দ-সাগরে সর্বদাই ভাসমান থাকে ।

সমাধান সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে একবার এই গুণ অধিকৃত হইলে, সত্য-পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া লোকের পক্ষে একপ্রকার সাধ্যের অতীত হইয়া পড়ে । সমাধান দ্বারা, উপরতি প্রকারান্তরে পূর্ণীকৃত হয় । যখন স্বার্থ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা আর তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া, তাঁহার নির্দোষিত পন্থা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে না, তখন তাঁহার অস্তঃকরণ এতদূর নির্মল ও সংযত হইয়া উঠে, যে আত্ম-নির্দিষ্ট যে কোন করণীয়

কার্যের আবশ্যক হয়, তিনি অনায়াসে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া তৎসাধন করিতে পারেন, অথচ তাঁহার সমাহিত এবং সংযত চিত্ত, তাহাতে পূৰ্ব্বাপর নিলিষ্ট থাকিতে পারে ।

শ্রদ্ধার আবশ্যকতা সম্বন্ধে থিওসফিষ্টগণ বলেন :—An implicit confidence in his (শিষ্যের) master's power to teach and his own to learn. বেদান্তসারে এই ব্যাখ্যার প্রথমার্দ্ধমাত্র গৃহীত হইয়াছে ; “গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা।” কিন্তু থিওসফিষ্টগণ, তাঁহাদের এই উভয় অংশেরই আবশ্যকতা স্বীকার করেন। ইহার প্রথমার্ধশেব আবশ্যকতা, তাঁহারা এইরূপে সপ্রমাণ করেন যে, হয়ত এক্ষণে ইহাতে একরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, গুরুবাক্যে বিশ্বাসের আবশ্যকতা কি ? অতি সহজেই একরূপ আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে। যে বিষয় প্রকৃত বলিয়া আমার আন্দো প্রতীতি হইল না, তদদ্বারা আমার উদ্যম বা ঐকান্তিক বহ্ন কিরূপে সমুদ্ভূত হইতে পারে ? যাহার প্রতি আমার বিশ্বাস নাই, তাহার শিক্ষা আমি কখনই সাদরে বা সযত্নে গ্রহণ করিতে পারি না। একরূপ বিশ্বাসে যে আমার নিজ বিচার শক্তিকে বিসর্জন দিতে হইবে, তাহারও ত কোন কারণ দেখা যায় না।

ইহার দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থাৎ গুরুদত্ত শিক্ষাগ্রহণে, শিষ্যের নিজ শক্তির প্রতি বিশ্বাসের, প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন, যে, লোকের স্বসামর্থ্যের প্রতি বিশ্বাস, সর্ব প্রকার উন্নতি চেষ্টার মূল ভিত্তি স্বরূপ। যে মুহূর্ত্তে লোকে আপনার হৃদয়গত উচ্চতম আশার সংসাধনে আপনাকে সম্পূর্ণ অসমর্থ বলিয়া অনুমান কবে, সেই মুহূর্ত্তেই সে প্রকৃত-প্রস্তাবে সেইরূপ অসমর্থ

হইয়া পড়ে। আমার হৃদয় দুর্বল, এইরূপ ভ্রান্ত-জ্ঞানে স্থির বিশ্বাস জন্মিলে, হৃদয়ের বল স্বতঃই বিনষ্ট হয়। বাহা আশাদের সাধ্যাতীত বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, তৎপ্রাপ্তির আশয়ে আমরা কখনই কোনরূপ উদ্যম করি না। কিন্তু এদিকে তত্ত্ববিৎ শাস্ত্রকার বলিতেছেন, পূর্ণসৰ্বস্বাধীনতা লাভ করা, মানবের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত। আত্মাবজ্ঞানদ্বারা আপনার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের অবমাননা করা মানবধর্ম্য নহে।

মুমুক্শু শেষ সাধন। এই সাধনে সিদ্ধ হইলে জীবের জীবন্ত শেষ হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়। এই সাধনের ব্যাখ্যায় খিওসফিষ্টগণ বলেন যে, জীবনুজ্জির জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছারই নাম মুমুক্শু। সুতরাং এই সাধন-সম্পন্ন হইতে হইলে জন্মান্তর গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরাগ এবং পরব্রহ্মে লীন হওন জন্য, অন্তরাত্মার পূর্ণ একাগ্রতার প্রয়োজন।

হঁহারা বলেন, 'যে সাধারণ লোকের, এই চরম সাধন (মুমুক্শু), দ্বিতীয় সাধনের অন্তর্নিহিত বলিয়া সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সংশয় নিতান্ত ভ্রান্ত। নির্মাণ এবং চৈত্যানের সম্পূর্ণ অবচ্ছেদ, এ উভয়ে ধেরূপ প্রভেদ, মুমুক্শু এবং ইহামুক্তফলভোগবিরাগ, এ উভয়ের মধ্যেও তদ্রূপ প্রভেদ। ইহামুক্তফলভোগবিরাগের তাৎপর্য, ভোগাভিলাষ সাধন জন্য জন্মগ্রহণে অনিচ্ছা;—কিন্তু মুমুক্শুত্বের অর্থ, চৈতন্য-বিশেষের জন্য চিন্তের আগ্রহ। একরূপ চেতনার স্বরূপ অবগত হওয়া সাধারণের ক্ষমতার বহির্ভূত। তবে হঁহারা পূর্ববর্তী সাধন ত্রয় সম্পন্ন হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এই যোগীজন-বাহিত চৈতন্যের প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়নে তত্ত্বাধ্বৈর নান-কল্পে যে রূপ গুণ-সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে থিওসফিষ্টগণের মত এই যে, যে কোন লোকের পূর্বোক্ত সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বিতীয় সাধনে পূর্ণরূপ অধিকার জন্মিবে এবং তৃতীয়-সাধন-নির্দিষ্ট ষড় গুণে লক্ষ্য থাকিবে তাঁহার, এই চরম সাধনে কথঞ্চিৎ অধিকার জন্মিলেও, মহাশুভ্রর অনুগ্রহে পূর্ণ মনোরথ হইবার সম্ভাবনা । আর যে ভাগ্য-বান্ পুরুষ প্রকৃত প্রস্তাবে এই সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে পারেন, জীবন্মুক্তির জন্য তাঁহাকে আর জন্মান্তর গ্রহণের ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়না ।

কিন্তু বিষয়ী লোকের পক্ষে এইরূপ অবস্থা-লাভ করা হুঁকহ ব্যাপার । তাঁহারা যে তত্ত্ব শিক্ষার মর্শ্বগ্রহণ করিতে পারেন না, অথবা মহাজন বাক্য, তাঁহাদের অন্তঃকরণে যে আদৌ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, তাহা নহে । তবে সংসারিক ভোগা-ভিলাষ, প্রবৃত্তির বহির্ভূত করিবার জন্য হৃদয়ে যতদূর দৃঢ়তার আবশ্যক, তাঁহারা হৃদয়কে ততদূর দৃঢ় করিতে পারেন না । তাঁহারা আপন আপন কৰ্ম ফলে, আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখেন । আর মানব আত্মা যে নির্বিকার সৰ্ব্বাঙ্গীনতা লাভে সমর্থ, তদ্বিষয়ে ক্রব বিশ্বাস থাকিলেও, তাঁহাদের অন্তঃকরণে এরূপ একাগ্রতা নাই যে, তদ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ অন্তরাত্মার সূপ্ত সামর্থ্যের উদ্বোধন সাধনে সমর্থ হন । তবে কি সংসারিক লোকের জীবন্মুক্তির আশা এক বারেই নাই, তাঁহাদের কৰ্ম্ম সূত্র কি নিতান্তই হুশ্ছেদ্য ? তাহা নহে, যদি কেহ বহুয়াশ-সাধ্য কোন বিষয় লাভ করিতে পারেন, তবে অপর তাহা কেন না পারিবে ? যত্নের সমতা থাকিলে, যত্ন

জনিত ফল লাভেরও সমতা থাকাই সম্ভব । আত্ম-সামর্থ্যে অবি-
শ্বাসই, সংসারী লোকের মহাজন্ম, এই ভ্রমই তাঁহাদের আত্মো-
ন্নতির প্রধান বিঘ্ন । সংসার-শৃঙ্খল ছেদ করিবার অমোঘ অস্ত্র,
চিত্তের একাগ্রতা । সংসারের সমুদয় ব্যাপারই অসার, এ কথা
কে না স্বীকার করেন ? কিন্তু স্বীকার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে
তাঁহাতে ফল লাভের আশা নাই । এই ভাব হৃদয়পটে প্রতি
নয়ত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখিতে হইবে । এই ভাব
হৃদয়ে একবার স্থায়ী হইলেই জানিবেন যে, অভীপ্সিত ফল
লাভের আর বিলম্ব নাই । এবস্তৃত আত্মার উপর মায়া
মোহাদির আঁর প্রতিপত্তি থাকে না । তখন অজ্ঞান অন্ধকার
অগ্নে অগ্নে অপসারিত হইতে থাকে, এবং বিবেকের বিগুদ্ধ
জ্যোতি ক্রমবিকীর্ণ হইয়া সেই হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে ।

আর যাহারা চিত্তের একাগ্রতা-সাধনে একবারেই অসমর্থ ?
তাঁহাদিগকেও থিওসফিষ্টগণ তত্ত্ব-শাস্ত্র অধ্যয়নে পরামর্শ দেন ।
এবং আত্মমত সমর্থনে, শঙ্করাচার্য্যের বচন উদ্ধৃত করেন :—
সাধনসম্পন্ন অথবা মোক্ষাভিলাষী না হইয়াও তত্ত্বানুশীলনে রত
হইলে যে ফল লাভ হয়, যাগ যজ্ঞাদির অশীতিতম অনুষ্ঠানেও
তদ্রূপ ফল লাভ হয়না ।

২. থিওসফিষ্টগণ এই আত্মোন্নতির চরম ফল, মোক্ষসাধনে,
বর্ণবৈষম্য স্বীকার করেন না । হিন্দু-ধর্ম-নির্দিষ্ট, আচার
ব্যবহার বর্জিত হইয়া চলিলেও, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান
সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে । আপন আপন বর্ণও সমাজোচিত
ধর্ম্যানুষ্ঠান করুন আর না করুন, তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনে আন্তরিক
শ্রদ্ধা জন্মিলেই তিনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারী । এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত

যে, এইমত কি আর্থিক ধর্ম্য বহির্ভূত ? এই মতের প্রামাণিকতা সপ্রমাণ করিতে অধিক দূর যাইতে হইবেনা :—

“ অন্তরাচাপিতু তদৃষ্টে । ”

বেদান্ত সূত্র । ৩ অ । ৪ প । ১২ সূ ।

বর্ণাশ্রমনির্দিষ্ট আচার পরিত্যক্ত ব্যক্তিরও ব্রহ্ম-জ্ঞান-সাধনে অধিকার আছে । কেন না, রৈক্য, বাচরূপী প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যক্তিদিগেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে ।

খিওসফির মতের অনুকূলে আরো অনেক প্রমাণ আছে :—

“ যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ । ”

বেদান্ত সূত্র । ৪ অ । ৫ প । ১১ সূ ।

যে স্থানে ও যে সময় মন স্থির হয়, সেই স্থানেই ও সেই সময়ই উপাসনা করা বিধেয় ; কেননা, ব্রহ্মোপাসনায় দেয় কাল পাত্রের বিচার নাই ।

মহাত্মা ।

—:—

আমরা এই পুস্তকের মধ্যে, স্থানে স্থানে “মহাত্মা” শব্দের উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু তাহার কোন রূপ স্পষ্ট ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই । খিওসফি সংক্রান্ত প্রবন্ধে অথবা তৎসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মুখে, যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইতে মহাত্মাগণের প্রকৃতত্ব কিছুই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না । ইহাতে সাধারণ লোকের মনে উক্ত মহাত্মাগণ সম্বন্ধে এক প্রকার ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা । বাস্তবিকও

তাহাই ঘটিয়াছে। মহাত্মাগণের স্বরূপ, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি, এবং জনসাধারণের সহিত তাঁহাদিগের সহযোগিতা সম্বন্ধে, সাধারণ লোকের মনে এক প্রকার ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, মানবের অপূর্ণতায় অথবা তাহাদিগের হৃদয়-দৌর্বল্যে, মহাত্মাগণের আদৌ সহানুভূতি নাই। মানবের দৈনন্দিন চুঃখে অথবা তাহাদিগের অপরিহার্য যজ্ঞণা রাশীতে, তাঁহাদিগের অনুকম্পার লেশমাত্রও নাই। তাঁহারা মমতাবিহীন, কঠোরহৃদয়। মহাত্মাগণ সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাদে পতিত হইবার প্রধান কারণ, মানব-স্বভাবজ স্বার্থ-পরতা। স্বার্থপর বলিয়াই, সাধারণ মানবে সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্যতা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। মহাত্মাগণ পূর্ণরূপ অহঙ্কার বিহীন, নিঃস্বার্থ। তাঁহারা অবিকৃত সত্যের প্রতিপালক, অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের দাস। তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে ব্যক্তিগত অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা নাই। তাঁহারা শোক মোহাদিজড়িত মানবের জ্ঞায় নহেন। তাঁহাদিগের অভাব আবশ্যক, কাম্যকামনা, কিছুই নাই। রক্তমাংসময় মানবের জ্ঞায়, তাঁহারা স্বল্পায়তনে সীমাবদ্ধ নহেন। তাঁহারা প্রকৃত আত্মজীবী, দেহ-পিঞ্জরের আয়ত্তাতীত আত্মারূপী। সাধারণ মানববুদ্ধির বহির্ভূত, তাঁহাদিগের সেই অতুল্যত অবস্থা পূর্ণ শাস্তিময়।

মহাত্মাগণ পূর্ণরূপ অহঙ্কার বর্জিত ও স্বার্থবিহীন, সুতরাং যে কার্যে আমরাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের ও সামান্যমাত্র অনিষ্ট হয়, তাহা, অপর সহস্র সহস্রের ইষ্টসাধক হইলেও, তদ্রূপ কার্য, তাঁহাদিগের বিচারানুমোদিত নহে। অধিক কি, কেবল

মাত্র আত্ম-মোক্ষসাধনেচ্ছা মুমুকু ব্যক্তিকেও তাঁহারা এক প্রকার স্বার্থাশ্রয়ী বলিয়া মনে করেন । তাঁহারা বলেন, কেবল আত্ম-মোক্ষসাধনেচ্ছা, প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানীর কার্য্য নহে । যতদূর সাধ্যা-য়ত্ত, অপরাপরকে, সেই মুক্তির পন্থা প্রদর্শন করাই প্রকৃত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর ধর্ম্ম ।

যদি কেহ, সম্পূর্ণ সাংসারিক চিন্তাশূণ্য জীবনের কল্পনা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি এই মহাত্মাগণের উল্লীত আধ্যাত্মিক অবস্থার কথঞ্চিৎ আভাস অনুমান করিতে সমর্থ হইতে পারেন । যে দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, আমরা আমাদের অসংখ্য সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপ্ত হইয়া থাকি, যে দুস্ত্যজ্য মায়া^১র আচ্ছাদিত হইয়া আমরা অসারকে সার ভাবিয়া, ছায়ার অনুসরণে দুর্লভ মানব জন্মের অপব্যয় করি ; সেই দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির, সেই দুর্জয়ের মায়া^১রও নিরাকরণ আছে । আমাদের নিষ্পীড়িত অন্তরাত্মার অক্ষুণ্ট স্বর, ইহা আমাদের অনবরতই জানাইয়া থাকে । যখনই আমরা জাগতিক সমস্ত পদার্থের নশ্বরত্ব ভাবিয়া দেখি, তখনই ইহার অসারতার জ্ঞান, আমাদের মনে স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে ; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কল্পনা-পটে, একরূপ একটি মনোহর চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই, যেখানে ঐ দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি পরাজিত, এবং মায়া^১র আবরণ উন্মোচিত । যেখানে জীবন-সংগ্রাম নাই, যেখানে সংসার চিন্তা নাই । মহাত্মাগণ আমাদের মানব-স্বভাবসুলভ দৌর্ব্বল্যের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাঁহারা আমাদের এই অসার সংসার-ক্লেশে ক্লিষ্ট^২ দেখিয়া, তজ্জন্য সহানুভূতি ও করেন ; কিন্তু আমাদের আত্মচেষ্টা ব্যতীত

তঁাহাদিগের হৈস-সহায়ত্বভূতির দ্বারা কোন ফললাভ হয় না । তাঁহারা অবনতি প্রাপ্ত হইয়া, আমাদের অবস্থায় পূর্ণরানীত হউন, এরূপ আশা নিতান্ত অসঙ্গত । আমাদিগকে, আত্মচেষ্টায় সেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে । আমাদিগকে এই-রূপ যত্নপর দেখিলেই তাঁহারা অযাচিত হইয়াও আমাদিগের সেই সাধু উদ্যমের সহায়তা করেন । মহাত্মাগণ সৃষ্টিক্রম নহেন, সুতরাং আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে, আমাদিগের একবারে পূর্ণাবস্থায় সৃষ্টির আশা করিতে পারি না । তাঁহারা তাঁহাদিগের অন্তর্গামী আধ্যাত্মিক চক্ষে প্রত্যেক মানব-হৃদয় সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পারিতেছেন । কিন্তু লোকের কর্ম জ্ঞাত ফলের বহির্ভূত সহায়তা প্রদানে তাঁহারা অসমর্থ । মহাত্মাগণ প্রাকৃতিক নিয়মের সহযোগী, তাঁহারা ইহার প্রতিরোধী নহেন ।

তত্ত্বজ্ঞানী-জীবমুক্ত ।

—••••—

প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ জীবমুক্ত । তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জ্ঞাত কি কি অন্তর্গত প্রয়োজনীয় তাহা বিবৃত হইয়াছে । সুতরাং যে কেহ তৎসমুদয় সম্পাদনে সমর্থ, পরম পুরুষার্থ লাভে তাঁহার অবিসম্বাদী অধিকার । এই পুরুষার্থ সাধন জ্ঞাত মানবের আকৃতি বা প্রকৃতিতে, স্বভাবতঃ বাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তদতিরিক্ত আর কিছুই নূতন উপাদানের আবশ্যক হয় না । সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষে এবং সংসার জালবদ্ধ, কর্মফল সেবী মনুষ্যে, কোনই বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না । হয়ত আমরা

শত শতবার একপু মহাপুরুষগণকে সন্দর্শন করিয়াছি, হয়ত তাঁহা দিগের সহিত আমাদিগের বাক্যালাপ পর্য্যন্ত হইয়াছে, অথচ অজ্ঞ আমরা তাঁহাদিগের সারতত্ত্ব অহুমান করিতে পারি নাই ।

খিওসফিমতে এই সমুদয় তত্ত্ব-জ্ঞানী পুরুষ সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত । এক্ষণে কেহ একপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলেই যদি তত্ত্ব-জ্ঞানী হয়, তবে তাঁহাদিগের আবার শ্রেণী বিভাগ কেন ? ইহার উত্তরে খিওসফিষ্টগণ এইরূপ যুক্তি প্রদান করেন ।--

Seven is the mystic number, not because it is seven but because it is a universal law that every natural order is completed by sevens. The absolute wisdom in the universe is the spiritual central sun mentioned in the mysticall treatsses. When the day of nature arrives this sun sends out seven rays, which are each subdivided in the series of seven. All men or rather their spiritual selves lie along some one or other of these seven main rays of wisdom. Hence is the necessity for the seven types of Adepts.

এই সপ্তশ্রেণীর মধ্যে, পঞ্চশ্রেণী মাত্র সাধাবণে বিদিত, অপন্ন দুইটা শ্রেণী, কেবল মাত্র উচ্চতর শ্রেণীভূক্ত অধিকারীগণের গোচরীভূত । কথিত পঞ্চশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ, তির্কতস্থ চুটুচুটু অর্থাৎ জ্ঞান-নিষ্কিণীগণ অতীতমের আত্মাহুতী । ইং হারা কোন বিশেষ তত্ত্ব-জ্ঞানী সম্প্রদায়ের আশ্রমভুক্ত নহেন, অথচ সমস্ত আশ্রমেই ইং হাদিগের পভূত । এই আশ্রম সংখ্যা আপা-

ততঃ তিনটী, তন্মধ্যে প্রথমটি তির্কতে, দ্বিতীয়টী মুম্বয়ে; তৃতীয় আশ্রমটি যে স্থানে অবস্থাপিত, খিওসফিষ্টগণ তাহার নাম সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষিদ্ধ। জ্ঞাননিধিগণ, সময়ে সময়ে এই আশ্রমত্রয় পরিদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ তির্কতেই বাস করেন। আর পূর্বোক্ত অপর দুইটি শ্রেণীর শিরোভূষণ তত্ত্ব-জ্ঞানী, গোবিনামক মরু-ভূমির অন্তর্ভুক্ত কোন প্রদেশে অবস্থিতি করেন।

• তত্ত্ব-জ্ঞানী পুরুষেরা কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের পূর্ণতা-সাধনের অবস্থা বিশেষে, সর্বপ্রকার ধর্ম-ফর্ম বিবর্জিত হইতে হইবে। আর কোনরূপ তান্ত্রিক কার্যেরও তাঁহারা অনুষ্ঠান করিতে পাইবেন না। এতদ্ব্যতীত তত্ত্ব-জ্ঞান-সাধন, কোন জনপদ বিশেষে নিরুদ্ধ নহে। পৃথিবীর সর্বত্রই ইহার অনুষ্ঠান হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। বর্তমানে এই তত্ত্বজ্ঞানীগণের মধ্যে, এশিয়ার প্রায় সর্বদেশীয় লোকই আছে। তদ্ব্যতীত ইংলণ্ড, গ্রীস, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও তত্ত্ব-জ্ঞানীর অপ্রতুল নাই।

তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষগণের নয়টি অবস্থা বা পর্যায়, এবং প্রত্যেক পর্যায়ের সাতটি বিভাগ আছে। আধ্যাত্মে এই নয়টি পর্যায় অবনিধি নামে খ্যাত। যখন কেহ দশমাবস্থায় উপনীত হন, তখন এই পৃথিবী, আর তাঁহার বিবর্তন সাধনে সমর্থ হয় না। এই নবাবস্থার প্রথমাবস্থা, তত্ত্বোক্ত কালিরূপ। অদূরদর্শী অজ্ঞ লোকে এই প্রতিকৃতির মর্ম না বুঝিয়া, আধ্য-ধর্ম মৃৎপিণ্ড পূজামাত্র বলিয়া অবজ্ঞা করে; কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে যে কি স্নমহান, নিগূঢ় উপদেশ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, যদি তাহা হৃদয়-

কর্ম করিতে সমর্থ হন, তবেই তাহারা আধ্য-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারে। কালিমূর্তির অধঃশায়ী পুরুষ, যুমুকু যোগী, ঐ শয়ান পুরুষের শরীর ব্যাপী সর্প, বিবেক, এই সর্পরূপা বিবেকের সহায়তায় তিনি আপনার শরীর (Physical body) সংযত করিয়া রাখিয়াছেন। যোগীর আধ্যাত্মিক শক্তি, কালিমূর্তিতে বিরাজিত। এই আধ্যাত্মিক শক্তি (প্রকৃতি) স্বয়ং অকর্ত্রী, তজ্জন্যই ক্রীমূর্তি। যুমুকু যোগীর শরীর-ধর্মের উপর তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাচুর্য্য অবশ্যক, তজ্জন্যই ঐ কালিমূর্তি (প্রকৃতি), শয়ান, ইচ্ছা-জ্ঞান রহিত অচেতন ঘোঁগিবরের (পুরুষের) উপরে দণ্ডায়মান। তাঁহার হস্তস্থিত রূপাণ, দিব্য-জ্ঞান। আর ঐ যে অসংখ্য নরমুণ্ড, তাহা অজ্ঞান-জাত কাম, ক্রোধাদি রিপুগণের আদর্শ মাত্র। সুতরাং প্রতিকৃতি হইতে আমাদের শিক্ষিতব্য বিষয় এই যে, মোক্ষ-কলাকান্দী ব্যক্তিকে, রক্ত মাংস-নির্মিত দেহের প্রকৃতিগত ধর্ম, কাম-ক্রোধাদিজনিত প্রবৃত্তিকে, বিবেক-বলে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার প্রবৃত্তি-দমন অনায়াস-সাধ্য ব্যাপার নহে। ইহাতে যে কতদূর চিন্তাকাণ্ডতা এবং আন্তরিক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা কেবল সিদ্ধ-মনোরথ তত্ত্ব-জ্ঞানী ব্যক্তিই অনুভব করিতে পারেন।

পূর্বোক্ত প্রথমাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি, যুমুকু-সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েন এবং তখন তিনি অবিচ্ছিন্ন পর্যায়-ক্রমে ক্রমোন্নতি লাভে সমর্থ হন।*

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এই জগৎ, দশমাবস্থা-সাধনের যোগ্য-জ্ঞান নহে। যে মুহূর্ত্তে কেহ উক্ত দশমাবস্থা প্রাপ্তির উপ-

যোগী হয়েন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভিন্ন জগতে, নীত হয়েন। এই দশমাবস্থার প্রতিকৃতি হিন্দু-সন্তানের পক্ষে নূতন নহে। কিন্তু উঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় তাহার অন্তর্নিহিত উপদেশের মর্ম্মগ্রহণে সচেষ্ট হন নাই। একটি অর্দ্ধ-বিকশিত শত-দলের উপরে একটি দণ্ডায়মানা রমণী মূর্ত্তি। স্বকর-স্থিত-কৃপাণ-বিচ্ছিন্ন, রমণীর নিজ মস্তক, একহস্তে, উন্মুক্ত-বক্ত্রে, শোভা পাইতেছে; রমণীর বাম দক্ষিণ উভয়পার্শ্বে, অপর দুইটি রমণী-মূর্ত্তি বদন ব্যাদান করিয়া দণ্ডায়মান আছে। রমণীর শূণ্য-শির-দেহ হইতে, শোণিত-স্রোত, ত্রিধারা হইয়া উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তন্মধ্যে একধারা রমণীর হস্তস্থিত নিজ-মুখে ও অবশিষ্ট ধারাবয়, পার্শ্বচারিণী রমণীদ্বয়ের ব্যাবৃত্ত বদন যুগলে নিপতিত হইতেছে। এই প্রতিকৃতির পদ, এই জগতের অবভাসক। চরমাবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বে, পুরুষ এই জগতের স্বরূপ (ভ্রম), পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারে না; তজ্জন্যই উহা অর্দ্ধপ্রক্ষুটিত। রমণীর মস্তক ছেদনের গূঢ় অর্থ এই যে, সম্পূর্ণরূপ অহং-শূণ্য না হইলে আকলাভ হয় না। ত্রিধার শোণিতের অর্থ এই যে, সম্পূর্ণরূপ অহঙ্কার (আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা প্রভৃতি জ্ঞান), বিহীন হইলে লোকে এক কালেই ত্রিজগতে চৈতন্য সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়।

এক্ষণে আমরা থিওসফি মতে তত্ত্ব-বিদ্যা শিক্ষার প্রণালী ও তদ্বিষয়ে থিওসফিষ্টগণের মস্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া পুস্তকের উপসংহার করিব। তত্ত্ব-জ্ঞানিগণ যে নয়টি ক্রমোন্নত শ্রেণীতে বিভক্ত, সে সমুদয় শ্রেণীর মধ্যে নিম্নতম শ্রেণীতে ও কোন সংসারিক ব্যক্তি একবারে প্রবেশলাভ করিতে পারেন না।

তাঁহাকে সৰ্ব প্রথমে শিক্ষার্থী হইয়া তত্ত্ব-জ্ঞানী-জীবন্ত পুরুষের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। এবং এই সাধু উদ্যমে তাঁহাদিগের অনুমোদন প্রাপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু-তাঁহার এই উদ্যমে, তিনি নিজের হৃদয় বল এবং আন্তরিক অধ্যবসায় হইতে, আপনার উদ্দেশ্য-সাধন পক্ষে যে পর্য্যন্ত উন্নতি লাভে সমর্থ হন, তদ্ব্যতিরিক্ত গুরুগণের নিকট হইতে স্বতন্ত্র সহায়তার প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। শূন্যতা শিক্ষাভিমানিগণ খিত্তসফির এই শিক্ষা প্রণালীতে দোষারোপ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদিগের স্বরণ করা উচিত যে, তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা সম্পূর্ণ পরাপেক্ষী হইতে পারে না। একজন সঙ্গীতাধ্যাপক, শিষ্যকে যন্ত্রে মুচ্ছনা, মেড়, গমুক, বোল প্রভৃতি সমস্তই শিখাইতে পারেন; কিন্তু তিনি তাহাকে “লয়” শিখাইতে পারেন না। কারণ লয় বোধ পরাপেক্ষী হইতে পারেনা, তাহা আত্মগত। তত্ত্ব জ্ঞানী গুরু, শিষ্যকে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু স্বপদে নির্ভর করিয়া না চলিলে শিষ্যের গন্তব্য স্থানে যাওয়া হইল না।

অস্থির-মতি, অব্যবস্থিত-চিত্ত লোকে, আকস্মিক আগ্রহের বশবর্তী হইয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইতে পারে বটে, কিন্তু যদিও সে জানিতে পারে যে, গুরুপদে প্রাপ্তিসম্ভেদ, তাহার কতদূর আত্ম-চেষ্ঠার আবশ্যক, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ এতাদৃশ বিফল চেষ্ঠা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই প্রকৃতির লোকে মনে করে যে, উপযুক্ত গুরুগ্রহণ করিলেই, তত্ত্ব-জ্ঞান লাভার্থে যাহা কিছু প্রয়োজন, তৎসমুদয়ই সুসাধিত হইত; কারণ প্রকৃত গুরু, প্রাকৃতিক রহস্যজ্ঞ, এবং অলৌকিক ক্ষমতা-শালী। কিন্তু কেবলমাত্র গুরু ক্ষমতাশালী হইলেই যে শিষ্যের নিজ উদ্যম ব্যতীত

তাহাতে তাহার কোনই উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হইবে না, ইহা তাহার
বুঝিতে পারেনা। গুরু, শিক্ষা প্রদান করিলেন, কিন্তু শিষ্য
যদ্যপি নিজহৃদয়ে, সেই শিক্ষার সারগ্রহণে অসমর্থ হয়,
তবে গুরুদত্তশিক্ষায় কি ফল ?

গুরু দত্ত শিক্ষার সারগ্রহণ করা শিষ্যের প্রথম কার্য্য।
পরে সেই গুরু-প্রাপ্ত জ্ঞানালোকে নিজ-হৃদয়কে উত্তরোত্তর
উদ্দীপিত করা, শিষ্যের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার এক মাত্র
উপায় ও অবলম্বন। এই জ্ঞান লাভসার পরিমানানুসারেই শিষ্যের
উন্নতি বা অবনতি। গুরুশরীরী, সদস্য জ্ঞান সম্পন্ন এবং সংযত-
চিত্ত লোকে, যদ্যপি গুরু-প্রদর্শিত পন্থানুসারী হইয়া, কতকগুলি
আপাত কঠোর, পরিণাম সুভকর নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হন,
তবেই তাঁহার পরিণামে সিদ্ধমনোরথ হইবার সম্ভাবনা। নতুবা
সমস্তই বিফল। অনেকে আবার এইরূপ আদেশ গ্রহণে, এবং
কার্য্যতঃ তাহার প্রতিপালনে, আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ,
তাঁহারা মনে করেন যে, আপন আপন গন্তব্য পথ স্বয়ং নির্ধারণ
করা অপেক্ষা, পথপ্রদর্শকের আদেশানুসারে অগ্রসর হওয়া,
অপেক্ষাকৃত স্বাভায়াস-সাধ্য। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের মহাভ্রম ;
উন্নত কারিনিশক্তি শিষ্যের নিজ হৃদয়ে থাকা একান্ত প্রয়ো-
জনীয় ; তাহার অন্যথা হইলে, সঙ্গীতের “শ্রবণ” শিক্ষার মত,
সমস্তই নিফল। কিন্তু যদ্যপি মোক্ষ-সাধনেচ্ছা, প্রকৃত প্রস্তাবে
তাঁহার পার্শ্ব প্রবৃত্তির উপর বলবতী হয়, তাহা হইলে তাঁহার
উন্নতির পথ ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইতে থাকে। কিন্তু তখনও তাঁহার
নিরন্ত হইয়া থাকিলে চলিবেনা, আরাধ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব
করিয়া, তাঁহাকে অবিচলিত অধ্যবসারশালী হইতে হইবে; নতুবা:

তঁাহার পূণঃ পতন অনিবার্য। আবার অন্তঃকরণের প্রকৃতি মনুসারে এই উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ভারতম্য হইয়া থাকে ; একের পক্ষে যাহা স্বপ্নায়াস-মাত্র সাধ্য, অপরের, তাহা সঙ্গীর্ধন করা অতীব দুর্লভ বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু যদি এক জন সিদ্ধ-মনস্ক হইতে পারেন, তাহা হইলে অপরের তরুণ না হইবার কোনই কারণ নাই। সুতরাং সফল বা বিফল হওয়া, সম্পূর্ণরূপে শিষ্যের আয়ত্তাধীন। ইহাতে একমাত্র আবশ্যিক, বিশ্ব বিনাশ পূর্বক অবিচলিত চিত্তে সত্য পথে অবস্থান। শিষ্যের এই শিক্ষার্থিকাল যখন অবলিত হয়, তখনও তঁাহার সম্পূর্ণ বিশ্ববিনাশ হয় নাই, গন্তব্যপথে তঁাহাকে নূতন নূতন বিশ্বের সম্মুখীন হইতে হয় ; কিন্তু ইহাতে তঁাহাকে আর ভয়োৎসাহ করিতে পারেনা। মোক্ষসাধন বাসনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে, এবং অবিচ্ছিন্ন আন্তরিক যত্নে, সেই বাসনার উদ্দীপন করিতে পারিলে, শুরুকে শিষ্যের গুণগ্রামের মর্শ্বগ্রহণ করিতে ও তঁাহার শ্রবিত্যং কার্য্য-প্রণালীর পূর্ণা নিৰ্দেশ করিয়া দিতে-বাধ্য হইতে হয়। তখন শিষ্যের মনশ্চক্ষের গোচরে প্রকৃতির জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার অল্পে অল্পে উন্মোচিত হইতে থাকে, তখন তঁাহার চিরবাহিত রত্নের প্রাপ্তি লালসায়, হৃদয় বল দ্বিগুণিত হইতে থাকে। পার্থিব বিশ্ব, তঁাহার সেই হৃদয় বল, আর কোনরূপে প্রতিরোধ করিতে পারে না।

সমাপ্ত ।
